উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,৬৯৩.৭১ (+৩১৩.০২)
নিফটি : ২৫,৩৩০.২৫ (+৯১.১৫)

জোট নিয়ে দ্বিধায় সিপিএম
এ রাজ্যে আগামী বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি সিপিএম। এই দল এখনও অপেক্ষা এবং পরিস্থিতির উপর নজর রেখে এগোচ্ছে। ৭

হিমাচলে মৃত বেড়ে ১৮
উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশে বেশিরভাগ নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বর্ষণে দুই রাজ্যে ১৮ জনের মৃত্যুর খবর রয়েছে। এখনও অন্তত ২০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩১°	৩১°	২৯°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৩°

জেলে ভরলেই শিক্ষা হবে, দূষণ নিয়ে প্রধান বিচারপতি ৭

১ আশ্বিন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 18 September 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 122

চোখের সামনে দাদাকে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ

এখনও কাঁপছে বোন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : মায়ের কোল থেকে নামতেই চাইছে না বছর দশেকের মেয়েটা। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে ছোট্ট শরীরটা। দু'হাত আঁকড়ে ধরছে মাকে। কবে যে মেয়ে স্বাভাবিক হবে, তা বুঝতেই পারছেন না বাবা-মা। ছোট্ট মেয়েটার মতোই কাল রাতে ঘুমোতে পারেননি বছর তিরিশের সিকন্দর আলম। ওঁদের চোখের সামনেই ১৩ বছরের অস্মিতের টুঁটি কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল চিতাবাঘ।

তখন প্রায় সন্ধ্যা ছ'টা। মুলিবাঁশের বেড়া দেওয়া বাড়ির সদর দরজায় ওঠার সিঁড়ির একদম ওপরের ধাপে বসে আপন মনে খেলছিল সংগীতা। হঠাৎ কানে আসে খসখস আওয়াজ। আধো-অন্ধকারেও সে স্পষ্ট দেখতে পায়, দাদা অস্মিতের গলা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা বিশাল চিতাবাঘ। আতঙ্কে এক মুহূর্তের জন্য কেমন যেন স্থির হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। তারপর আর্তচিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

খেরকাটা গ্রামে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ খুঁজছেন বনকর্মীরা। বুধবার।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খেরকাটা গ্রামের হাড়হিম করা ওই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও এতটুকু ট্রমা কাটেনি অস্মিতের জ্যাঠতুতো বোন সংগীতার। এদিন বিকেলেও বাড়ির সামনের রাস্তায় মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাত যতদূর সম্ভব দু'পাশে বাড়িয়ে সে বলল, 'এত্ত বড় চিতাবাঘ এসেছিল। আমি নিজে দেখেছি। দাদার গলায় কামড় দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।' আর কথা বলতে পারে না মেয়েটা। হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলে, 'দাদাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। আমরা একসঙ্গে খেলতাম।' আশপাশে দাঁড়ানো পাড়াপ্রতিবেশীরাও চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না।

সারাদিনই মা সুশান্তি রায়ের কোলে মাথা গুঁজে কেঁদেছে সংগীতা। কখনও আঙুল তুলে দেখিয়েছে যেখানে অস্মিতকে ফেলে রেখে চিতাবাঘ চম্পট দিয়েছিল সেই সুপারি চারার ঝোপের দিকে। সুশান্তি বলেন, মেয়ের চিৎকার শুনেই ঘরের ভেতর থেকে ছুটে আসি। কী হয়েছে জানতে চাইলে কথা বলার অবস্থা ছিল না ওর। শুধু হাত তুলে সামনের দিক দেখাচ্ছিল।'

মঙ্গলবার বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলে সবে বাড়ি ফিরেছিল অস্মিত। কিছুটা দূরে টিউবওয়েলে হাত-পা ধুয়ে ঘরের দিকে আসছিল। তখনই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশাল বুনোটা।

সংগীতার পরের অংশের সাক্ষী গ্রামের উত্তর অংশের বাসিন্দা সিকন্দর আলম। তিনিই রক্তাক্ত অস্মিতকে তুলে নিয়ে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। বুধবার ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে সিকন্দর বলেন, 'সচরাচর গ্রামের এদিকটায় আসি না। হঠাৎ কী মনে করে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বাইকে চেপে অস্মিতের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ 'মা' শব্দটুকু ভেসে আসে। হেডলাইট সেদিকে ঘোরাতেই যা দেখি তা এ জীবনে আর ভুলব না।

এরপর দশের পাতায়

উৎসবের সকালে মাল শহরে দুর্ঘটনার বলি ১

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোর দিন সকালে যখন মালবাজার শহর উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনজনকে ধাক্কা মারল একটি পিকআপ ভ্যান। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এক নিরাপত্তাকর্মী। মারাত্মক আহত হন আরও দুজন।

বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে শহরের একটি পেট্রোল পাম্প এবং ফায়ার ব্রিগেড অফিসের মধ্যবর্তী এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই সময় বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যেই ওই পেট্রোল পাম্পের এক আধিকারিক দেবাশিস পাল তাঁর নিজের মোটরবাইকে বসে পাপ্পু বর্মন ও সত্যেন্দ্রনাথ বসাকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পাপ্পু ওই পাম্পের নিরাপত্তারক্ষী। সেই সময় চালসার দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দেবাশিসের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় বাইকটি ছিটকে রাস্তার ধারে পড়ে যায় এবং পিকআপ ভ্যানটিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। পাপ্পু পিকআপ ভ্যানের নীচে চাপা পড়েন। দেবাশিস ও সত্যেন্দ্রনাথ রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে মারাত্মক আঘাত পান। দুর্ঘটনার পরপরই আশপাশে থাকা লোকজন এবং পাশেই ফায়ার ব্রিগেড কর্মীরা দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন। তিনজনকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পাপ্পুকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুজনের মধ্যে দেবাশিসের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে প্রথমে সিসিইউ-তে রাখা হয়। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। সত্যেন্দ্রনাথ বর্তমানে মালবাজারেই চিকিৎসাধীন। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিকে, দুর্ঘটনার পরই পিকআপ ভ্যানের চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যান। মাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোটরবাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, চালককে ধরতে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মাল নদীর দিক থেকে শহরে ঢোকার মুখে যে বাঁকটি রয়েছে, অতীতেও এখানে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। শহরের বাসিন্দাদের কাছে এই বাঁকটি 'মরণবাঁক' বলেই কুখ্যাত।

এরপর দশের পাতায়

জন্মদিনের শুভেচ্ছা নিয়ে কূটনীতি

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শুভেচ্ছার কূটনীতি! ডোনাল্ড ট্রাম্পের খেলাতেই তাঁকে কিস্তিমাতের চেষ্টা নরেন্দ্র মোদির। খানিকটা সফলও। অভ্যাস অনুযায়ী কৃতিত্ব দাবি করার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন জনসমক্ষে হাট করে দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। যদিও শুল্ক যুদ্ধের আবহে বেশ কিছুদিন মোদি-ট্রাম্পের বাক্যালাপ বন্ধ থাকার পর ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কে বরফ গলার সম্ভাবনা তৈরি হল বলে মনে করা হচ্ছে।

সুযোগটা এনে দিল নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিন। শুভেচ্ছা জানাতে মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাত ১২টারও এক ঘণ্টা আগে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে টেলিফোন বেজে ওঠে। ওপারে তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। কয়েক মিনিটের কথায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও নিছক সৌজন্য। ট্রাম্প কিছু বলার আগে এক্স হ্যান্ডেলে ঠিক রাত ১০.৫৩ মিনিটে ফোনালাপের খবর বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন মোদি।

ওই সূত্রেই বিশ্ববাসী জানলেন, ট্রাম্পই ফোন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। এক্সে মোদি লেখেন, 'আমার ৭৫তম জন্মদিনে ফোনে উষ্ণ অভিনন্দন জানানোয় আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ। আপনার মতো আমি ভারত-মার্কিন সার্বিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিকে নয়া উচ্চতায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। ইউক্রেন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আপনার উদ্যোগকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি।'

সবকিছু আগাম জানাতে ও কৃতিত্ব নিতে পারদর্শী ট্রাম্পকে যেন আগ বাড়িয়ে কিছু বলার সুযোগই দিলেন না মোদি। ট্রাম্প প্রতিক্রিয়া দিলেন বটে। কিন্তু মোদির এক্স বার্তার ৩৭ মিনিট পর ১১টা ৩০ মিনিটে। ট্রুথ সোশ্যাল মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি নরেন্দ্র সম্বোধন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, 'এইমাত্র আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনে দারুণ কথাবার্তা হল। আমি ওঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালাম। উনি দুর্দান্ত কাজ করছেন। নরেন্দ্র, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে আপনার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।'

> আমার ৭৫তম জন্মদিনে ফোনে উষ্ণ অভিনন্দন জানানোয় আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ধন্যবাদ। আপনার মতো আমি ভারত-মার্কিন সার্বিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিকে নয়া উচ্চতায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

ট্রাম্পের পাশাপাশি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান মোদিকে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতো সবার আগে, এমনকি নির্ধারিত জন্মদিনের কয়েক ঘণ্টা আগে নয়। রুশ প্রেসিডেন্টকে পালটা ধন্যবাদ জানিয়েছেন বটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পাশাপাশি ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার দীর্ঘদিনের সংঘাত নিয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের বার্তা দিতে ভোলেননি।

এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন **১০** দিন পর

মোদির শৌর্যগাথা

'পাকিস্তান হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে'

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : জন্মদিনেও নরেন্দ্র মোদির মুখে 'অপারেশন সিঁদুর'। ভারতীয় সেনার অভিযানের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, 'নতুন ভারত আর পরমাণু বোমার ভয়ে ভীত নয়।' প্রায় আস্ফালনের সুরে তাঁর কথায়, 'আমাদের বীর সেনারা পাকিস্তানকে চোখের পলকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছে।'

নিজের ৭৫তম জন্মদিনে বুধবার মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় এক জনসভায় মোদি জানান, সিঁদুর অভিযানে ভারতীয় সেনা যে পাকিস্তানি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তা স্বীকার করেছে জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিগোষ্ঠীটিই। ওই সংগঠনের এক শীর্ষ নেতা কবুল করেছেন, জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের পরিবারকে কার্যত শেষ করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'জইশ গোষ্ঠীর লোকই ইসলামাবাদের স্বরূপ প্রকাশ্যে ফাঁস করে দিয়েছে।' অপারেশন সিঁদুরের আবহে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের পরমাণু হামলার হুমকি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটা নতুন ভারত। আজকের ভারত কারও পারমাণবিক হুমকিকে ভয় করে না। পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের মা-বোনদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল। আমরা অপারেশন সিঁদুরে তাদের ঘাঁটি ধ্বংস করেছি। ভারতীয় সেনারা ঘরে ঢুকে জবাব দেয়।'

জম্মু-কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় সেনা মোট ন'টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ওই হামলায় মৃত্যু হয় মাসুদের বোন, ভগ্নীপতি, এক শিশু সহ পরিবারের ১০ সদস্যের। মৃত্যু হয় জঙ্গি নেতার চার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরও। উপগ্রহ থেকে পাওয়া ছবিতে 'সুভান আল্লাহ' নামে পরিচিত জামিয়া মসজিদের একটি গম্বুজ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ও আশপাশের পরিকাঠামো ধ্বংসের প্রমাণ মিলেছিল।

মে মাসে নিহতদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য হলেও প্রকাশ্যে স্বীকার করেনি ইসলামাবাদ। কিন্তু মঙ্গলবার জইশের প্রথম সারির কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরি বলেন,

এরপর দশের পাতায়

টোটো নিয়ন্ত্রণে জরিমানার পথে পুরসভা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : টোটো চলাচলে মানতে হবে একগুচ্ছ নিয়ম। চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে এবার জরিমানার পথে হাঁটতে চলেছে পুরসভা। চালকদের নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করতে বুধবার থেকে জলপাইগুড়ি শহরে মাইকিং শুরু করল পুরসভা। দু'দিন ধরে মাইকিং চলবে। তারপরেই শুরু হবে ধরপাকড়। পুজোর মুখে রাস্তায় যানজট মোকাবিলায় টোটোকে নিয়ন্ত্রণ করতে কড়া পদক্ষেপ করল পুরসভা। নিয়ম না মানলে ২০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, একইসঙ্গে টোটোচালকের টিআইএন বাতিল হতে পারে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। সম্প্রতি শহরের টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ প্রশাসন এবং টোটো ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে পুর কর্তৃপক্ষ। সেই বৈঠকেই ওই নিয়ম কার্যকর করতেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

মানতে হবে

- ১৮ বছরের নীচে কেউ টোটো চালাতে পারবে না
- মদ্যপ অবস্থায় টোটোচালক ধরা পড়লে প্রথমবার ১০০০ টাকা জরিমানা
- দ্বিতীয়বার টিআইএন বাতিল এবং টোটো বাজেয়াপ্ত
- চালকের পাশের আসনে যাত্রী থাকলে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা জরিমানা
- রাতে যদি টোটোতে আলো না থাকে সেক্ষেত্রে ২০০ টাকা জরিমানা
- অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হলে ৫০০ টাকা জরিমানা
- ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করলে ৫০০ টাকা জরিমানা

পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'টোটো নিয়ে আমাদের কাছে মাঝেমধ্যেই অভিযোগ আসছে।

এরপর দশের পাতায়

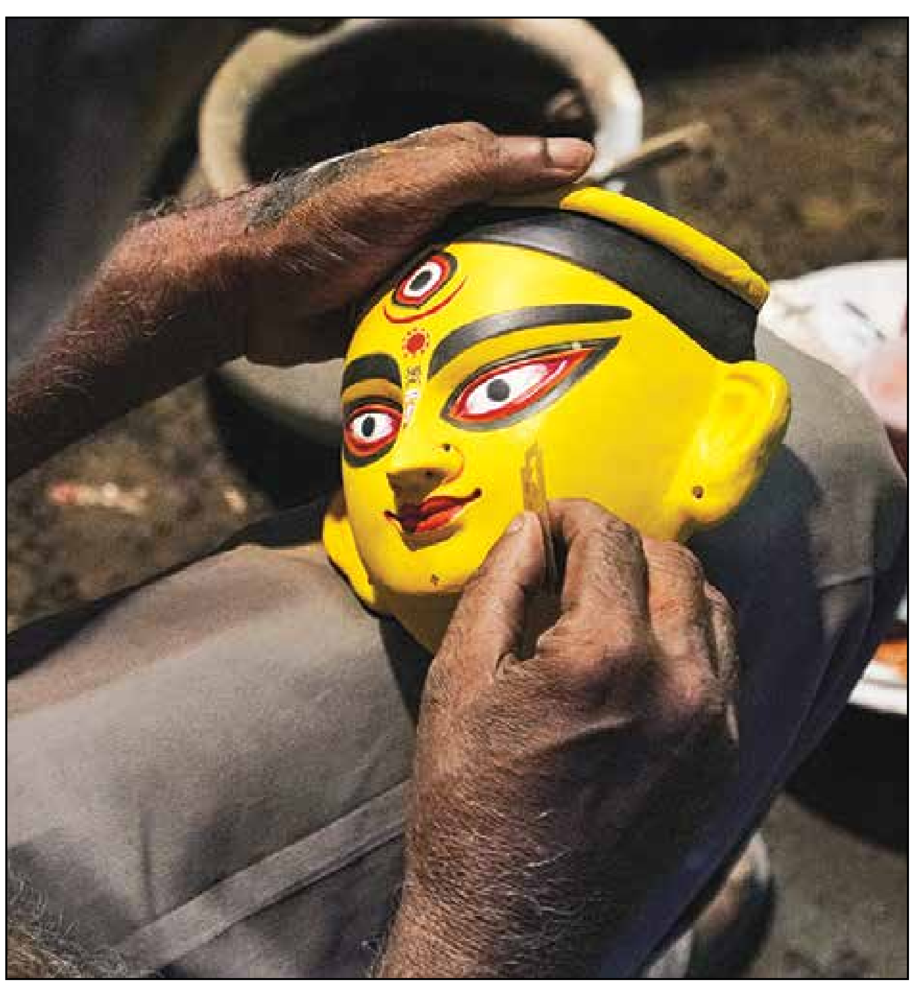

মৃন্ময়ীর লাবণ্য ফোটাতে মগ্ন শিল্পী। বুধবার কলকাতার কুমোরটুলিতে।

৬০ শতাংশের বেশি আসন ফাঁকা কলেজে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৭ সেপ্টেম্বর : একটা সময় ছিল যখন কলেজে ভর্তির সময় এলেই পাশ ও অনার্স কোর্সে আসন বাড়ানোর দাবিতে অবস্থান, অবরোধ, আন্দোলনে তেতে উঠত কলেজগুলি। মোটামুটি এই ইস্যুতে ভর করেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক সলতে পাকাতেন ছাত্র নেতারা। এ রাজ্যে কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন এক দশকের বেশি বন্ধ থাকলেও কয়েক বছর আগেও ভর্তির মরশুমে শাসকদলের ছাত্র নেতাদের তেড়েফুঁড়ে আন্দোলনে নামা এবং আসন বৃদ্ধির মাধ্যমে জয় ছিনিয়ে আনার ঘটনা আকছার ঘটত। গত দু'বছরে তাতে ভাটার টান এসেছে। আর এবার তো কলেজে ভর্তি ইস্যুতে হিসেব মিলছে না কারও। আসন বৃদ্ধি নিয়ে দরকষাকষি শিকেয় তুলে আপাতত আসন ভরানো নিয়েই ঘাম ছুটছে কর্তৃপক্ষের।

সব মিলে এখনও জেলায় স্নাতক কোর্সে ভর্তির ৬০ শতাংশের বেশি আসন ফাঁকা পড়ে রয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, এখনও ভর্তির হিসেবে তিন সংখ্যায় পৌঁছাতে পারেনি ধূপগুড়ি গার্লস কলেজ। গত কয়েক বছর লাগাতার ছাত্রী ভর্তিতে মন্দার পর শহরের বুকে কলেজের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস খুলেও পরিস্থিতির যে একটুও উন্নতি হয়নি তার প্রমাণ প্রথম সিমেস্টারে মোট ৮৬০টি আসনের মধ্যে চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত মাত্র ৫৯ জন ভর্তি হয়েছে এই কলেজে। সমস্যা যে গুরুতর তা মানছেন ধূপগুড়ি গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ বিজয় দেবনাথ। তিনি বলেন, 'নির্দিষ্ট কোনও একটি কারণে এমন পরিস্থিতি হতে পারে না। তবে কিছু একটা বড় সমস্যা হচ্ছে বা কলেজ সম্পর্কিত একটা নির্দিষ্ট ভাবনায় আমাদের কলেজ পছন্দের তালিকায় পিছিয়ে পড়ছে। এই অবস্থা থেকে বেরোনোর জন্য আমরা সবার কাছেই মতামত চাইছি।'

দেড় দশকের কমবয়সি ঝাঁ চকচকে পরিকাঠামো সহ কলেজে ভর্তির এই হাল যদি চিন্তার বিষয় হয় তবে জেলার তাবড় কলেজগুলোর হালও মোটেই স্বস্তি দেবে না। মালবাজার মহকুমার একমাত্র কলেজ পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে ৩,২২৭টি আসনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে মাত্র ৯০২ জন। কলেজ অধ্যক্ষ কার্তিকচন্দ্র দে'র মতে, 'কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে নয়, বরং সকল বিভাগেই ভর্তি গত কয়েক বছরের তুলনায় কমেছে। ভর্তি প্রক্রিয়া দু'মাস পিছিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নতুন সিলেবাস নিয়েও নানা সমস্যা রয়েছে পড়ুয়াদের।'

চা বাগিচা এলাকায় পড়ুয়াদের মধ্যে প্রথাগত ডিগ্রি কোর্সের চাইতেও পেশামুখী কোর্সের প্রতি ঝোঁক এই পরিস্থিতির জন্যে বড়

এরপর দশের পাতায়

জেলার ৯ কলেজে প্রথম সিমেস্টারে ভর্তি

কলেজ	মোট আসন	মোট আবেদন	এখনও পর্যন্ত ভর্তি
বানারহাট কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি সরকারি কলেজ	৫৮১	১,৪৩৮	২২০
আনন্দ চন্দ্র কলেজ, জলপাইগুড়ি	২,৫৯৫	৩,৭০০	১,৬০০
প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি	২,৩৫৬	৪,৫০০	৬৪০
ময়নাগুড়ি কলেজ	৪,২৮২	৫,৩০১	১,৫১৬
মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়	৩,২২৭	৩,৯২১	৯০২
আনন্দ চন্দ্র কলেজ অফ কমার্স, জলপাইগুড়ি	৮৭৮	১,২০১	১৫৪
সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ধূপগুড়ি	৩,০০০	৬,৫০০	১,৬৪৮
রাজগঞ্জ কলেজ	১,৯৫৩	১,৫০০	৩৪০
ধূপগুড়ি গার্লস কলেজ	৮৬০	৯০০	৫৯

উত্তরবঙ্গ সংবাদের ছাপাখানায় বিশ্বকর্মা পুজো। ছবি : সূত্রধর

পুজো পেল কুনকিরা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মার বাহন বলে কথা! তাই বুধবার বিশ্বকর্মাপুজোর দিনটি ছিল গরুমারা ও জলদাপাড়ার কুনকি হাতিদের কাছে একেবারেই বিশেষ দিন। এদিন ওই দুই জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় হাতিপুজো। সঙ্গে ছিল তাদের যত্নআত্তি, বিশেষ ভোজ সহ অন্য আয়োজন। বহু বছর ধরেই চলে আসছে এই প্রথা।

এদিন গরুমারার ধূপঝোরা, গরুমারা ও মেদলা- তিনটি পিলখানায় অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী হাতিপুজো। দিনের শুরুতেই কুনকিদের মূর্তি ও জলঢাকা নদীতে স্নানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। স্নান শেষে মাহুতরা কুনকিদের সাজান, চক দিয়ে তাদের শরীরে আঁকেন নকশা। তারপর পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে পুজো হয় ২৯টি কুনকির। অন্যদিনের মতো নজরদারির কাজে যেতে হয়নি কোনও কুনকিকে। বরং ঘাসপাতার বদলে এদিন রামি, ভোলানাথ, কিরণরাজ, কাবেরীদের খাওয়ানো হয় কলা, নারকেল, আপেল, আঙুর সহ নানা ফল।

জলদাপাড়ায় কুনকিদের পুজো চলছে। বুধবার। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

এদিন হাতিপুজোর সাক্ষী হন বহু পর্যটক। কলকাতা থেকে আসা শুভঙ্কর সরকার, রূপক সিনহা, মায়া কর্মকাররা জানালেন, জীবনে প্রথমবার হাতির পুজো দেখে তাঁরা মুগ্ধ। পর্যটকদের অনেকেই আবার কলা, আখ নিয়ে গিয়েছিলেন কুনকিদের জন্য। গরুমারার এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'বহুদিন ধরেই গরুমারায় চলে আসছে এই হাতিপুজোর রীতি। নিয়মনিষ্ঠা সহযোগে পুজো হয়।'

জলদাপাড়ার বিভিন্ন রেঞ্জের ৮৭টি কুনকিকেও এদিন সাজিয়েগুছিয়ে স্থানীয় মন্দিরের সামনে পুজো করেন মাহুত, পাতাওয়ালা সহ সমস্ত বনকর্মী ও তাঁদের পরিজনরা। তবে নর্থ রেঞ্জের রসরাজ ও ধর্মরায়া নামে দুই কুনকিকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন প্রাণী চিকিৎসক থেকে শুরু করে বনকর্তারা। কারণ এই দুই কুনকি বদরাগী। এদের মধ্যে তো ধর্মরায়াকে অন্যদের সঙ্গে মন্দিরের সামনে আনাই হয়নি। রসরাজকে আগলে রাখছিলেন মাহুত চন্দ্রে প্রধান। নর্থ রেঞ্জে চারটি কুনকির পুজো হয়। এই সময়টা ওরা আখ আর কলা খেতেই ব্যস্ত ছিল।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা বলেন, 'কুনকিরা আমাদের সম্পদ। ওরাই তো একটা গুরুদায়িত্ব বছরের পর বছর ধরে পালন করে আসছে। দস্যি হাতিদের শায়েস্তা করতে ওদের ভূমিকাই প্রধান।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে আরামদায়ক চেয়ার, ওষুধের দোকান এবং সেলুন পরিষেবার চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং. : মিস- আরসি-এসকে-১১। নিলাম শুরুর তারিখ : ০৪.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে।

মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে আরামদায়ক চেয়ার, ওষুধের দোকান এবং সেলুন পরিষেবার জন্য ই-নিলাম

এসইকিউ. নং.; লট নং /বিভাগ এবং স্টেশন নিম্নরূপ : (১) এএ/১; এমএসএস- এমএলডিটি- বিজিপি-এমএসিএইচআর-৩৪-২৫-১ এবং ভাগলপুর। (২) এএ/২; এমএসএস- এমএলডিটি -এমএলডিটি-এমএসিএইচআর-৫৬-২৫-১ এবং মালদা টাউন। (৩) এএ/৩; এমএসএস -এমএলডিটি-পিপিটি -এমএসিএইচআর-৪৬-২৫-১ এবং পীরপৈন্তি। (৪) এবি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি -এমইডিএসটিএন-২২-২৫-২ এবং বারিয়ারপুর। (৫) এবি/২; এমএসএস-এমএলডিটি- এইচএসডিএ - এমইডিএসটিএন- ১৭-২৫-২ এবং হাঁসডিহা। (৬) এবি/৩; এমএসএস-এমএলডিটি- এনআইএলই - এমইডিএসটিএন- ১৮-২৫-২ এবং নিমতিতা। (৭) এবি/৪; এমএসএস-এমএলডিটি- এসজিজি - এমইডিএসটিএন- ২০-২৫-২ এবং সুলতানগঞ্জ। (৮) এসি/১; এমএসএস- এমএলডিটি- এমএলডিটি- এসএস- ৫৫-২৫-১ এবং মালদা টাউন। (৯) এসি/২; এমএসএস-এমএলডিটি- পিপিটি- এসএস- ৪৯-২৫-১ এবং পীরপৈন্তি। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-172/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দুর্গার সঙ্গে আরাধনা তিন লোকদেবতার

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৭ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর মৌজার প্রথম দুর্গাপুজো ফজলাহাটের। প্রতিবার এই পুজো পরিচালনার দায়িত্বে থাকে ধনীরামপুর সমাজশিক্ষা কেন্দ্র। প্রতি বছরের মতো এবারও ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে সেখানে। তবে ফজলাহাটের এই দুর্গাপুজো কিন্তু আর পাঁচটা পুজোর থেকে বেশ আলাদা। এই পুজোর সূচনালগ্ন থেকে দুর্গা, কার্তিক, গণেশের পাশাপাশি পূজিত হন লোকদেবতা মোনাই-বৈষ্ণব এবং ডাঙ্গি নদীর দেবী। যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা সহযোগে দেবী দুর্গার পাশাপাশি এই তিন লোকদেবতাকে পুজো করেন এলাকার বাসিন্দারা। এই পুজোকে ঘিরে দক্ষিণ ধনীরামপুরের ফজলাহাট এলাকার মানুষের কাছে যেন হয়ে ওঠে এক মিলনক্ষেত্র।

ফজলাহাটের মোনাই বৈষ্ণবের মন্দির। -সংবাদচিত্র

কিন্তু কে এই মোনাই-বৈষ্ণব? স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রায় ২০০ বছর আগে ধনীরামপুর মৌজায় ব্যাপক ঝোপজঙ্গল ও হোগলা গাছের বাগানের উপস্থিতি ছিল। সেই জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বসতি থেকে বহু দূরে নীর্জন স্থানে এক পুরুষ ও মহিলা এসে বসবাস শুরু করেন। তিনবেলা সেখানে পুজোপাঠ চলত। সেই ঝোপজঙ্গলে মানুষের বাস কীভাবে হল? এই দুই মানুষ কোথাও ভিক্ষে না করেও কীভাবে সেখানে বেঁচে রয়েছেন? এদিকে, দিনের পর দিন সেই জঙ্গলে তাদের একত্রে বসবাস চলছে- বিষয়গুলো নিয়ে বহু কথা ছড়িয়ে পরে এলাকায়। ধীরে ধীরে নানান লোকশ্রুতি প্রচলিত হতে থাকে এই দুই বৈষ্ণবকে ঘিরে। যার বিষয়বস্তু ছিল, নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতা। এমনকি ওই বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীকে বাঘের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেও দেখতেন এলাকার মানুষজন। সেইসঙ্গে এলাকার কারও কোনও অসুখ-বিসুখ হলে ঝাড়ফুঁক দিয়েই সাড়িয়ে তুলতেন তাঁরা। ওই

ফালাকাটা

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে ঘিরে এলাকায় হরিনামের আসর বসত, সপ্তাহব্যাপী হরিবাসর চলত। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে দধিকাঁদো খেলা ধুমধাম করে পালিত হত। পরবর্তীতে আচমকা ওই মোনাই বৈষ্ণব এলাকা থেকে চলে যান। মানুষ স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন মোনাই বৈষ্ণব আসলে দেবতারূপী মানুষ ছিলেন।

অন্যদিকে, ওই স্থানের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ডাঙ্গি নদী। সেই নদীরও অনেক মাহাত্ম্য কথা প্রচলিত রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এলাকার কোনও গৃহস্থের গাভির বাছুর জন্ম নিলে ডাঙ্গি নদীতে পুজোয় সন্তুষ্ট করতে হত। কেউ যদি সেই নিয়ম অমান্য করতেন তাহলে গোরুর বাছুরকে লুকিয়ে রাখতেন। মানত করলে ফের ফিরিয়ে দিতেন।

১৯৬৮ সালে এই দুর্গাপুজোর সূচনাকাল থেকে দুর্গার সঙ্গে তিন লোকদেবতার পুজো পরিচালনার রীতি রয়েছে। সেই বছরেই গন্ধেশ্বরী বর্মন ৮ ডেসিমাল জমি দান করেন মন্দির তৈরির জন্য। বর্তমানে সেখানে মন্দির তৈরি করেই চলছে পুজোপাঠ। সেই দিন থেকে আজও এই পুজোর কোনও রীতিতে হেরফের হয়নি। পুজোর প্রাক্তন সম্পাদক সগেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'মোনাই বৈষ্ণব স্থানের পুজো বহু পুরোনো। আমরা চাই এই পুজো আরও এগিয়ে যাক।' সমাজকল্যাণ সংঘের সম্পাদক আশিস রায় বলেন, 'সকলের সহযোগিতায় আমরা পুজো পরিচালনা করে আসছি।'

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে বাধা বৃষ্টি

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : নাছোড় বৃষ্টিতে থমকে পাহাড়ের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম। বর্তমান আবহাওয়ার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত যে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে সতর্ক গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। যে কারণে সোমবার প্যারাগ্লাইডিং চালুর কথা থাকলেও, তা শুরু হয়নি। বন্ধ রয়েছে কায়াকিং, স্নোরকেলিং, র‍্যাফটিং, ট্রেকিংয়ের মতো অ্যাক্টিভিটি।

যেমন পূর্ব ঘোষণা মতো দু'মাস পর সোমবার কালিম্পংয়ের ডেলোতে প্যারাগ্লাইডিং চালু হওয়ার কথা থাকলেও, তা হয়নি বিরামহীন বৃষ্টির জন্য। আবহাওয়া অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত এখানে প্যারাগ্লাইডিং চালু না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ। একইসঙ্গে জল বেড়ে যাওয়ায় ঘিস নদীতে বন্ধ রাখা হয়েছে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি। সান্দাকফু সহ বিভিন্ন রুটে ট্রেকিংয়ের অনুমতি দিচ্ছে না জিটিএ। জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'বৃষ্টির মরশুমে প্যারাগ্লাইডিং সহ পাহাড়ে যাতে কোনওরকম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস না হয়, সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস চালুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' দুর্ঘটনা এড়াতেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জিটিএ সূত্রে খবর। কালিম্পংয়ের অ্যাডভেঞ্চারের ট্যুরিজম ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রাজ প্রাজুলি বলেন, 'আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে আমরাও অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিগুলি বন্ধ রেখেছি।'

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ স্বামীর ঘর, দুপুর ১.৪৫ যোদ্ধা, বিকেল ৫.০০ বরবাদ, সন্ধে ৭.৪৫ হিরোগিরি, রাত ১১.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ আক্রোশ, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধে ৭.০০ সেজবউ, রাত ১০.১৫ সূর্য

জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.০০ শত্রু মিত্র, দুপুর ২.০০ মামা ভাগ্নে, বিকেল ৪.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১১.০০ জতুগৃহ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ লেডি ডাক্তার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বঁধুয়া

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা

জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৪ জুদাই, বিকেল ৩.২১ ভোলা, বিকেল ৫.৩১ এনকাউন্টার শঙ্কর, সন্ধে ৭.৫৫ গদর-টু, রাত ১১.১৫ পাওয়ার প্লে

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৫৭ ম্যায় খিলাড়ি তু অনাড়ি, বিকেল ৫.০৭ নাগমতী, সন্ধে ৭.৩০ নমন্না, রাত ১০.০৬ এক দুলারা

জি বলিউড : বেলা ১১.১৬ ইনসাফ কি পুকার, দুপুর ২.১৮ হাঁ ম্যায়নে ভি পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.০৩ কোহরাম, সন্ধে ৭.৫৫ বাদল, রাত ১০.২৩ লাল বাদশাহ

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০২ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, ২.৫২ জান, বিকেল ৫.৪০ এন্টারটেইনমেন্ট, রাত ৮.০০ কোই মিল গয়া, ১১.০৩ ভ্যানগার্ড

হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
রাত ১১.০০ জলসা মুভিজ

চিকেন পিকাটা তৈরি শেখাবেন মৌসুমি মিত্র এবং জীবেন্দু ঠিকাদার। রাঁধুনি
দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

কোই মিল গয়া রাত ৮.০০ অ্যান্ড পিকচার্স

পুরস্কৃত হলেন নিগমের কর্মীরা

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : নিজের কর্তব্য ভালোভাবে পালনের জন্য ড্রাইভার, কনডাক্টর, চেকিং স্টাফ সহ ৩৪ জন কর্মীকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বুধবার কর্মীদের সেই তালিকা ঘোষণা করে নিগম। পুরস্কার হিসেবে সকলকে ১০ হাজার টাকার চেক, মেমেন্টো সহ অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে।

তালিকায় ১৯ জন ড্রাইভার, আটজন কনডাক্টর, চারজন মেকানিক এবং তিনজন চেকিং স্টাফ রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে শিলিগুড়ি ডিভিশন ও রায়গঞ্জ ডিভিশনে সবচেয়ে বেশি ১০ জন করে রয়েছেন। কোচবিহার ডিভিশনের চারজন ড্রাইভার, তিনজন কনডাক্টর সহ মোট নয়জন কর্মী রয়েছেন। বহরমপুর ডিভিশনে রয়েছেন মোট পাঁচজন। কোচবিহার ডিভিশনের নয়জন কর্মীকে বুধবার সন্ধ্যায় পুরস্কৃত করা হয়। শিলিগুড়ির কর্মীদের ১৯ সেপ্টেম্বর তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে পুরস্কৃত করা হবে।

পুজোর আনন্দ নেই পরিযায়ীদের পরিবারে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বাতাসে শরতের গন্ধ। তবে পরিযায়ীদের পরিবারে সেই গন্ধ ফিকে। পুজোর আনন্দ নেই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারে। কেউ বাইরে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। কেউ আবার অঙ্গ হারিয়ে শয্যাশায়ী। প্রত্যেকের বাড়িতে ছোট সন্তান রয়েছে। ফলে পুজোর পোশাক কেনা দূর, দু'মুঠো অন্ন সংস্থান করতে দিশেহারা অবস্থা পরিবারগুলির।

ক্রান্তির কাঁঠালগুড়ির হবিবর রহমান বাইরে কাজ করতে গিয়ে প্রায় ১০ মাস নিখোঁজ। কথা বলতে বলতে চোখ মুছছিলেন তাঁর মা হালিমা খাতুন। বৃদ্ধার আক্ষেপ, এদিকে কাজ করে বেশি টাকা রোজগার হলে ছেলেটাকে বাইরে যেতে হত না।

রাজাডাঙ্গার বারোঘরিয়ার তপন রায়ের কাহিনী করুণ। তামিলনাড়ুতে কাজ করতে গিয়ে দুই হাত, দুই পা খুইয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণের যা অর্থ পাওয়া গিয়েছিল চিকিৎসা করতেই সেই টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে ছোট দুই সন্তান রয়েছে। কারও পুজোর জামা হয়নি। বছর দুয়েক আগে মাল ব্লকের কুমলাইয়ের এক পরিযায়ী শ্রমিক সিকান্দার মাহাতো বহুতল থেকে পড়ে মারা যান। বাড়িতে স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। স্ত্রী মিতু মাহাতো বলেন, 'পুজোর আনন্দ তাঁদের আর ভাবায় না।'

ক্রান্তির পার্কপাড়ার অমৃত সরকার বছরখানেক আগে মুম্বইয়ের এক বহুতল থেকে পড়ে গুরুতর জখম হন। দীর্ঘ তিন মাস চিকিৎসা করিয়ে এখন কিছুটা সুস্থ তিনি। পুজোর আনন্দ কী, জানে না তাঁর পরিবারও। রাজাডাঙ্গার কাঁঠালগুড়ির ডাবলু রায় কেরলে কাজ করতে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়িতে ফেরেন। জমি বিক্রি করে চিকিৎসা করিয়েও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। সন্তানকে হারিয়ে শোকে পাথর বৃদ্ধ বাবা-মা।

দক্ষিণ হাঁসখালির তারিকুল ইসলামও কেরলে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে গুরুতর জখম হন তিনি। ক্রান্তি থানার মাঠের সামনে বাড়ি সুরেশ রায়ের। গতবছর নভেম্বর মাসে সিকিমে বহুতলে কাজ করতে গিয়ে মারা যান। মা, বাবা ও স্ত্রী রয়েছেন বাড়িতে।

অ্যাফিডেভিট

আমি Neha Bahety স্বামী Gaurav Bihani, ঠিকানা- Flat-B2, পার্ক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, পঞ্চায়েতি হাউজিং কমপ্লেক্স, 2nd মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-734001, প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিলিগুড়ি 4th কোর্টের অ্যাফিডেভিট No.-4821, Date-16.09.25 দ্বারা Neha Bahety থেকে Neha Bihani নামে পরিচিত হলাম। Neha Bahety ও Neha Bihani এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117993)

ABRIDGE e-TENDER NOTICE

Divisional Manager, Alipurduar Forest Corporation Division has invited e-Tender for the following work at Silabristi to Dolong Bridge & Saitantala to Dudua Bridge Chainage 83.340 Km to 113.200 Km. NH31D under NHAI 1. NIT No.: 01/AFCD Timber/2025-26. Bid Start- 18.09.2025 and End- 02.10.2025. Note: **For details see wbtenders.gov.in**

S.Ghosh, WBFS
Divisional Manager
Alipurduar Forest Corporation Division

Notice

আম-মোক্তার দলিল নং :- IV-34/2017, dt-06/02/2017, D.S.R MALDA. **সম্পত্তির বিবরণ :-** জেলা- মালদা, থানা- রতুয়া মৌজা- বাথরা, জে.এল.নং- ১২৪, দাগ নম্বর- ৪২১ এলআর খতিয়ান নং- ৫০৬, মোট জমির পরিমাণ ৪৩ শতক। **আম-মোক্তারনামা গ্রহীতা :-** শ্রী শ্যামল দাস, পিতা- স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ দাস, সাং ও পোস্ট :- পরানপুর থানা :-পুখুরিয়া, জেলা :- মালদহ, ভারতীয় নাগরিক। **আম-মোক্তারনামা দাতা :-** শ্রী সুব্রত কুমার দাস, পিতা- স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ দাস, সাং ও পোস্ট :- পরানপুর থানা :- পুখুরিয়া, জেলা :- মালদহ, ভারতীয় নাগরিক।

উপরোক্ত সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের উপর যদি কোনও রকম আপত্তি থাকে তাহলে আগামী একমাসের মধ্যে রতুয়া-১ বি.এল অ্যান্ড এল.আর অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sajlur Rahaman(Advocate)
Malda Bar Association
Malda, 732101
Enrollment no- WB/147/2017.

NOTICE

আম- মোক্তার দলিল নং:- IV-011/2014, dt- 25/07/2014 - A.D.S.R RATUA **সম্পত্তির বিবরণ:-** জেলা- মালদা, থানা- রতুয়া মৌজা- ফরিদপুর, জে.এল.নং- ১১৫, দাগ নম্বর- ৬৯, এল.আর খতিয়ান নং- ২৫৬,২৫৭, মোট জমির পরিমাণ ১১৬ শতক। **আম-মোক্তারনামা গ্রহীতা:-** শ্রী ফজলে বাসেদ শেখ সিরাজুদ্দিন আহমেদ, পিতা- হাজী সেখ বাদিরুদ্দিন, সাং ও পোস্ট:- বাহারাল, থানা:- রতুয়া জেলা :- মালদহ, ভারতীয় নাগরিক। **আম-মোক্তারনামা দাতা:-** ১) শ্রী অরিন্দম রায় ২) অম্লান রায় উভয়ের পিতা সিতেশ চন্দ্র রায় ৩) সুশীল চন্দ্র রায় পিতা শরৎচন্দ্র রায় ত্রয়ের সাং - আটগামা বলরামপুর মাধবপাড়া, পোস্ট - বাহারাল, থানা - রতুয়া জেলা - মালদা ভারতীয় নাগরিক।

উপরোক্ত সম্পত্তির ক্রয় বিক্রয়ের উপর যদি কোনও রকম আপত্তি থাকে তাহলে আগামী এক মাসের মধ্যে রতুয়া-১ বি.এল অ্যান্ড এল.আর অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sajlur Rahaman (Advocate)
Malda Bar Association
Malda, 732101
Enrollment no- WB/147/2017

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে দোকানের কাজের জন্য কর্মঠ পুরুষ কর্মী চাই। কাজের সময়- 8 A.M. - 8 P.M.। বেতন: ৮৫০০/-। (M) 7797709455. (C/117992)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি Moriom Khatun আমার একটি Diploma in General Nursing Midwifery Certificate (Reg no- 73133 NM) হারিয়ে গেছে, কেউ যদি পেয়ে থাকেন দয়া করে 7076605869 এই Number এ যোগাযোগ করুন। (C/118266)

অ্যাফিডেভিট

I, Akramul Hoque, পিতা Md. Sahidul বিভিন্ন কাগজপত্রে নাম ভুল থাকায় ১৮/০৭/২০২৫ তারিখে মেখলিগঞ্জ E/M কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে নাম Akramul Hoque হলাম।

●

আমি Narayan Chandra Roy, S/O- Lt. Golak Chandra Roy, আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও কাস্ট ও মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড No- 011-341 এ আমার বাবার নাম ভুল বশত Gokul Chandra Roy এবং আমার ভোটার কার্ডে Golak Roy থাকায় গত 8/09/2025 এ E.M. বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে, এবং আমার বাবার মৃত্যু সার্টিফিকেটেও (D/2025/0114345) Golak Roy থাকায়, সঠিক করে Lt. Golak Chandra Roy করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118267)

●

I Anup Sarkar S/O- Late Manoranjan Sarkar Sunny Park, Ward No- 28, PS.- English Bazar Po & Dist- Malda- 732101 do here by declare that I have changed my name from Anup Sarkar to Anup Kumar Sarkar and henceforth I shall be known as Anup Kumar Sarkar in all Purpose, vide affidavit no- 7385 sworn before the Notary Public at Malda on 16.09.2025. Anup Kumar Sarkar and Anup Sarkar both are same and one identical Person. (M/115431)

E-TENDER NOTICE

NIT No: 09/10/11/12/13/14/NKT/APAS/25-26 fund: APAS is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 19/09/25 [FOR NIT-09] & 26/09/25 [FOR NIT-10] & 25/09/25 [FOR NIT-11/12/13/14] TIME UPTO 5:55 PM. The details of the NIT may be viewed & downloaded https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer & BDO
Nagrakata Panchayet Samity

कार्यालय कमाण्डेंट : 91 बटालियन सीमा सुरक्षा बल, महेशपुर, रायगंज
जिला - उत्तर दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)
नीलामी सूचना

91 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के नकारा घोषित भण्डारों का सार्वजनिक नीलामी दिनांक 06/10/2025 को प्रात: 1000 बजे बटालियन मुख्यालय, 91 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, महेशपुर, जिला- उत्तर दिनाजपुर (प0 बंगाल) में किया जाएगा।

2. सभी इच्छुक पार्टियां धरोहर अग्रिम राशि रु0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) जमा करने के पश्चात नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी के नियम व शर्तें नीलामी करवाने वाली समिति के द्वारा नीलामी स्थल पर घोषित की जाएगी।

CBC-19110/11/0069/2526

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। কোনও আত্মীয়কে সংসারের গোপন কথা বলবেন না। ক্ষতি হতে পারে। বৃষ : অত্যধিক বিলাসিতার কারণে সঞ্চয়ে টান পড়তে পারে। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ হতে পারে। মিথুন : সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়তি আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। কর্কট : পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির পরামর্শে বিকল্প আয়ের সন্ধান পেতে পারেন। সিংহ : অংশীদারি ব্যবসায় এখন বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই ভালো। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় অর্থের সংস্থান হয়ে যাবে। কন্যা : ভারী জিনিস তুলতে যাবেন না। কোমরে চোট লাগতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারীর কারণে লোকসানের সম্ভাবনা। তুলা : সামাজিক কাজের মাধ্যমে যশ ও প্রতিপত্তি বাড়বে। দাম্পত্যে সমস্যা মিটে যাবে। নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। বৃশ্চিক : জমি কেনার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। ধনু : সংসারের ব্যাপারে অন্য কাউকে নাক গলাতে দেবেন না। ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করুন। মকর : সৃষ্টিশীল কাজের পুরস্কার হিসেবে কোনও নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি। কুম্ভ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তির যোগ। মীন : গোপন শত্রু থেকে সাবধান। পাওনা আদায় নিয়ে সমস্যা হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর আশা করতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ ভাদ্র, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১ আহিন, সংবৎ ১২ আশ্বিন বদি, ২৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৩৭। বৃহস্পতিবার, দ্বাদশী রাত্রি ১২।২৬। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ৯।৬। শিবযোগ রাত্রি ১২।৩৫। কৌলবকরণ দিবা ১২।৫৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।২৬ গতে গরকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ৯।৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১২।২৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ১২।২৬ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ২।৩৪ গতে ৫।৩৭ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩২ গতে ১।১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৯।৬ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৯।৬ মধ্যে নামকরণ দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৯।৬ গতে ২।৩৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ২।৩৪ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।০ গতে ৯।১৯ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ৩।৭ মধ্যে ও ৩।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব হারিয়ে অসহায় পরিস্থিতিতে ময়নাগুড়ি দেবীনগরপাড়ার মিঠুন মণ্ডল সহ চারটি পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার রাতে ময়নাগুড়ি দেবীনগরপাড়ায় পেশায় লটারি টিকিট বিক্রেতা মিঠুনের ঘরে আগুন লাগে। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। আগুনে মিঠুনের ঘরের সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। পাশের তপন মণ্ডল, বরুণ মণ্ডল ও বেলা মণ্ডলের ঘর পুড়ে যায়। মাথাগোজার জায়গা হারিয়ে এখন মাথায় হাত পরিবারগুলোর। রাতে স্থানীয়দের সহযোগিতায় বাড়ির পাশে একটি লজে রাত কাটিয়েছিল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো। কিন্তু বুধবার সকাল থেকে তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। পরের রাতে আশ্রয় কোথায় হবে, এই ভেবে।

লটারির টিকিট বিক্রি করে কোনওভাবে পেট চলে মিঠুনের। তপন মণ্ডল ও বরুণ মণ্ডলের ময়নাগুড়ি দুর্গাবাড়ি মোড়ে ছোট পানের দোকান রয়েছে। হঠাৎ করে তাঁদের জীবন বদলে যাওয়ায় মাথায় যেন বাজ পড়েছে তাঁদের। মিঠুনের কথায়, 'আমার গায়ের জামা বাদ দিয়ে আর কোনওকিছুই অবশিষ্ট নেই। আগুনে সবকিছুই পুড়ে গিয়েছে।'

ওই ঘটনার পর এলাকায় যান জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুবর সভাপতি রামমোহন রায়। এদিন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। সাংসদ বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রয়েছি। তাদের সবরকম সহযোগিতা করা হবে।'

দুপুরে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করতে যায় ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিশু সেনের নেতৃত্বে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধিদল। বিশুর কথায়, 'ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাদের ঘরগুলি তৈরি করে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।'

ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় সহ পুরসভার কাউন্সিলাররা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাদের সবরকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

জখম ৪

চালসা, ১৭ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত চার তরুণ। এর মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে চালসা-বাতাবাড়ি জাতীয় সড়কের টিয়াবন এলাকায়। আহতরা সকলেই নাগরাকাটার কূর্তি চা বাগান এলাকার বাসিন্দা। এদিন সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি থেকে ফুটবল খেলা শেষে একটি ছোট গাড়ি করে তাঁরা নাগরাকাটা ফিরছিলেন। টিয়াবনের কাছে উলটোদিক থেকে আসা আরেকটি ছোট গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। দুই তরুণের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের সেখান থেকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটি গাড়ি পুলিশ আটক করলেও অপর ছোট গাড়িটি পালিয়ে যায়।

দেহ উদ্ধার

গয়েরকাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : সাঁকোয়াঝোরা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়ায় কালুয়া নদীর পাড়ে জঙ্গলের ভিতরে বুধবার এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত বিধান রায় (৩৫) এদিন সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। অবশেষে প্রতিবেশীরা তাঁর খোঁজে কালুয়া নদীর পাড়ে পৌঁছোলে, জঙ্গলের ভিতরে ফোনের শব্দ শুনতে পান। সেখানে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় বিধানের দেহ গাছের ডাল ভেঙে জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

খবর পেয়ে তাঁর দেহ উদ্ধার করে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

বৈদ্যডাঙ্গি নদীতে সমীক্ষায় সেচ দপ্তর। বুধবার।

এখনও আড়াইশো পরিবার জলমগ্ন চাঁপাডাঙ্গায়

বন্যা মোকাবিলায় সমীক্ষা সেচ দপ্তরের

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ১৭ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরে ৮-১০ বার জলমগ্ন হয়েছে চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। কখনও বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের। আবার কখনও রাত কাটাতে হয়েছে বাঁধের ওপর ত্রিপল টাঙিয়ে। তবে ঠিক কী কারণে বারবার এমন হচ্ছে? বৈদ্যডাঙ্গি নদীর গভীরতা বেড়ে গিয়েছে তিস্তার থেকে দুই ফিটের ওপর। যার জেরে তিস্তায় সামান্য জল বাড়লেই বৈদ্যডাঙ্গি হয়ে সেই জল ঢুকে পড়ছে চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায়। সমস্যার সমাধান খুঁজতে বুধবার সমীক্ষা চালাল সেচ দপ্তর। সমীক্ষা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালানো হবে বলে দাবি সেচ দপ্তরের। পাশাপাশি দুর্ভোগ কমাতে সেচ দপ্তরকে একাধিক প্রস্তাব দেওয়া হল গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির তরফে।

জলপাইগুড়ি জেলার বন্যাকবলিত এলাকার অন্যতম ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুসুবা গ্রাম। ওই বাসুসুবাতেই রয়েছে তিস্তা ও বৈদ্যডাঙ্গি নদীর মিলনস্থল। প্রতিবছর বর্ষায় তিস্তায় জল বাড়লেই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুসুবা মাস্টারপাড়া, কেরানিপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বছরে প্রায় চার মাস জলবন্দি থাকতে হয় গ্রামবাসীদের। সমস্যা সমাধানে বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও ফল মেলেনি। স্লুইস গেট করে এলাকার বন্যা পরিস্থিতি রোখার দাবি গ্রামবাসীদের থাকলেও তা কতটা কার্যকারী হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে সেচ দপ্তরের।

তাহলে উপায় কী, কী পথে গ্রামবাসীদের সমস্যা সমাধান করা যায়। তা জানতেই সেচ দপ্তরের তরফে এদিন সমীক্ষায় নামা হয়। মাল মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক মুকুন্দ বিশ্বাসের নেতৃত্বে তিস্তা ও বৈদ্যডাঙ্গি নদীর উপর সমীক্ষা চালানো হয়। তাতেই দেখা যায়, তিস্তা থেকে বৈদ্যডাঙ্গি নদীর গভীরতা বেড়ে রয়েছে। ফলে তিস্তায় জল বাড়লে সেই জল ঢুকে পড়ছে বৈদ্যডাঙ্গি হয়ে গোটা গ্রামে।

বছর কয়েক আগেও তিস্তার গভীরতা বৈদ্যডাঙ্গি নদীর থেকে বেশি ছিল। সেচ দপ্তরের আগের পরিসংখ্যানে সে কথা বলছে। ২০২৩ সালে সিকিমে লেক বিপর্যয়ে তিস্তায় পলি পড়ায় নাব্যতা হারিয়েছে তিস্তা। যার ফলেই সামান্য বৃষ্টিতেই তিস্তার জল বৈদ্যডাঙ্গি হয়ে গ্রামের একূল-ওকূল ছাপিয়ে যাচ্ছে। এখনও ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় আড়াইশোটি পরিবার জলবন্দি রয়েছে। এদিন সেচ দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন, চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নন্দিতা রায় মল্লিক, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মজিবুল ইসলাম সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের তরফেও সেচ দপ্তরকে বন্যা মোকাবিলায় একাধিক প্রস্তাব দেওয়া হয় লিখিত আকারে। প্রধান বলেন, গ্রামেই থাকা তিস্তার চার ও পাঁচ নম্বর স্পারের মাঝে আরেকটি স্পারবাঁধ দিলে গ্রামে জল ঢোকা আটকানো যেতে পারে।'

সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, এখনও তিস্তা ও বৈদ্যডাঙ্গি নদীতে জলস্তর অনেকটাই বেশি। তাছাড়া গোটা গ্রামে কতখানি এলাকাজুড়ে এই জল প্রবেশ করে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করতে সময় লাগবে বেশ কয়েক মাস। গোটা রিপোর্ট তৈরি করে দপ্তরের সেন্ট্রাল ডিজাইন অফিসে পাঠানো হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেচ দপ্তরের আধিকারিক জানান, ওই সমস্যার সমাধান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই গোটা রিপোর্ট তৈরি করে সমাধানের বিষয়টি তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্দেশের ওপরই নির্ভর করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব তাঁরা রিপোর্ট তৈরি করে সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠাবেন।

তৎপরতা

এখনও তিস্তা ও বৈদ্যডাঙ্গিতে জলস্তর অনেকটাই বেশি

গোটা গ্রামে কতখানি এলাকাজুড়ে এই জল প্রবেশ করে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করতে সময় লাগবে বেশ কয়েক মাস

গোটা রিপোর্ট তৈরি করে দপ্তরের সেন্ট্রাল ডিজাইন অফিসে পাঠানো হবে

শতবর্ষেও দেবী চৌধুরানির অসমাপ্ত মন্দিরে পুজো

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৭ সেপ্টেম্বর : শতবর্ষেও দেবী চৌধুরানির অসমাপ্ত মন্দিরেই হবে দুর্গাপুজো। জেলা ট্রেজারিতে রাখা ছ'টির মধ্যে চারটি বাঘের মূর্তির পিঠে ফাটল রয়েছে। সেগুলি মেরামত না করে পুনঃস্থাপন করা যাবে না। মন্দির ও মূর্তির নতুন রূপদানে নিযুক্ত শিল্পী বিশ্বজিৎ ঘোষ ইতিমধ্যেই সেকথা জানিয়েছেন জেলা শাসককে। এছাড়া মন্দির পুনর্নির্মাণের সময় বেদিতে নতুন করে ফাটল ধরেছে বলে জানা গিয়েছে।

২০১৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেবী চৌধুরানির মন্দির। বিগ্রহ সহ মন্দির আগুনের কবলে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও রক্ষা পায় সিঁড়িতে থাকা ছ'টি বাঘের মূর্তি। এরপর তৎকালীন জেলা শাসকের তত্ত্বাবধানে মন্দির থেকে উদ্ধার হওয়া সেই বাঘের মূর্তি, কিছু পুরোনো মুদ্রা, একটি তিরের ফলা জমা রাখা হয় জলপাইগুড়ির ট্রেজারিতে।

বলো দুগ্গা মাইকি

বিশ্বজিৎ বলেন, 'ছ'টি বাঘের মধ্যে চারটি বাঘের মূর্তির পিঠে ফাটল ধরেছে। সেই ফাটল না সারিয়ে মূর্তিগুলি বসানো যাবে না। সিঁড়ির তিনটি ধাপের মধ্যে যে ধাপে যে বাঘটি যেদিকে মুখ করে ছিল, সেভাবেই বসাতে হবে। যাঁরা এ সম্পর্কে জানেন তাঁদের এই দায়িত্ব দিতে হবে। ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের পাথরের তৈরি এই ব্যাঘ্রমূর্তিগুলি মূল্যবান। আলগাভাবে বসানো হলে চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সেক্ষেত্রে তার দায়িত্ব কে নেবে?' মন্দির কমিটির সম্পাদক গোপাল রায় বলেন, 'মঙ্গলবার চিঠি দিয়ে জেলা শাসককে বিষয়টি জানিয়েছি। মন্দির ও বিগ্রহ পুড়ে যাওয়ার পর সেগুলি পুনঃস্থাপিত হয়েছে। ট্রেজারিতে থাকা ছ'টি বাঘ সিঁড়িতে দ্রুত বসানোর জন্য অনুরোধ করেছি।' দেবী চৌধুরানি মন্দিরের পুরোহিত কমল গুহ বলেন, 'মোট ১৬টি বিগ্রহর মধ্যে দশটি বিগ্রহ দিয়ে পুজো করা হচ্ছে। মন্দির রক্ষাকারী ছ'টি বাঘ না থাকায় অসমাপ্ত অবস্থায় পুজো করতে হচ্ছে। এইভাবে পুজো হয় না।'

প্রায় তিনশো বছরের বেশি প্রাচীন মন্দির হলেও এবারে শতবর্ষে পা দিতে চলেছে শিকারপুরের দেবী চৌধুরানির দুর্গোৎসব। ইতিমধ্যে প্রস্তুতি যেমন তুঙ্গে ঠিক তেমনই পুজোর হাতেগোনা ১০ দিন আগে চূড়ান্ত অপেক্ষা আর আনন্দের পরিবেশ বাগানজুড়ে। ৩০ জনের কমিটি গঠিত হয়েছে যার সভাপতি শিকারপুর চা বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার প্রসূন চক্রবর্তী। তালমার কুমোরটুলি থেকে আসবে প্রতিমা।

সুবর্ণপুর চা বাগানে ফের বুনোর হামলা

যেখানে চিতাবাঘের ভয়...

শুভজিৎ দত্ত ও শুভদীপ শর্মা

নাগরাকাটা ও ক্রান্তি, ১৭ সেপ্টেম্বর : একদিকে যখন নাগরাকাটার খেরকাটায় চিতাবাঘের আক্রমণে মৃত ১২ বছরের নাবালকের বাড়িতে বন দপ্তরের আধিকারিকরা, তখন ক্রান্তিতে চিতাবাঘের হানায় জখম এক। ডুয়ার্সে চিতাবাঘ-মানুষ সংঘাত থামার যেন লক্ষণই নেই। একের পর এক এধরনের ঘটনায় চা বলয়জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বন দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন বাসিন্দারা।

এদিন, খেরকাটা কাণ্ডের পর বন দপ্তরের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের এডিএফও জয়ন্ত মণ্ডলের নেতৃত্বে ডায়না ও খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা মৃত অস্মিতের বাড়িতে যান। ছিলেন বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল, বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে, সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষি ও প্রাণীসম্পদ উপসমিতির সঞ্চালক মঞ্জুরুল হক প্রমুখ। সেখানে বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়েন তাঁরা। গ্রামে ১ বছরের মধ্যে এধরনের দুটি মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী স্থানীয়রা।

অঞ্জু ওরাওঁ নামে এক মহিলা বলেন, 'এভাবে বাচ্চাগুলিকে চিতাবাঘ মেরে ফেলে কোনও মায়ের কোল শূন্য করে দেবে তা আর মেনে নেব না। বন দপ্তর কী করবে দ্রুত করুক। নয়তো নেতা, অফিসার, মন্ত্রী কাউকে রেয়াত করার প্রশ্নই নেই।' লক্ষ্মী ওরাওঁয়ের স্বামী কাজের জন্য কেরলে থাকেন। তিন সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে তিনি একা। নানা কাজে ওঁদের একা রেখেই বের হতে হয়। আরও অনেক মায়েদেরই একই অবস্থা। আর কাউকে যে এভাবে হারাতে হবে না সেই গ্যারান্টি কে দেবে, এই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

এই টিউবওয়েল থেকে মুখ ধুয়ে ফেরার পথে চিতাবাঘের কবলে পড়ে অস্মিত।

এই পরিস্থিতিতে বন দপ্তরের তরফে খেরকাটায় কয়েকটি স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট চিহ্নিত করে এদিন ৪টি খাঁচা ও ৪টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়। প্রয়োজনে আরও খাঁচা পাতার পরিকল্পনাও বন দপ্তরের রয়েছে। এদিনও সকাল ৯টা নাগাদ একটি চিতাবাঘকে গ্রামে দেখা গিয়েছে বলে বাসিন্দারা বন দপ্তরকে জানান। সেকারণে সকাল থেকেই ছিল বনকর্মীদের পাহারা। এডিএফও বলেন, 'আর যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পরিবারটির পাশে আমরা আছি।'

এদিকে, এদিন সুবর্ণপুর চা বাগানের ৭ নম্বর সেকশন লাগোয়া একটি মাঠে গোরুকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যান রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বারোঘরিয়ার পাইকাধুরা গ্রামের আবু সাহেদ। অতর্কিতে একটি চিতাবাঘ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করেন ওই তরুণ। স্থানীয়রা ছুটে এলে বুনোটি চম্পট দেয়। পরে উদ্ধার করে এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। আপালচাঁদ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার নবাঙ্কুর ঘোষ বলেন, 'স্থানীয়রা আবেদন করলে সেখানে খাঁচা পাতার ব্যবস্থা করা হবে।'

মঙ্গলবার নাগরাকাটার খেরকাটা গ্রামের অস্মিত রায় নামে ১২ বছরের এক নাবালককে বাড়ির উঠোন থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওই বুনোটি। এদিন ওই গ্রামটির অনুন্নয়নেরও নানা ছবিও ধরা পড়ে। এখনও অস্মিতদের পাড়ায় অনেকের বাড়িতে শৌচালয় নেই। রাতের বেলাতেও হাতি-চিতাবাঘের মতো বুনোদের আতঙ্ককে মাথায় নিয়েই মাঠেঘাটে শৌচকর্মে যেতে হয় বলে স্থানীয়দের একাংশ জানিয়েছেন। পথবাতি তো দূরের কথা। নেই সৌরবিদ্যুৎচালিত আলোর ব্যবস্থাও। এতে যেন চিতাবাঘ আর মানুষ সংঘাতের আশঙ্কা আরও গভীর হচ্ছে।

বোনাস জটিলতা

নাগরাকাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বোনাস নিয়ে দড়ি টানাটানি অব্যাহত নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানে। বুধবার বিকেলে শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি বাগানের নির্দেশক আলোচনায় বসেন। সেখানে মালিকপক্ষ আগেকার অবস্থান থেকে সরে এসে ১৫ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। যদিও শ্রমিকরা তা প্রত্যাখ্যান করে সরকারি অ্যাডভাইজারি মোতাবেক ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে অনড় থাকেন।

ফলে আলোচনা ভেস্তে যায়। ফের বৃহস্পতিবার আরেক দফার আলোচনা হবে বলে খবর। ম্যানেজার সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাগানের আর্থিক পরিস্থিতি একেবারেই ভালো নয়। তবুও পুজোর মুখে নির্দেশক ১৫ শতাংশ হারের বোনাস দেওয়ার প্রস্তাব দেন। আশা করছি দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।'

বোনাস নিয়ে গ্রাসমোড় চা বাগানে গত বছরও শ্রমিকরা আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। অন্যদিকে, নাগরাকাটার হিলা চা বাগানের শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

LIC
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

ভারতীয় জীবনবীমা নিগম
জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল অফিস, ওএস ডিপার্টমেন্ট, "জীবন প্রকাশ", শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০১, দূরভাষ : (০৩৫৬১) ২৩৫৪৪২
ই-মেল : os.jalpaiguri@licindia.com, ওয়েবসাইট : www.licindia.in/tenders

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ডিজেল সহ ধোঁয়াবিহীন/শব্দবিহীন/ধ্বনিবিহীন ডিজেল জেনারেটর সেটের এসআইটিসি-র জন্য

এলআইসি অফ ইন্ডিয়া, জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল অফিস, দুই-বিড ব্যবস্থায় বিভিন্ন অফিসের জন্য মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ডিজেল সহ বিভিন্ন ক্ষমতার ধোঁয়াবিহীন/শব্দবিহীন/ধ্বনিবিহীন ১৫টি ডিজেল জেনারেটর সেট ভাড়ার জন্য যোগ্য টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে বিড আহ্বান করছে। **বিড জমা দেওয়ার মেয়াদ ১৮.০৯.২০২৫ থেকে ১৬.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত।** আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.licindia.in/tenders**-তে লগ অন করুন বা উপরের ঠিকানায় ওএস ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এলআইসি অফ ইন্ডিয়া কোনো কারণ ছাড়াই যে কোনও বা সকল অফার সম্পূর্ণ/আংশিকভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছে।

দ্রষ্টব্য : উপরের টেন্ডারের ক্ষেত্রে যে কোনো সংশোধনী/তারিখ সম্প্রসারণ শুধুমাত্র ওয়েবসাইট **https://www.licindia.in**-তে দেওয়া হবে এবং সংবাদপত্রে কোনো আলাদা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না।

তারিখ : ১৮.০৯.২০২৫ সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার

দুর্গার আগে জুড়াবান্দার পুজো

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শিব ঠাকুর হুঁকো টানেন। কথ্য ভাষায় হুক্কা। তাই জোলাপাড়ার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে শিব হলেন হুক্কাখাওয়া ঠাকুর। তাঁদের প্রাচীন লোকায়ত রীতিতে, প্রতিবছরই দুর্গাপুজোয় দেবী দুর্গার আগে পুজো পান হুক্কাখাওয়া ঠাকুর। স্থানীয় বুলিতে তিনিই জুড়াবান্দা ঠাকুর।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ১২ কিমি দূরে মোহিতনগর গোল গুমটি হয়ে পৌঁছানো যায় জোলাপাড়ায়। সেখানে দুটি প্রাচীন বট গাছের পাশেই রয়েছে হুক্কাখাওয়া জুড়াবান্দা ঠাকুরের মন্দির। ওই এলাকায় শতাধিক বছর ধরে বংশপরম্পরায় রাজবংশীরা জুড়াবান্দা ঠাকুরের পুজো করছেন। ওই মন্দিরের পাশেই স্থাপিত তাঁদের মাশান দেবতাও।

ওই মন্দিরের সামনের ফাঁকা মাঠে জোলাপাড়া তরুণ সংঘ প্রতিবছর দুর্গা ও কালীপুজো করে। সেখানে স্থায়ী দুর্গামণ্ডপ থাকলেও, বাইরে বাঁশের আলাদা মণ্ডপ করা হয়। জোলাপাড়া তরুণ সংঘ পুজো কমিটির চেয়ারম্যান দশরথ রায় বলেন, 'হুক্কাখাওয়া ও পাশের হরি মন্দিরে দেবতারা নিত্যদিন পুজো পান। গ্রামের লোকায়ত ধারা অনুসারে দুর্গাপুজোর আগে জুড়াবান্দার পুজো করবেন দেউসি। তারপর ব্রাহ্মণ পুরোহিত দুর্গাপুজোয় বসবেন। আমাদের পুজো এবছর ৫০ বছরে পড়ল। এবারের বাজেট ৫ লক্ষ টাকা।'

জোলাপাড়ার হুক্কাখাওয়া দেবতা।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নৃপেন রায় বলেন, 'হুক্কাখাওয়া লোকদেবতা খুবই জাগ্রত। পথচলতি যে কোনও মানুষ জুড়াবান্দা মন্দিরের সামনে দিয়ে গেলে প্রণাম করে যান। গাছের ডাল, পাটকাঠি, লতাগুল্ম জোড়া দিয়ে বেঁধে ভক্তি সহকারে মন্দিরের সামনে ছুঁড়ে দেন।'

জুড়াবান্দা মন্দিরে প্রতিদিন ফল, ফুল দিয়ে নিত্যপুজো করেন রাজবংশী দেউসি। লোকদেবতা জুড়াবান্দা বা হুক্কাখাওয়াকে দেখতেও শিব ঠাকুরের মতোই। হাতে হুক্কা ধরা ভঙ্গিতেই বিগ্রহ রাখা থাকে মন্দিরে। সাধারণত মাঘীপূর্ণিমাতে হুক্কাখাওয়ার পুজো হয়। চিরাচরিত রীতিতে এবারও মাটির হাঁড়িতে খই, দই, কলা, দুধ মেখে জুড়াবান্দাকে নিবেদন করা হবে।

হুক্কাখাওয়া দেবতার প্রসাদ হয় নিরামিষ। মাঘীপূর্ণিমায় বেশ ধুমধাম করে জুড়াবান্দার পুজো হয়। প্রতিবছরের মতো এবারও দুর্গাপুজোর চারদিন ভন্দাপাড়া, জোলাপাড়া, সর্দারিপাড়া, ভায়াপাড়ার মানুষ মেতে উঠবেন পুজোর আনন্দে। তবে রীতি মেনে আগে হুক্কাখাওয়া দেবতাকে প্রণাম করে তবেই দুর্গামণ্ডপে যাবেন দর্শনার্থীরা।

লোকসংস্কৃতি গবেষক দিলীপ বর্মা জানান, অতীতে মানুষ হিংস্র বন্যপ্রাণীর উপদ্রব থেকে বাঁচাতে গাছ বা গুহায় আশ্রয় নিত। মানব সমাজে গাছপালার গুরুত্ব সেই থেকেই। তাই লোকদেবতা বা অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পেতে মানুষ বৃক্ষ উপাসনা শুরু করে। তাই জোলাপাড়ার মন্দির আজও গাছের ডাল বেঁধে লোকদেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা হয়।

৩১ অক্টোবর পর্যন্ত খোলা ফ্লাড কন্ট্রোল রুম

বিসর্জন নিয়ে সতর্কতা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি আছে। এবার পুজো সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে হওয়ায় বর্ষা এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। মাঝেমধ্যে সিকিম এবং ভুটান পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে সেচ দপ্তর এবং জেলা প্রশাসন ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ফ্লাড কন্ট্রোল রুম চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দুর্গাপুজোয় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস এখনও আবহাওয়া দপ্তর থেকে দেওয়া হয়নি। আর দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন হবে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ডুয়ার্স সহ জেলায় তিস্তা নদীজুড়ে প্রতিমা বিসর্জনে বাড়তি সতর্কতা নিচ্ছে জেলা প্রশাসন। বিশেষ করে ডুয়ার্সের নদীগুলিতে হড়পা আসার আশঙ্কায় সেখানে নেমে সরাসরি বিসর্জন দেওয়া যাবে না। যাঁরা তিস্তা নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে থাকেন, তাঁদের জন্যও জারি থাকছে বাড়তি সতর্কতা। জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'বর্ষা এখনও বিদায় নেয়নি। বৃষ্টির ঘাটতি থেকে গিয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি হলে জেলার অনেক নদীতে জলস্ফীতি দেখা যায়। তাই এবারও প্রতিমা বিসর্জনের সময় সরাসরি নদীতে নামা যাবে না। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে প্রতিমা বিসর্জনের সবরকমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

২০২২ সালে বিসর্জনের দিন মাল নদীতে হড়পা এসেছিল।

> বর্ষা এখনও বিদায় নেয়নি। বৃষ্টির ঘাটতি থেকে গিয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি হলে জেলার অনেক নদীতে জলস্ফীতি দেখা যায়। তাই এবারও প্রতিমা বিসর্জনের সময় সরাসরি নদীতে নামা যাবে না।
>
> – শামা পারভিন *জেলা শাসক*

পদক্ষেপ

- এবছর এখনও আবহাওয়া দপ্তর পুজোয় বৃষ্টি নিয়ে পূর্বাভাস দেয়নি
- জেলা প্রশাসন তাই বিসর্জন নিয়ে এখনই কোনও বৈঠক করেনি
- নদীতে সরাসরি নেমে প্রতিমা বিসর্জন করানো যাবে না
- নদীতে নামতে পারবেন না দর্শকরাও

২০২২ সালে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে মালবাজারের মাল নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় হড়পায় নদীতে ভেসে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন আটজন। সেই ঘটনার ১২ দিন পর মাল শহরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ২০২৩ সালে অবশ্য জেলাজুড়ে নদীতে ব্যারিকেড করে বিসর্জন এবং সূর্যস্নানের ব্যবস্থা করেছিল প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মাল নদীর বিসর্জন ঘাট তৈরি করে দিয়েছিল সেচ দপ্তর।

এদিকে, বছরে যেখানে জলপাইগুড়ি জেলায় গড় বৃষ্টিপাত ৩৪০০ মিলিমিটার হয়ে থাকে। এই বছর সবেমাত্র ২৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে জেলায়। এখনও ১০০০ মিলিমিটার বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর এখনও জানায়নি দুর্গাপুজো থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত জেলা এবং পাহাড়ি এলাকাগুলিতে কতটা বৃষ্টিপাত হবে? আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করা হবে।

জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ, ক্রান্তি, মাল এবং ময়নাগুড়ি ব্লকগুলির পুজো কমিটির প্রতিমা বিসর্জন হয় তিস্তা নদীতে। এমনকি, কালিম্পং পাহাড় এবং ভুটান পাহাড়ের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে, ডুয়ার্সের এমন কয়েকটি নদীতেও প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এর আগে বিসর্জনের সময় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস পেয়ে জেলাজুড়ে বিপজ্জনক নদীগুলিতে নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করে, দড়ি বেঁধে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করেছিল জেলা প্রশাসন। এবছরও যদি সেরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই একই ব্যবস্থা করা হবে বলেই জানা গিয়েছে।

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বললেন, 'হড়পা শুখা মরশুমেই বেশি হয়। তাছাড়া এবার বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে উত্তরবঙ্গজুড়ে। কোথাও কোনও সমস্যা যাতে না হয়, সেজন্য আমাদের ফ্লাড কন্ট্রোল রুম ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত খোলা থাকছে। প্রশাসনের সঙ্গে মিলে সুষ্ঠুভাবে বিসর্জন করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

বিশ্বকর্মাপুজোয় শামিল পর্যটক, গাড়িচালকরা

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজো মানেই দুর্গাপুজো দোরগোড়ায়। বুধবার জেলার সর্বত্র দেবশিল্পীর আরাধনা করা হল শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সঙ্গে। ক্রান্তি ব্লকজুড়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির দোকান, কারখানা, গ্যারাজ, অফিস সহ একাধিক জায়গায় পুজো হয় এদিন। শ্রমিক, কারিগর, মিস্ত্রি ও ছোট কারখানার কর্মচারীরা ছাড়াও গাড়ির চালকরাও পুজোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পুজো উপলক্ষ্যে প্রায় সব জায়গাতেই সকাল থেকে প্রসাদ এবং খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে। ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ি, আপালচাঁদ ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসেও বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করা হয়।

রাজগঞ্জের বিডিও অফিস, থানা, রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার সহ বেশ কয়েকটি দপ্তরের চত্বরেও চোখে পড়ল একই ছবি। মেটেলি ব্লকের মেটেলি, চালসা, বাতাবাড়ি, ধূপঝোরা, মঙ্গলবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় বিশ্বকর্মাপুজো অনুষ্ঠিত হল এদিন। বাতাবাড়ি ফার্ম বাজার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূর্তি ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের বিশ্বকর্মাপুজোয় এদিন শামিল হলেন সেখানে আসা পর্যটকরা। মেটেলি, চালসা, বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে ফলের দোকানগুলিতেও উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়।

ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন চামুর্চিতে বিভিন্ন ছোট প্রতিষ্ঠান এবং কারখানাগুলিতে পুজো হয়। তেমনি বানারহাট ও বিন্নাগুড়িতে টোটো, বাস, ট্রাক ইউনিয়ন সহ গ্যারাজগুলিতে কর্মীরা পুজোতে মেতে ওঠেন। বানারহাট টোটো ইউনিয়নের সভাপতি অশোক শা বললেন, 'এদিন আমাদের ইউনিয়নের টোটোচালকরা পুজোতে অংশ নেন।' ওদলাবাড়িতেও যন্ত্রপাতির দোকান, কারখানা, গ্যারাজ, অফিস সহ চা বাগানের কারখানা ও ওদলাবাড়ির ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে এদিন বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর পর সন্ধ্যায় প্রসাদ ও খিচুড়ি বিতরণ হয়েছে। ময়নাগুড়ি দমকল বিভাগের উদ্যোগে এদিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখানে বিভিন্ন বিভাগে দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণির প্রায় পঞ্চাশ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

আকাশের ঠিকানায় লেখা।। বুধবার জলপাইগুড়ির সিপাইপাড়ায় শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

পরীক্ষা খারাপের পর শৌচালয়ে ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পরীক্ষা দিয়ে আসার পরেই বাড়ির শৌচালয়ে ঝুলন্ত দেহ মিলল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর। শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'পড়াশোনা ও পরীক্ষার চাপের কারণেই ওই নাবালিকা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এত কম বয়সে এমন সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার বাড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগরে। বাবা ও মায়ের সঙ্গে সে থাকত। মঙ্গলবার তার হিন্দি পরীক্ষা ছিল। বুধবার ছিল বাংলা পরীক্ষা। তার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, হিন্দি পরীক্ষা ভালো না হওয়ার কারণেই সে মঙ্গলবার বাড়িতে ফিরে শৌচালয়ে ঢুকে এমন কাণ্ড ঘটায়। যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এদিকে, এমন ঘটনায় শহরের শিক্ষা মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। কয়েক মাস আগেই মাধ্যমিকের টেস্টে অকৃতকার্য হওয়ায় আত্মহত্যা করেছিল এক পড়ুয়া। এবারে ১১ বছরের নাবালিকার মৃত্যুর পিছনে পরীক্ষা ভালো না হওয়ার তথ্য উঠে এসেছে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে। পড়াশোনায় প্রতিযোগিতার চাপে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোবিদ উত্তম মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, 'আসলে এই ধরনের চাপের ক্ষেত্রে পরিবারের একটা বড় ভূমিকা থাকে। এটা বোঝা প্রয়োজন, পরীক্ষা শুধুমাত্র একটা প্রক্রিয়া। ফলাফলের ওপর জীবন নির্ভর করে না। এভাবে নিজেকে শেষ করে দেওয়াটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

ঘটনাক্রম

- পরীক্ষা দিয়ে আসার পরেই বাড়ির শৌচালয়ে ঢোকে ছাত্রী
- অনেকক্ষণ পর না বেরোলে দরজা খুলে দেখা যায় ঝুলন্ত দেহ
- পড়াশোনা এবং পরীক্ষার চাপের জন্যই আত্মহত্যা বলে প্রাথমিক সন্দেহ পুলিশের

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই আত্মহত্যার ধরন রপ্ত করেছে ওই কিশোরী। গোটা ঘটনায় অবাক গল্পকার বিপুল দাস। তিনি বলছিলেন, 'আসলে বাবা-মায়েরা এখন সন্তানকে প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে নামিয়ে দিচ্ছেন। অনেক পড়ুয়াই সেই প্রতিযোগিতার চাপ নিতে পারছে না। এর উপর সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন সবকিছুই পাওয়া যায়। এসব কিছুই একটা ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করত ওই ছাত্রী। মঙ্গলবার পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পরেই বাবা ফোন করে তার কাছে জানতে চান, পরীক্ষা কেমন হয়েছে? উত্তরে পরীক্ষা ভালো হয়েছে বলেই সে শৌচালয়ে ঢুকে যায়। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও না বেরোনোয় সন্দেহ হয় তার মায়ের। এরপর প্রতিবেশীদের ডেকে বাথরুমের দরজা খুলতেই তাঁরা দেখতে পান, শৌচালয়ের জানলার ওপরে থাকা রডের সঙ্গে ঝোলা পর্দা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলে রয়েছে মেয়ে। তড়িঘড়ি সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

খবর পেয়ে ওই নার্সিংহোমে আসে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। বুধবার তার দেহ ময়নাতদন্ত হয়। তদন্তকারীরা বাবা ও মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে করে জানতে পেরেছেন, ওই ছাত্রী বাংলায় কিছুটা কাঁচা ছিল। হিন্দি পরীক্ষাও খারাপ হওয়ায় বাড়তি চাপ তৈরি করে তার মনে।

জখম দুই

বানারহাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : বাঁক নিতে গিয়ে কালভার্টে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আহত হলেন বাইকচালক সহ আরোহী। বুধবার বিকেলে বানারহাট ব্লকের চুনাভাটি চা বাগান সংলগ্ন আন্তর্জাতিক সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গুরুতর আহত তরুণ-তরুণীর বাড়ি কাঁঠালগুড়ি চা বাগানে। এদিন বাইকে চামুর্চি থেকে কাঁঠালগুড়ি চা বাগানে বাড়িতে ফিরছিলেন তাঁরা। ওই সময় বাঁক নিতে গিয়ে রাস্তার ধারের কালভার্টে ধাক্কা লেগে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন দুজন। গুরুতর জখম অবস্থায় পুলিশ ও স্থানীয়রা তাঁদের বানারহাট হাসপাতালে নিয়ে এলে দুজনকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, বাইকটির গতি বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। বাঁকের কারণে এই কালভার্টে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। চামুর্চি ফাঁড়ির ওসি আদিল লিম্বু বলেন, 'বাইকটি ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত করছে পুলিশ।'

পথবাতি দাবি

ক্রান্তি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ধনতলা থেকে ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ি অবধি রাস্তায় নেই পথবাতির ব্যবস্থা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা না থাকায় প্রবল সমস্যায় পড়েন পথচারীরা। সন্ধ্যা হলে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে গোটা রাস্তা। মাঝেমধ্যে ঘটছে দুর্ঘটনা। এই রাস্তাতেই রয়েছে ক্রান্তি বিডিও অফিস, উত্তর সারিপাকুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পুলিশ ফাঁড়ি, ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির মতো গুরুত্বপূর্ণ অফিস। স্থানীয় বাসিন্দা কিশোর বিশ্বাসের কথায়, 'বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্কুল, টিউশনে পড়তে যায়। কাজের জায়গা থেকে বাড়ি ফিরতে রাত হয়। বারবার প্রশাসনের নজরে আনা হলেও আলোর ব্যবস্থা হয়নি।' পঞ্চায়েতের প্রধান মালতী টুডু বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। আশা করছি পুজোর পর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

সাহায্য

ক্রান্তি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বন্যাকবলিত এলাকায় বুধবার রান্না করা খাবার বিতরণ করে চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামের প্রায় ৪০০টি পরিবারকে রাতের খাবারের পাশাপাশি শুকনো খাবার ও ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। এদিন বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহাদেব রায়, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মজিবুল ইসলাম প্রমুখ। পঞ্চায়েত প্রধান নন্দিতা রায় মল্লিক জানান, বৃহস্পতিবারও বন্যাকবলিত এলাকায় খাবার দেওয়া হবে।

নজরদারি

ধূপগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজো ও দুর্গাপুজোর বাজারের উপচে পড়া ভিড় সামলাতে ধূপগুড়ি শহরজুড়ে ট্রাফিক ও পুলিশের টহলদারি বাড়ানো হল। চারটি পুলিশ ভ্যানের পাশাপাশি সাদা পোশাকের পুলিশের টহল শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে জাতীয় সড়ক ও এশিয়ান হাইওয়েতেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকরা জানান, দুর্ঘটনা রুখতে ও নাগরিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নজরদারি বাড়িয়েছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ

সাংসদের মুখে রক্তাল্পতা, অপুষ্টির কথা

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : সরকারি হাসপাতালে গর্ভবতীরা রক্তাল্পতায় ভুগছেন। সরেজমিনে এই পরিস্থিতি দেখে রাজ্য সরকারের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে যাওয়ার আবেদন করলেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। মায়েদের পাশাপাশি মাত্রাতিরিক্ত অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে যেতে বললেন স্বাস্থ্য বিভাগের সরকারি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রে। বুধবার ময়নাগুড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র সরেজমিনে ঘুরে দেখেন সাংসদ। তারপর জলপাইগুড়ির বড় ডাকঘরে স্বাস্থ্য ও নারী-শিশু বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরলেন।

সাংসদ বলেন, 'জেলার অনেক ব্লকেই গর্ভবতী, প্রসূতি এবং শিশুরা অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় ভুগছেন। চা বাগানের বাইরে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে এই ধরনের আক্রান্ত মা এবং শিশুদের সংখ্যা বেশি। রাজ্য সরকার তো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শিশু আলয় খুলে রেখেছে। কেন সেখানে মা এবং শিশুদের বেশি করে যাওয়ার জন্য প্রচার করা হচ্ছে না?' সাংসদ একইসঙ্গে সেখানে তাঁর ক্ষোভও উগরে দিলেন। তাঁর কথায়, 'আমি একজন চিকিৎসক। অথচ আমাকে রোগীকল্যাণ সমিতিতে রাখা হয়নি। এই অপুষ্টি এবং রক্তাল্পতার বিষয়গুলি সমিতির তরফেও দেখা উচিত।'

জানা গিয়েছে, জেলায় প্রায় তিন হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে প্রায় বারোশোটি কেন্দ্রের পরিকাঠামো এবং পরিষেবার উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

ময়নাগুড়িতে স্বাস্থ্যকর্তার সঙ্গে জলপাইগুড়ির সাংসদ। বুধবার।

> রাজ্য সরকার তো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, শিশু আলয় খুলে রেখেছে। কেন সেখানে মা এবং শিশুদের বেশি করে যাওয়ার জন্য প্রচার করা হচ্ছে না?
>
> **ডাঃ জয়ন্ত রায়**
> *বিজেপি সাংসদ, জলপাইগুড়ি*

সেখানে শিশুদের পুষ্টি, পড়াশোনা থেকে মনোরঞ্জন, সবদিকেই নজর রাখা হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলিকে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে, শিশু আলয়।

দু'বছর আগে সরকারি সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, জেলার চা বাগান এবং গ্রামাঞ্চল এলাকাগুলিতে রক্তাল্পতায় আক্রান্ত মায়েদের সংখ্যা ছিল ৩৫৮। মাত্রাতিরিক্ত অপুষ্টি এবং রক্তাল্পতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ৪৩২ জন। এখন এই সংখ্যাটা অনেকটাই কমেছে বলে দাবি প্রশাসনের। জেলা অঙ্গনওয়াড়ি বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি এবং মালবাজারের পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রে রেখে চিকিৎসা করানো হয়েছে।

এদিন সাংসদ জানান, প্রায় এক দশক ধরে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র বন্ধ ছিল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নিলামকেন্দ্র চালু করা হয়েছিল। তারপর ফের সেটি বন্ধ হয়ে যায়। চা নিলামকেন্দ্র পুনরায় চালুর দাবি জানিয়েছেন তিনি। তবে জেলার বৃহৎ চা শিল্পের সার্বিক উন্নতিতে তিনি দেশের অর্থমন্ত্রী এবং শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছেন বলে জানান।

জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ এদিন বললেন, 'সাংসদ যে উপলব্ধি করতে পেরেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রসূতি এবং গর্ভবতীদের যত্ন নেওয়া হয়, সেটাই যথেষ্ট। সরকারিভাবে সমীক্ষা করে অপুষ্টি এবং রক্তাল্পতায় আক্রান্তদের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে।' সাংসদ অবশ্য বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করতে চাননি বলেই জানান।

পেটকাটি চাঁদিয়ালে ফিরল স্মৃতি

মানিকগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : গ্রামবাংলার চির চেনা ঐতিহ্যের মধ্যে অন্যতম ঘুড়ি। কালের বিবর্তনে এই ঐতিহ্য অনেকটাই হারাতে বসেছে। হারানো এই ঐতিহ্যকে ফেরাতে ও বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে জলপাইগুড়ি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হল 'ঘুড়ি উৎসব'। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের এক মাস পূর্তি উপলক্ষ্যে এই আয়োজন। খারিজা বেরুবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডলঘাট মোড় প্রোজেক্টের মাঠে উপস্থিত ছিলেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মিহির কর্মকার, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রিংকু মিত্র প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আদিবাসী নৃত্য সহ ভাওয়াইয়া সংগীত পরিবেশিত হয়। এরপর উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছোট-বড় বিভিন্ন রং ও আকৃতির ঘুড়ি ওড়ানো শুরু করেন। নানা আকৃতির ঘুড়ির মধ্যে ছিল মাছ, ইগল, প্রজাপতি, লেজযুক্ত ঘুড়ি প্রভৃতি।

শিক্ষক নির্মল রায় বলেন, 'সেসময় আমরা নানা ধরনের ঘুড়ি ওড়াতাম। বহু বছর পর এই ঘুড়ি উৎসব দেখে সেই শৈশবের সব ছবি ভেসে উঠল।' বিডিও মিহির কর্মকার জানান, প্রকল্পের মাসপূর্তিতে গ্রামবাংলার হারানো ঐতিহ্যকে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এই উৎসব।

অবাক চোখে।। আলিপুরদুয়ারের চারমাইলে ছবিটি তুলেছেন অরূপ সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিশ্বকর্মায় 'ম্লান' মোদি

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিন। আবার সেদিনই ছিল বিশ্বকর্মাপুজো। দেশজুড়ে সাড়ম্বরে মোদির জন্মদিন পালিত হলেও জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকে দিনভর বিশ্বকর্মাপুজো নিয়ে মেতে থাকলেন পদ্ম নেতারা। পালিতই হল না প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন।

অন্যদিকে, বিজেপির জেলা কার্যালয়ে শহরের দুই মণ্ডল সভাপতির উপস্থিতিতে মোদির জন্মদিন পালন করা হলেও জেলা নেতৃত্বকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি। জেলা সভাপতি শ্যামল রায়ের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও তিনি ময়নাগুড়ি ব্লকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'জেলার প্রতিটি ব্লকে ও জেলা পার্টি অফিসে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করা হয়েছে।' রাজগঞ্জ ব্লকে মোদির জন্মদিন না পালন করা প্রসঙ্গে দলের জেলা কমিটির সদস্য আশিস দে-ও একই কথা বললেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, সপ্তাহব্যাপী রাজগঞ্জের তিনটি মণ্ডলে মোদির জন্মদিন পালন করা হবে।

মাল শহরে বিজেপির এক নেতা দুর্ঘটনায় আহত হওয়ায় কর্মসূচি বাতিল করা হয়। সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়ের উপস্থিতিতে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে জঞ্জাল সাফাই করা হয়। ধূপগুড়ির সবক'টি মণ্ডলে মোদির জন্মদিন পালিত হয়। বৃহস্পতিবার চারাগাছ বিলির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন করবে জলপাইগুড়ি বিজেপি যুব মোর্চা।

পুজো উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : আগামী ২১ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি জেলার ২৫টি দুর্গাপুজোর মণ্ডপের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো কমিটির মধ্যে জলপাইগুড়ি সদর মহকুমায় ১৩টি, মাল মহকুমায় ৭টি এবং ধূপগুড়ি মহকুমায় ৫টি পুজোর উদ্বোধন করা হবে। বুধবার একথা জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) ধীমান বাড়ুই। জেলাজুড়ে অধিকাংশ বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপ এখনও তৈরি হয়নি। হাতেগোনা কয়েকটি পুজোমণ্ডপের কাজ ৭০ শতাংশ এগিয়েছে। দ্বিতীয় দফায় আরও কয়েকটি মণ্ডপের ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী করবেন।

উপোস থাকেন মঞ্জুয়ারা

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : হাতে আর কয়েকদিন বাকি। এরপর দুর্গাপুজোয় মাতবে আপামর বাঙালি সমাজ। ভিন্ন ধর্মের হয়েও মা দুর্গার পুজোর আয়োজনে মেতে ওঠেন রাজগঞ্জের মঞ্জুয়ারা বেগম। সেইসঙ্গে উপোস থেকে অষ্টমীর দিন মা দুর্গাকে দর্শন করেন। অন্য মহিলাদের মতো ব্যস্ত থাকেন পুজোর কাজে।

গত কয়েক বছর ধরেই মঞ্জুয়ারা রাজগঞ্জের পুজোর সঙ্গে জড়িত। কয়েক বছর আগে রোজা করতে করতে পুজোর জন্য চাঁদা সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন মঞ্জুয়ারা। এবারেও পুজোর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছেন তিনি। মঞ্জুয়ারা বলেন, 'বয়স অনেক বেড়েছে। আগের মতো পরিশ্রম করতে পারি না। কিন্তু পুজোর দিনগুলিতে এখনও সবার সঙ্গে আনন্দে কাটাই। অষ্টমীর দিন উপোস থেকে মাকে দর্শন করি। মা যেদিন মণ্ডপে আসেন, সেদিন খুব ভোরে উঠে মাকে প্রণাম করে আসি।'

> অষ্টমীর দিন উপোস থেকে মাকে দর্শন করি। মা যেদিন মণ্ডপে আসেন, সেদিন খুব ভোরে উঠে মাকে প্রণাম করে আসি।
>
> মঞ্জুয়ারা বেগম

থিমের চাকচিক্যে এবং আলোর ঝলকানিতে নয়, নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করার সুনাম রয়েছে এই মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজোর। একটা সময় গোটা রাজগঞ্জ ব্লকে একমাত্র মহিলা দ্বারা পরিচালিত পুজো ছিল এই দুর্গাপুজো। এবার এই পুজো ২৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। শিক্ষা অনুরাগী অনীতা চৌধুরী পাড়ার ঊষা নন্দী, অনীতা রায় সহ আরও কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। তবে এখন পুজোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন সরিতা আগরওয়াল, ঊষা নন্দী, অনীতা রায়, কাকলি দত্তরা। কমিটির অন্যতম সদস্য সরিতা আগরওয়াল বলেন, '১০ বছর ধরে এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি আমি। এবারও পুজোর আয়োজনে কোনও খামতি নেই।'

এল এল পুজো এল

আড়ম্বর নয়, নিষ্ঠাই পুঁজি

গোপাল মণ্ডল

বিন্নাগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বানারহাট ব্লকের শতাব্দী প্রাচীন বিন্নাগুড়ি ডুয়ার্স স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সর্বজনীন দুর্গোৎসবে আজও রীতিনীতি মেনে পুজো হয়। এবছর ক্লাবের ৯০তম পুজো। বিন্নাগুড়ি এলাকার চা বাগানগুলির পুজো ছাড়াও তিনটি বারোয়ারি পুজো হয়। তবে নিয়মনিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের টানে আজও এলাকাবাসী এই দুর্গামণ্ডপে অঞ্জলি দিতে ভিড় করেন। ফলে অষ্টমীতে অঞ্জলি দেওয়ার ভিড় সামলাতে ও ভক্তদের মধ্যে ভোগ বিতরণ করতে উদ্যোক্তাদের রীতিমতো বেগ পেতে হয়। উদ্যোক্তারা জানান, মণ্ডপে সচেতনতামূলক বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রতিবছর তাঁরা ব্লকের সেরা পুজো হিসেবে পুরস্কৃত হন। এবারেও সেই স্থান ধরে রাখা তাঁদের লক্ষ্য বলে জানান আয়োজকরা। এবার তাঁরা মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দেবেন।

এই মন্দিরেই হয় দুর্গাপুজো।

১৯৩৬ সালে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। সেই সময় বানারহাট থানা এলাকায় আর কোথাও পুজো হত না। এলাকার প্রায় সবক'টি বাগানের শ্রমিক সহ এলাকার মানুষ এমনকি বাগানের সাহেবরা সপরিবারে এই পুজোয় অংশগ্রহণ করতেন। প্রথম দিকে এই পুজো চালাঘরে হলেও বর্তমানে স্থায়ী মন্দিরে পুজো হয়।

পুজো কমিটির পক্ষে দীপক দাস বলেন, 'এই পুজোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একচালার দেবী প্রতিমা। অষ্টমীতে মাটির পাত্রে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। নবমীর দুপুর নারায়ণসেবা করা হয়। বিন্নাগুড়ির সাধারণ মানুষের কাছে এই পুজো একটা আবেগ।' ক্লাবের প্রবীণ সদস্য অমলেন্দু মিত্র জানান, পুজোর দায়িত্ব এখন নতুন প্রজন্মের হাতে দেওয়া হয়েছে। ওঁরা পুজোর জন্য দিনরাত খাটছে।

ছাত্রীর দেহ

তিন সপ্তাহ নিখোঁজ থাকার পর রামপুরহাটের সপ্তম শ্রেণির আদিবাসী ছাত্রীর পচাগলা দেহ বুধবার উদ্ধার হল। ওই স্কুলেরই ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্যকর্মীরা

পুজোয় কাজ করার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশ যে বর্ধিত ভাতার দাবি করেছিলেন তা খারিজ করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তারপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

পাড়ায় বরাদ্দ

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে টাকা ছাড়া শুরু করল নবান্ন। এলাকার ছোট ছোট কাজের জন্য বুথ প্রতি ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল। সেই মতো মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রায় ৭০ কোটি টাকা ছেড়েছে অর্থ দপ্তর।

মেট্রো বিভ্রাট

বিশ্বকর্মা পুজোর সকালেই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রুটে বিভ্রাট ঘটল। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত এক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

১২০০ জাল জাতি শংসাপত্র বাতিল

দপ্তরকে তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে প্রচুর সংখ্যায় জাল জাতিগত শংসাপত্রের প্রমাণ জমা হয়েছে নবান্নে। প্রাথমিক তদন্তের পরেই প্রায় ১২০০ জাতিগত শংসাপত্র বাতিল করা হয়েছে। বাকি অভিযোগগুলি নিয়ে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিবের নেতৃত্বে তদন্তও শুরু হয়েছে। আরও কয়েক হাজার এই ধরনের জাল জাতিগত শংসাপত্রের হদিস পাওয়া গিয়েছে। মূলত নীচুস্তরের কিছু অফিসারের মদতে এই জাল জাতিগত শংসাপত্রগুলি গত কয়েক বছরে বিলি করা হয়েছে। দুয়ারে সরকারের কর্মসূচিতে জাতিগত শংসাপত্র বিলি নিয়ে কোনওরকম গাফিলতি সহ্য করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসারদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সেই সুযোগেই এই ধরনের জাতিগত শংসাপত্র হাতিয়ে নিয়েছে একধরনের চক্র। বিষয়টি নজরে আসার পরেই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবরাইক বলেন, 'জাল জাতিগত শংসাপত্রের অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্ত করে ১২০০ শংসাপত্র বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় যুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্তও হয়েছে। আরও যে

তৎপর নবান্ন

- কয়েক হাজার জাল জাতিগত শংসাপত্রের অভিযোগ
- ১২০০ শংসাপত্র ইতিমধ্যেই বাতিল
- প্রধান সচিবের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের
- ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব নবান্নের

অভিযোগগুলি রয়েছে, সেগুলি নিয়ে তদন্ত চলছে। কোনও জাল শংসাপত্রের অভিযোগ এলেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'বন্দ্যোপাধ্যায় পদবির এক ব্যক্তি তপশিলি জাতির শংসাপত্র নিয়ে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই ধরনের অভিযোগ আমরা অনেক পেয়েছি। এই নিয়ে প্রশাসনের আরও উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকারের একাংশের মদতে এই ধরনের জাল জাতিগত শংসাপত্র বিলি করা হয়েছে।'

সোমবার নবান্নে তপলিশি জাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারের কারও একজনের জাতিগত শংসাপত্র থাকলে সেই পরিবারের উত্তরাধিকারীরা শংসাপত্র পাওয়ার অধিকারী বলেও জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই এই ধরনের জাল জাতিগত শংসাপত্রের অভিযোগ সামনে আসে। সমস্ত কাগজপত্র না দেখে কেন প্রশাসনের নীচুস্তরের আধিকারিকরা এই শংসাপত্র বিলি করেছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার যে এই নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতি নিচ্ছে তাও তিনি জানিয়ে দেন। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিবকে এই ঘটনায় তদন্ত করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতেও অনেকে জাতিগত শংসাপত্রের আবেদন জানিয়েছেন। সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখে ওই শংসাপত্রগুলি বিলি করতে হবে।

কারামন্ত্রীর হাজিরা নিয়ে জল্পনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রীসভার শেষ বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রীসভার বৈঠকে নির্ধারিত কয়েকটি 'অ্যাজেন্ডা'র বাইরে গিয়ে পুজোর মধ্যে সতীর্থ মন্ত্রীদের করণীয় বিষয়ে বার্তা ও নির্দেশ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তারই মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল মন্ত্রীসভার বৈঠকে কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার উপস্থিতি। বর্তমানে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির ইডির মামলায় অন্তর্বর্তী জামিনে রয়েছেন কারামন্ত্রী। মন্ত্রীসভার বৈঠকের একদিন পরই শনিবার বিচার ভবনের বিশেষ আদালতে আবার মন্ত্রীর জামিনের শুনানি। শুনানির পরে কারামন্ত্রীকে তাদের হেপাজতে নিতে ইডি জোর প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর। পুজোর আগে আবার রাজ্যের এক মন্ত্রী ইডির হাতে আটক হলে নিঃসন্দেহে তা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা আনবে। তা নিয়েই বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকের আগে নবান্ন প্রশাসনে জল্পনা ছড়াচ্ছে। কৌতূহল বাড়ছে ইডির হাতে কারামন্ত্রীর গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গ নিয়ে।

প্যান্ডেলের পথে দুর্গা প্রতিমা। বুধবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ভোটার লিস্টে পরিযায়ীদের চিহ্নিত করার নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : এসআইআর শুরুর আগেই জেলায় জেলায় পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্যতালাশ শুরু করল কমিশন। বুধবার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রাজ্যের জেলা শাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। বৈঠকে মূলত জেলায় জেলায় ভোটার তালিকার ম্যাচিং সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি নিয়েই জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়। সেখানেই ম্যাচিংয়ের সময় ভোটার তালিকায় থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন সিইও।

সদ্যসমাপ্ত বিহার এসআইআরে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। গোটা প্রক্রিয়াটাই সম্পূর্ণ হয়েছে মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে। এই নিয়ে শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, বিহারের ভোটার তালিকায় বেআইনি কিছু হয়ে থাকলে, তালিকা খারিজ করে দেবে আদালত। এরপরই আইন মেনে পদক্ষেপ করার ব্যাপারে সমস্ত আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এরাজ্যেও এসআইআর হলে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক তাঁদের ভোটাধিকার হারাবেন বলে আশঙ্কা করেছে তৃণমূল সহ বিরোধীরা। রাজ্য সরকারের হিসেবে এই মুহূর্তে অন্তত ৩০ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যের বাইরে কর্মরত। যদিও বেসরকারিভাবে এই সংখ্যা আরও অনেকটাই বেশি বলে দাবি রাজনৈতিক দলগুলির। এই পরিস্থিতিতে বুধবার রাজ্যের ভোটার তালিকায় থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের আলাদা করে চিহ্নিত করার নির্দেশকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নজর মৃতার মোবাইলে

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ৬ জনকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করল লালবাজার। মৃতার মোবাইল ফোনেও নজর রয়েছে তদন্তকারীদের। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের সায়েন্টিফিক উইং ও ফোটোগ্রাফি টিম ঘটনাস্থলের স্কেচ তৈরি করেছে। থ্রিডি ম্যাপিং করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে এবার একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ক্যাম্পাস চত্বর পরিষ্কার রাখতে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। তবে সিসিটিভি বসানো নিয়ে এখনও আপত্তি রয়েছে পড়ুয়াদের একাংশের। এদিনও ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। তবে তল্লাশির পরে একজোড়া জুতো পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ওই জুতো কার তা এখনও স্পষ্ট নয়। অনামিকার চশমা ও জুতোর এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। জানা গিয়েছে, এবার থেকে ২০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য নজর রাখবেন একজন করে অধ্যাপক। তাঁদের আচরণ, মানসিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন অধ্যাপকরা।

মহিলা ভোট দখলে পদ্মের লক্ষ্য বঙ্গে

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : '২৬-এ বাংলা দখলে মহিলা ভোটেই নজর বিজেপির। চলতি বছরের শেষে বিহারে নির্বাচন। আর আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ, অসম কেরল সহ দেশের ৫ রাজ্যে ভোট। যা বিজেপির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিনে 'সুস্থ নারী, শক্তিশালী পরিবার' নামে কেন্দ্রীয় প্রকল্প শুরু হল। রাজ্য বিজেপির দাবি, শুধু বিহার নয়, আগামীতে বাংলার ভোটেও মহিলা ভোট দলের ঝুলিতে টানতেই এই সিদ্ধান্ত।

কি লোকসভা, কি বিধানসভা যে কোনও নির্বাচনেই মহিলা ভোটদাতাদের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণও। লোকসভা ও বিধানসভায় মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের আইন চালু হয়েছে। সার্বিকভাবে মহিলা ক্ষমতায়নে যা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। এই পরিস্থিতিতে আগামীতে দেশের সমস্ত নির্বাচনেই মহিলা ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে সব রাজনৈতিক দলই। কেন্দ্রের শাসকদল হিসেবে এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপিও। সেই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫ বছরের জন্মদিনে দেশজুড়ে 'সুস্থ নারী, শক্তিশালী পরিবার' নামে অভিযান শুরু করল দল।

এই অভিযান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'বাড়িতে মা অসুস্থ হয়ে পড়লে গোটা পরিবারই নড়বড়ে হয়ে যায়। তাই দেশের স্বাস্থ্য মানে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য।' এর আওতায় স্বাস্থ্যমন্ত্রক দেশজুড়ে স্বাস্থ্য শিবির ও সরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা দেবে। মোদির কথায়, ২০৪৭-এ বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে আরও একধাপ এগিয়ে দেবে এই প্রকল্প।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্প এবং দলের তরফে অভিযান শেষপর্যন্ত দেশের মহিলাদের সুস্থতা ও শক্তিশালী পরিবার গঠনে কতটা সফল হবে তা জানা নেই। তবে মোদির জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে দেশের ৫ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের মুখে এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা ভোটকেই নিশানা করতে চাইছে বিজেপি, তা স্পষ্ট। এদিন তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে এরাজ্যেও। নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী মোদির জন্মদিন উদযাপনের অনুষ্ঠান করলেন গ্রামীণ সেবিকাদের সেবা প্রদান করে। অনুষ্ঠানে নিজের

> দেশের সংসদ ও বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের আইন করেছেন নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনায় ঘরের চাবির মালিক কোনও পুরুষ নয়, মহিলারাই।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

বিধানসভা কেন্দ্রের পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতির মতো সংস্থার দলীয় মহিলাদের সম্মান জ্ঞাপন করে শুভেন্দু বলেন, 'দেশের সংসদ ও বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের আইন করেছেন নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রীয় আবাস যোজনায় ঘরের চাবির মালিক কোনও পুরুষ নয়, মহিলারাই।' তবে রাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে অস্বস্তি থেকেই গিয়েছে।

একুশের ভোটে রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছিল মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। তা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশে 'লাডলি বহেনা' থেকে শুরু করে ওড়িশার 'সুভদ্রা যোজনা'র মাধ্যমে মহিলা মন জয়ের চেষ্টা চালিয়েছে বিজেপি। বুধবার কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘরেও শুরু হল সেই প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বললেন, 'আজকের দিন কোনও রাজনৈতিক দিন নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাফল্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরার দিন।'

সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের 'কবিগুরু কাপ'

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপের আয়োজন করেছিল বঙ্গ বিজেপি। মূলত যুবসমাজকে কাছে টানাই ছিল তাদের লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শাসকদল অবশ্য আগে থেকেই বিবেকানন্দ কাপের ঘোষণা করেছে। পিছিয়ে থাকল না বামেরা। বিজেপি ও তৃণমূলের ধাঁচেই সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের তরফে 'কবিগুরু কাপ' আয়োজনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাদেরও উদ্দেশ্য, বুথ স্তর থেকে প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করা।

১১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর, ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে তিন মাস ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। রাজ্যের ২৩ জেলার প্রতিটি থেকে ৮টি করে দল নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে। পালটা স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ্যজুড়ে নরেন্দ্র কাপের আয়োজন করেছিল বিজেপি। যা শেষ হয়েছে বুধবার। একইরকমভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে মজেছে বঙ্গ সিপিএমের ছাত্র সংগঠন। জানা গিয়েছে, পুজোর পরেই অর্থাৎ নভেম্বর মাসে বিশ্বভারতীর মাঠ থেকে এই কর্মসূচির আয়োজন করবে তারা।

ইতিমধ্যেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের তাদের এই কর্মসূচিতে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছে তারা। রাজনৈতিক মহলের মতে, বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ফুটবল। এতে যুব সম্প্রদায়ের আগ্রহ যে মাত্রাছাড়া তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তৃণমূল ও বিজেপি ছাত্র-যুবদের কাছে টানতেই মাঠে নেমেছে সিপিএম।

এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি বলেন, 'সুকান্ত শতবর্ষ ও কাজী নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এই কবিগুরু কাপের আয়োজন করছি। ব্লক স্তর থেকে প্রতিভা যাতে উঠে আসে। এই সরকারের আমলে খেলার মাঠ, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় সব রসাতলে যাচ্ছে।'

ডাক্তারি পড়বেন মালদার প্রশান্ত

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের ছাড়পত্রে এবার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা নিয়েও ডাক্তারি পড়বেন মালদার প্রশান্ত মণ্ডল। পোলিওর কারণে ছোট থেকে দুই হাত ক্ষমতাহীন তাঁর। দু'হাতে তিনটি করে আঙুল তাঁর। তা নিয়েই উচ্চমাধ্যমিক ও নিট দিয়েছিলেন প্রশান্ত। সেই আঙুলে ছুরি, কাঁচি ধরবেন কী করে? কিন্তু বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশে তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে। এসএসকেএম হাসপাতাল তাঁর শারীরিক বিষয়ের মূল্যায়ন করে জানিয়ে দেয়, তিনি ডাক্তারি পড়ার জন্য উপযুক্ত নন। তবে নিটে তাঁর ফলাফল ছিল চোখধাঁধানো। তা সত্ত্বেও মেডিকেলে পড়ার জন্য ভেরিফিকেশনের দরজা খুলছিল না। এসএসকেএম হাসপাতালের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। বিচারপতি দ্বিতীয়বার তাঁর শারীরিক অক্ষমতা মূল্যায়ন করে মুম্বই এইমসকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুধবার সেই রিপোর্ট জমা দিয়েছে এইমস। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে তাঁর শারীরিক অক্ষমতা বাধা হবে না। তার পরেই বিচারপতি নির্দেশ দেন, বিশেষ সংরক্ষণের সুযোগ দিয়ে ডাক্তারি পড়ার ভেরিফিকেশনে বসতে পারবেন প্রশান্ত। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এর আগেও একজনের ক্ষেত্রে এসএসকেএম ছাড়পত্র দেয়নি। তখন দিল্লির হাসপাতাল সেই ছাড়পত্র দিয়েছিল। এখন আবার মুম্বই এইমস ছাড়পত্র দিল। এই দ্বিমত হচ্ছে কেন? এসএসকেএম কি সবার থেকে ওপরে?' আপাতত প্রশান্ত ডাক্তারি পড়ার ভেরিফিকেশনে বসার সুযোগ পেয়েছেন।

নিজের গাড়িকে পুজো করছেন ট্যাক্সি ড্রাইভার। বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে। বুধবার। -পিটিআই

ইস্তফা নয়নার

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কসবা কাণ্ডের পর উপাধ্যক্ষা পদে আর থাকতে চান না। এই মর্মে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেবের কসবার বাসভবনে গিয়ে ইস্তফা দিয়েছেন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের উপাধ্যক্ষা নয়না চট্টোপাধ্যায়। কলেজ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত জরুরি বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানেই নয়নার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হবে কি না সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।জুন মাসে কলেজ চত্বরে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় কলেজেরই এক প্রাক্তনী তথা তৃণমূল ছাত্র নেতা। ওই ঘটনায় নয়নার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পড়ুয়াদের একাংশ। নয়না জানিয়েছেন, কলেজে কাজ করতে গিয়ে প্রচুর মানসিক চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই পরিচালন সমিতির সভাপতির কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন তিনি।

রোজগেরে স্ত্রীও খোরপোশের অধিকারী

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : স্ত্রী উপার্জনকারী হলেই তাঁকে ভরণপোষণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা স্বামীর সামাজিক, আইনি, নৈতিক দায়িত্ব। বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, 'স্বামী উপার্জন করতে সক্ষম হলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়ার আইনি বাধ্যবাধ্যকতা অস্বীকার করতে পারেন না। স্ত্রী তাঁর জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম উপার্জন করলেও স্বামী ভরণপোষণের বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেন না।'

ওই দম্পতি ২০১২ সালে বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে বিয়ে করার পরও আলাদা থাকতেন। স্বামী তাঁর স্ত্রীর বাপের বাড়িতে প্রায়শই আসতেন। স্বামীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতেন স্ত্রী। কিন্তু কর্ণপাত করতেন না স্বামী। ২০১৩ সালের অগাস্ট মাসে স্বামী জানান, কলকাতার বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। স্ত্রী তাঁকে পানাগড়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোক তাঁকে মিউচুয়াল ডিভোর্সের জন্য চাপ দিতে থাকে বলে অভিযোগ। এরপর স্বামী বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন।

জানা গিয়েছে, স্ত্রী মাসিক ১০ হাজার টাকা ভরণপোষণের দাবি করেছিলেন। তবে স্বামী তা দিতে অস্বীকার করেন। নিম্ন আদালতে স্বামী জানান, তিনি বেকার। এই প্রেক্ষিতে নিম্ন আদালত স্ত্রীর খোরপোষের আর্জি খারিজ করে দেয়। তারপরে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্ত্রী। বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্বামী বিশেষভাবে সক্ষম নন। তাই স্ত্রীকে তাঁর প্রাপ্য জীবনযাত্রা থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না তিনি।'

আদালতের উন্নতি খাতে কত বরাদ্দ, প্রশ্নে মুখ্যসচিব

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্ট ও রাজ্যের নিম্ন আদালতগুলির উন্নয়নমূলক কাজ টাকার অভাবে আটকে থাকায় মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের থেকে জবাব তলব করেছিল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের চাপে পড়ে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়ে শেষমেশ টাকা বরাদ্দের কথা জানালেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বাকি বকেয়া প্রকল্পগুলি নিয়ে রাজ্যের কী পদক্ষেপ, তা জানাতে আরও সাতদিন সময় চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

বুধবার মুখ্যসচিব ডিভিশন বেঞ্চকে জানান, আদালতের উন্নতির খাতে ২১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ২০৪ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গিয়েছে। তবে তাঁর এই জবাবে সন্তুষ্ট নয় ডিভিশন বেঞ্চ। আরও ৫৩টি প্রকল্পের কথা রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছিল। এই বিষয়ে রাজ্যের অবস্থান কী তা জানতে চাইছে কলকাতা হাইকোর্ট। মুখ্যসচিব সাতদিন সময় চেয়েছেন।

বিচারপতি দেবাংশু বসাক মন্তব্য করেন, 'প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ছিল। আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাও শেষ হয়ে গিয়েছে। অথচ নতুন টাকা দেওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।' বিচারপতি বলেন, 'পেপারলেস ফাইলসের কাজ ফেব্রুয়ারি থেকে থমকে রয়েছে। হাইকোর্ট ও জেলা আদালতগুলিতে কর্মচারীর অভাব রয়েছে। এর আগে রাজ্য প্রশাসনিক বৈঠকে জানিয়েছিল, এই সংক্রান্ত কাজের জন্য দুজন অফিসারকে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু এখনও সেই বিষয়ে কেন পদক্ষেপ করা হয়নি। গত দশ বছর ধরে রাজ্যে পে কমিশন নেই। আপনারা এতদিন কী কাজ করেছেন? আপনারা কী পাঠিয়েছেন, আর কী অনুমোদিত হয়েছে তা সম্পর্কে খোঁজ নেব? বকেয়া কাজ কবে শেষ হবে?' সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের প্রসঙ্গ তুলে ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলারা বিশেষ কিছু সুবিধা পান। কর্মরত মায়েদেরও কিছু সুবিধা দিতে হয়। জেলা আদালতগুলির ক্ষেত্রে কী করেছেন।' মুখ্যসচিবের বক্তব্য, প্রয়োজনে নজরদারি দিয়ে সমস্ত বকেয়া কাজ অবিলম্বে শুরু করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টে কিছু মামলা বিচারাধীন থাকায় এই কাজগুলিতে দেরি হচ্ছে। ২০২৪ সালে রাজ্যের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য তা না দেওয়ায় আদালতে অনেক জায়গায় পর্যাপ্ত ইন্টারনেট পরিষেবা নেই। সিসিটিভিও চাওয়া হয়েছিল। সেক্ষেত্রেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। হাইকোর্টের বিল্ডিং কমিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ৫৫টি প্রকল্পের জন্য ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা দেয়নি রাজ্য। আরও ৩০টি প্রকল্পের ৪ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। মুখ্যসচিবের উদ্দেশে ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'সমস্ত বিষয়টা নিশ্চিত করুন। পরবর্তী শুনানিতে যেন আর আপনাকে ডাকতে না হয়।'

জেমিনিতে মিলায় ট্রেন্ড, বিপদের শঙ্কাও

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ধরুন, আপনি ফেসবুক খুললেন কিংবা কারও হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাস দেখছেন। হঠাৎ চমক লাগল। এটা আবার কে রে বাবা! চেনা মানুষের সঙ্গে মিল রয়েছে বটে, কিন্তু এত বদল? পুরো তারকাখচিত রূপ! এতটা ভোল বদল কি আদৌ সম্ভব? আবার কখনও দেখছেন, সত্যি একজন তারকাকে জড়িয়ে ছবি তুলেছে আপনারই এক বন্ধু। বুকের কোণটা চিনচিন করে উঠল, রাগে-হিংসায়। মনে মনে ভাবলেন, যা বাবা! এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা! আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আপনার বন্ধু একা একাই চলে গেল ছবি তুলতে! কিন্তু না, আপনি ভুল। একটু খোঁজ করলেই বুঝবেন, পুরো বিষয়টাই একটা 'আইওয়াশ'। সবটাই বাবা জেমিনির 'চরণে সেবা লাগে'।

জেমিনি নামক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দয়ায় সুন্দর তো হচ্ছেন বটে, কিন্তু জানেন বিপদ কতটা? আইনজীবী অর্কপ্রতিম চৌধুরীর মত, 'নিমেষে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করে দিতে পারে এই ট্রেন্ড। আমরা কেউ জানি না, এআই পরিচালনা করছে কে বা কোথায় সংরক্ষিত হচ্ছে তথ্যগুলি। ন্যানো ব্যানানার যে সিন্থ আইডি রয়েছে, তা ক্র্যাক করাও অসম্ভব। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যে কোনও মহিলার ছবি এডিট করে জুড়ে তাঁদের ব্ল্যাকমেল করতে পারে। ছবির অপপ্রয়োগ বা ভুল ব্যাখ্যা করে অনায়াসে ফাঁসিয়ে দেওয়া সম্ভব।' গবেষণা বলছে, এই জেমিনির নতুন মডেল 'ন্যানো ব্যানানা'র 'এআই শাড়ি', 'থ্রিডি ফিগারিন' ও 'হাগ মাই ইয়ংগার সেলফ'-এর ট্রেন্ডে সব থেকে বেশি গা ভাসাচ্ছে জেন জেড, জেন আলফা ও মিলেনিয়াল জেনারেশন। এই তিন জেনারেশনেরই পরিচিত মুখ প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটার

ম্যানেজার শান্তনু নাইডু। ভারতীয় নারীদের খানিকটা ব্যঙ্গ করেই সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিওতে তাঁর বার্তা, শাড়ির দেশে থেকে সেই শাড়ি পরা ছবি এআই দিয়ে বানানো মানে নিজস্বতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া।

ঘিবলির পর এআইয়ের এখন নতুন হাতছানি 'ছোট্ট টিপ, হালকা লিপস্টিক আর যামিনী' থুড়ি জেমিনি। তবে এক্ষেত্রে টিপ, লিপস্টিক, কাজল কিছুই পরতে হয় না। ম্যাগির মতোই 'দু-মিনিটে' লিখে ফেলতে হয় প্রম্পট।

তারপরেই ছবি দিলে সাজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছে জেমিনি। পছন্দের ব্যক্তিত্ব কিংবা নিজের ছোটবেলার চেহারাকে কোলে নিয়েও বানিয়ে দিচ্ছে সুন্দর মুহূর্ত। সমাজমাধ্যমে বাবার সঙ্গে ঠিক একইভাবে জেমিনির মাধ্যমে ট্রান্সফর্ম করা একটি ছবি পোস্ট করেছেন রাজ নাথ। বললেন, '৫ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। একটাও ছবি তোলার সুযোগ হয়নি। ২৩ বছর বয়সে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরা ছবি এডিট করতে পারলাম জেমিনির জন্য। ছবিটা দেখে কেঁদে ফেলেছিলাম। জানি, নিরাপত্তা সংকট রয়েছে। কিন্তু এমন সুযোগ হাতছাড়া করা অসম্ভব।' প্রযুক্তিবিদ সৌম্যক সেনগুপ্তেরও মত, এক্ষেত্রে কপিরাইট লঙ্ঘনের বিষয়টি গুরুতর। তাছাড়া ডিপফেকের বাড়বাড়ন্ত নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। আইনজীবীদের পরামর্শ, সন্দেহজনক কোনও প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য শেয়ার না করাই ভালো।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১ আশ্বিন ১৪৩২

বঙ্গে কংগ্রেসের উদ্যোগ

বেশ কিছুদিন যাবৎ খবরের শিরোনামে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস। সমাজমাধ্যম থেকে মাঠ-ময়দান, সর্বত্র কংগ্রেসের উপস্থিতি উপলব্ধি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় এখনও দলের প্রভাব আছে বলে সারাবছরই কংগ্রেসের কর্মসূচি থাকে। পুরুলিয়া, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় এখনও কংগ্রেস শিবরাত্রির সলতের মতো টিকে রয়েছে। কিন্তু কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় ইদানীং কংগ্রেস একের পর এক কর্মসূচি নেওয়ায় মনে হতেই পারে যে, বর্তমান প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের হাত ধরে মরা গাঙে জোয়ার আসছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে দলের একাধিক কমিটি গঠন করে দিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। প্রদেশ কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল। সেই পর্ব মিটতে না মিটতে প্রাক্তন সিপিএম নেতা তথা সিএএ-এনআরসি আন্দোলনের অন্যতম মুখ প্রসেনজিৎ বসুকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে কংগ্রেস। তাঁকে দলে স্বাগত জানাতে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন আরও এক প্রাক্তন বাম ছাত্র নেতা কানহাইয়া কুমার।

ভোট চুরি নিয়ে রাহুল গান্ধির নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির আঁতাতের অভিযোগের জেরে পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে গণস্বাক্ষর অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়েও সরব কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র বাছাইয়ে রাজ্যজুড়ে ট্যালেন্ট হান্ট কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বিধানসভায় একজন সদস্য না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের এই সক্রিয়তা চোখে পড়ছে।

কংগ্রেস দীর্ঘ সময় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় ছিল। ২০১১ সালে ৩৪ বছরের বামদুর্গের পতনের সময় তৃণমূলের অন্যতম প্রধান মিত্র ছিল হাত শিবির। পালাবদলের পর সামান্য সময়ের জন্য রাজ্যে সরকারি ক্ষমতাও জুটেছিল তাদের ভাগ্যে। কিন্তু ২০১২ সাল থেকে কংগ্রেস এরাজ্যে বিরোধী আসনে। ২০১৬-র ভোটে বামেদের সঙ্গে জোটের দৌলতে বিরোধী দলনেতার পদও জুটেছিল কংগ্রেসের। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে সেই খড়কুটোটুকুও হাতছাড়া হয়।

প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সরিয়ে দেওয়ার পর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কংগ্রেসের সক্রিয়তা শুরু হয়েছে। তবে তাতে আগামী বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের একেবারে নীচু স্তরের সংগঠনে কতটা প্রভাব পড়বে, সেটা নিশ্চিত নয়। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক ক্ষমতার নিরিখে তৃণমূল এবং বিজেপি অনেকটা এগিয়ে। এই দুটি দল বর্তমানে রাজ্য এবং কেন্দ্রের ক্ষমতায়।

অপরদিকে, রাজ্যের মসনদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ১৪ বছর পরেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত বুথে টিমটিম করে হলেও টিকে রয়েছে সিপিএম। নির্বাচনি প্রচার থেকে শুরু করে ভোটগণনা পর্যন্ত লালঝান্ডাধারীদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। রাজনৈতিক মতাদর্শ, অ্যাজেন্ডা, প্রচারের অভিমুখ নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত বাম দলগুলির সংগঠনকে মজবুত করার নিরন্তর প্রয়াস আছে। নানাবিধ পন্থায় মানুষের সঙ্গে জনসংযোগও করে তারা। এই কাজে অতীতের মতো এখনও বামেদের গণসংগঠনগুলি কার্যকর ভূমিকা নেয়।

কিন্তু মালদা, মুর্শিদাবাদের বাইরে কংগ্রেসকে সেভাবে বুথে বুথে সংগঠন বাড়ানোর কাজে দেখা যায় না। বাংলার মতো বিহারেও বহুদিন ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে রয়েছে কংগ্রেস। আরজেডি'র বি-টিম হিসেবে তাদের সেখানে কাজ করতে হয়। তারপরও বিহারে 'নকরি দো পলায়ন রোকো যাত্রা' এবং 'ভোটার অধিকার যাত্রা'-র আয়োজন করে নীচুতলার কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

রাহুল সহ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব তাতে শামিল হয়েছিল। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, ওডিশা- কংগ্রেসের নজরে থাকা রাজ্যের তালিকা কম নয়। পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেস স্বপ্নের ইমারত তৈরির ব্রত নিয়েছে ঠিকই। কিন্তু ভঙ্গুর ও দুর্বল বুনিয়াদের ওপর বহুতল গড়া সম্ভব নয়। যে কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের সাড়া পেতে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন সবার আগে।

অমৃতধারা

বেদান্ত বলে, দুর্বলতাই সংসারের সমস্ত দুঃখের কারণ, দুর্বলতাই দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্বল বলেই এত দুঃখভোগ করি। আমরা দুর্বল বলেই চুরি- ডাকাতি মিথ্যে জুয়াচুরি বা অন্যান্য পাপ করে থাকি। দুর্বল বলেই আমরা মৃত্যুমুখে পড়ি। যেখানে আমাদের দুর্বল করবার কিছুই নেই, সেখানে মৃত্যু বা কোনওরকম দুঃখ থাকতে পারে না। আমরা দুঃখবোধ করছি একটি মহাভ্রান্তির জন্য। সেই ভ্রান্তিটি ত্যাগ করো, সব দুঃখ চলে যাবে। ভক্তি তোমার ভিতরে রয়েছে, কেবল তার উপর কাম-কাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে আছে। ওই আবরণটা সরিয়ে দিলে সেই ভিতরকার ভক্তি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। ভক্তি খুব বড় জিনিস, কিন্তু এতে নিরর্থক ভাবপ্রবণতা এসে আসল জিনিসটাই নষ্ট হবার যথেষ্ট ভয় আছে।

-স্বামী বিবেকানন্দ

নগরায়িত বাঙালির বার্ধক্য এবং সংকট

সন্তানহীন সমাজে 'জিনগত ক্ষয়'-এর যে কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন তা কিন্তু কল্পনা নয়, বাস্তবে ভয়ের কারণ।

রণধীর চক্রবর্তী

ছবি - এআই

নির্জন বারান্দা, নিঃসঙ্গ দুপুর আর একরাশ উদ্বেগ নিয়ে কাটানো মুহূর্ত। কলকাতা সহ শহুরে পশ্চিমবঙ্গের এই ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। শহুরে বাঙালির ভবিষ্যৎ কি তবে এভাবেই বার্ধক্যের দীর্ঘশ্বাসে বিলীন হয়ে যাবে? আজকের নগর বাঙালির সমাজচিত্রে যে পরিবর্তন ক্রমে ঘনিয়ে আসছে, তা শুধু জনসংখ্যার স্খলন নয়, তা একধরনের জৈব-সাংস্কৃতিক ক্ষয়ের পূর্বাভাসও। কলকাতা সহ শহুরে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র যে ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা হল, মানুষ দেরিতে বিয়ে করছেন, বহু দম্পতি সন্তান নিচ্ছেন না, আর যাঁরা সন্তান নিচ্ছেন, তাঁরাও একটির বেশি নিতে রাজি নন। এই প্রবণতা যদি চলতে থাকে, তবে আমরা এক ভবিষ্যৎ জিনগত সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছি। শুধু সাংস্কৃতিক শৈথিল্য নয়, একটি বার্ধক্যগামী সমাজ গড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

বিয়ের বয়স বাড়ছে, সন্তান হচ্ছে কম, এই সমস্যা কীভাবে জিনগত সংকট তৈরি করছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে বৈজ্ঞানিক মহলে। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (২০১৯-'২১)-এর তথ্য বলছে, শহরাঞ্চলের বাঙালি সমাজে বিয়ের গড় বয়স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ বছর বা তারও বেশি। এই 'লেট ম্যারেজ'-এর ফলে প্রজননকাল কমে যাচ্ছে। তদুপরি, সন্তান নিতে চাওয়ার আগ্রহও অনেকের মধ্যে কমে গিয়েছে। একই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রজনন হার এখন ১.৬, যা প্রজন্ম পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ২.১-এর অনেক নীচে। কলকাতার মতো শহরে তা আরও কম, প্রায় ১.২-এর আশপাশে। এই হার জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো জনসংখ্যার সংকটে ভোগা দেশের সমতুল্য।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তথ্য বলছে, কলকাতা (১.২), হাওড়া (১.৩), উত্তর ২৪ পরগনা (১.৪) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা (১.৩) - এই শহরাঞ্চলগুলিতে প্রজনন হার সবচেয়ে কম। অর্থনৈতিক জরিপ অনুযায়ী, একটি শিশুর লালনপালনে কলকাতায় বছরে গড়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়, যা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য বিশাল আর্থিক চাপ। সেই চাপের কথা ভেবেই প্রজনন থেকে পিছিয়ে আসছেন বহু দম্পতি। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'- এটাই মধ্যবিত্ত বাঙালির চিরকালের চাওয়া। সন্তানের সেই ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে না পারার আশঙ্কাই বার্ধক্যগামী সমাজ গড়ার প্রথম ধাপ তৈরি করছে।

'এক সন্তান' বা 'সন্তানহীনতা'। বর্তমান প্রজন্মের শহুরে বাঙালিদের একাংশ মনে করছে, সন্তান নেওয়া মানেই জীবনের গতি থেমে যাওয়া। সন্তান মানে কেরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, আর্থিক চাপ এবং পারিবারিক পরিসরের সংকোচন। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে অনেকেই হয় সন্তান নিচ্ছেন না, নয়তো কেবলমাত্র একটি সন্তানেই সীমাবদ্ধ থাকছেন। এই প্রবণতার সামাজিক প্রভাব হচ্ছে- পারিবারিক কাঠামোর সংকোচন, বয়সভিত্তিক ভারসাম্যের অভাব, এবং ভবিষ্যতে সহযোগী প্রজন্মের অনুপস্থিতি।

সন্তানহীন সমাজে 'জিনগত ক্ষয়'-এর যে কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন তা কিন্তু কল্পনা নয়, বাস্তবেই ভয়ের কারণ। 'জিনগত ক্ষয়' মানে, শুধুমাত্র সন্তান কম হওয়ার জন্য জনসংখ্যা কমে যাওয়া নয়, সমস্যা আরও গভীরে। এর অর্থ, সংস্কৃতি ও রক্তরেখার বিচ্ছিন্নতা। কারণ, নতুন প্রজন্ম অনুপস্থিত। বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সৃজনশীল উত্তরাধিকারের অন্তর্ধান। কারণ, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল নাগরিকরাই সন্তান নিচ্ছেন না। এর অর্থ ভবিষ্যতে সামাজিক বৈচিত্র্য ও স্থিতিশীলতা হ্রাস, যা একটি সমাজকে জীবিত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক।

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালির মতো দেশ, এমনকি কেরলের মতো রাজ্যও দেখিয়ে দিয়েছে— একবার জনসংখ্যা হ্রাসের হার নীচে নেমে গেলে, তা ফেরানো প্রায় অসম্ভব। সরকার যতই উৎসাহভাতা দিক, যতই নীতি আনুক— যদি সমাজ নিজে সচেতন না হয়, এই ধারা আর বদলায় না। কেরল, যার মানব উন্নয়ন সূচক ভারতে সর্বোচ্চ, সেখানেও একই পরিস্থিতি। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (২০১৯-'২১) অনুযায়ী কেরলের মোট প্রজনন হার ১.৮, যা প্রতিস্থাপন হারের (২.১) নীচে। শহরাঞ্চলে তা আরও কম, প্রায় ১.৫। কেরলের মোট জনসংখ্যার ১২.৬ শতাংশের বয়স বর্তমানে ৬০ বা তার বেশি, যা জাতীয় গড় বয়সের (৮.৬ শতাংশ) অনেক উপরে। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৮.৫ শতাংশ (২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)। কিন্তু বর্তমান প্রবণতায় তা দ্রুত বাড়ছে।

কেরল সরকার 'জননী জন্ম রক্ষা যোজনা' চালু করেও প্রজনন হার বৃদ্ধি ঘটাতে পারেনি। এমনকি সেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেও সন্তানহীনতা ও একসন্তান নীতি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এটি প্রমাণ করে যে, উচ্চশিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একা জনসংখ্যা সংকট রোধ করতে পারে না; বরং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। পশ্চিমবঙ্গ যদি কেরলের পথ অনুসরণ করে, তবে তার পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে, কারণ বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত পরিচয় কেরলের চেয়ে অনেক বেশি বিপন্ন।

জনসংখ্যা সংকটের পেছনে আর্থিক চাপ অবশ্যই একটি বড় কারণ। আধুনিক শিক্ষার খরচ, স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় এবং শহরে বসবাসের উচ্চ ব্যয় অনেক দম্পতিকেই সন্তান নেওয়া থেকে বিরত রাখছে। কিন্তু এই আর্থিক যুক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে এক ধরনের ভোগবাদী মানসিকতা। আমরা আজ সন্তানকে আর সম্পদ হিসেবে দেখছি না, বরং ব্যয় হিসেবে দেখছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেখানে সন্তানকে দেখতেন পরিবারের বৃদ্ধি, সমাজের ভবিষ্যৎ এবং বার্ধক্যের ভরসা হিসেবে, আধুনিক শহুরে বাঙালি সন্তানকে দেখছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অন্তরায় হিসেবে।

নগর বাঙালির আত্মপরিচয় দীর্ঘদিন ধরে বুদ্ধি, সংস্কৃতি ও যুক্তির আশ্রয়ে গঠিত হয়েছে। আজ সেই সমাজ যদি চুপিসারে নিজেকে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে দেয়, তবে তা একটি সভ্যতার অবসান হিসেবেই দেখা হবে। চুপ করে থাকলে শুধু জনসংখ্যা নয়, বাঙালি সমাজের আত্মা হারিয়ে যাবে। এখনই সময় ভাবার। সমাধান জোর করে নয়— দরকার সামাজিক চেতনা, পারিবারিক মূল্যবোধের পুনরাবিষ্কার, এবং এমন একটি সমাজ গড়ার ইচ্ছা যেখানে সন্তান নেওয়া শুধুমাত্র দায় নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষার দায়িত্বও হবে।

এই জনসংখ্যা সংকটের পেছনে আর্থিক চাপ অবশ্যই একটি বড় কারণ। আধুনিক শিক্ষার খরচ, স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় এবং শহরে বসবাসের উচ্চ ব্যয় অনেক দম্পতিকেই সন্তান নেওয়া থেকে বিরত রাখছে। কিন্তু এই আর্থিক যুক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে এক ধরনের ভোগবাদী মানসিকতা। আমরা আজ সন্তানকে আর সম্পদ হিসেবে দেখছি না, বরং ব্যয় হিসেবে দেখছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেখানে সন্তানকে দেখতেন পরিবারের বৃদ্ধি, সমাজের ভবিষ্যৎ এবং বার্ধক্যের ভরসা হিসেবে, আধুনিক শহুরে বাঙালি সন্তানকে দেখছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অন্তরায় হিসেবে।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শিশু লালনপালনে সামাজিক সহায়তা দেওয়া জরুরি। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের মনে করতে হবে যে সন্তান শুধু ব্যক্তিগত সুখের বিষয় নয়, এটি একটি সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্বের প্রশ্ন। বাঙালি সমাজ যদি এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে না পারে, তবে আগামী কয়েক দশকে আমরা এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হব যেখানে বৃদ্ধাশ্রম আর একাকিত্ব হবে আমাদের নিয়তি। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা, আমাদের উৎসব-পার্বণ, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য— সবই হারিয়ে যাবে ক্রমে ক্রমে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে, পরিবার গঠনের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে হবে, যাতে বাঙালি সমাজ তার হাজার বছরের ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে যেতে পারে।

বাঙালি সমাজের ভবিষ্যৎ যদি বৃদ্ধাশ্রম, একাকিত্ব ও প্রজন্মহীনতায় পূর্ণ হয়, তবে তা আত্মসন্তুষ্টির নয়, আত্মবিনাশের সূচক।

(লেখক বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজির শিক্ষক)

আজ

১৯৫০

অভিনেত্রী শাবানা আজমির জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৬

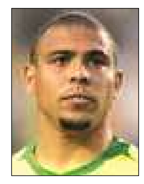

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি ব্রাজিলীয় ফুটবলার রোনাল্ডো।

আলোচিত

ঈশ্বর স্বয়ং নরেন্দ্র মোদিকে দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অবতার হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমি কখনও এমন নেতা দেখিনি, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আমি তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। আমি চাই, স্বাধীনতার ১০০তম বছর অর্থাৎ ২০৪৭ পর্যন্ত মোদিজি দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকুন।

- মুকেশ আম্বানি

ভাইরাল/১

গল্পের গোরু গাছে ওঠে। এবার গোরুর ৬০ ফুট উঁচু জলের ট্যাংকে ওঠার ভিডিও ঝড় তুলছে। আজমেরে পথভ্রষ্ট গোরুটি জলের ট্যাংকে উঠে পড়ে। তাকে নামাতে কালঘাম ছুটে যায়। ক্রেন এনে গোরুটিকে উদ্ধার করা হয়।

ভাইরাল/২

উত্তরাখণ্ডে বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাকবলিত। নদীর জল বয়ে চলেছে তীব্র গতিতে। সেই জলে আটকে পড়ে একজন বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে পড়েন। নীচ দিয়ে জলের তীব্র স্রোত বয়ে চলেছে। জিপলাইন দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

জনমত

ভাগ্যের চাকা ঘুরবে আশায় ৩,৭১৯ জন কম্পিউটার শিক্ষক

একই রাজ্যে একই কাজ করে এক দল সোনার চামচে মুখে অন্ন তুলছে, আরেক দল 'বঞ্চিত' থেকে সেই অন্নের জোগান দিতে হিমসিম খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। একই কাজ করে এক দল সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে হাঁটছে রোজ, আরেক দল মুখে ক্লান্তি মনে অবসাদ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ধুঁকছে প্রতিদিন। একই পেশায় কেউ কেউ আনন্দমুখর দিনগুলোতে পরিবার পরিজন নিয়ে হাসিমুখে ঘুরছে রোজ, আরেক দল চোখে জল নিয়ে সইছে যন্ত্রণা। সব দপ্তরের কর্মীদের কাছে বিভিন্ন সুখবর এলেও তাঁদের কোনও খবরে 'সু' বিশেষণটি বসানোর সুযোগ আসে না। দিনের পর দিন তাঁরা এভাবেই বঞ্চিত।

কথা হচ্ছে কম্পিউটার শিক্ষকদের নিয়ে। যেখানে এক পেশায় কাজ করে ৫,৬৯১ জন কম্পিউটার শিক্ষক চাকরির সুনিশ্চয়তা, বর্ধিত বেতন কাঠামো সমেত ফেস্টিভাল বোনাস এবং ছুটির সবরকম সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন, সেখানে ৩,৭১৯ জনের ভাগ্যে জুটছে যৎসামান্য ভাতা, যা দিয়ে তাঁদের গাড়িভাড়া মেটাতে হিমসিম খেতে হয়, সেখানে সংসার চালানোর ভাবনা তো দূর অস্ত।

২০২২ সালে এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ষষ্ঠ এবং সপ্তম পর্যায়ে নিয়োগ করা হলেও আজও তাঁদের সরকারিকরণ হয়নি। এর আগে অর্থাৎ প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যায়ের মধ্যে যেসব কম্পিউটার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়োগ করা হয়েছিল, সরকার তাঁদের ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকারি আওতায় নিয়ে আসে। ফলে সেই অনুযায়ী রাজ্যে যখন আবার একবার বিধানসভা নির্বাচনের সময় এসেছে তখন এই বঞ্চিত ৩,৭১৯ জন কর্মী আশায় বুক বেঁধেছেন এই ভেবে যে, হয়তো এবার তাঁদের ভাগ্যের চাকা ঘুরতে পারে।

কবির ভাষায়, 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' এই রুটির সন্ধানে প্রতিনিয়ত এই বঞ্চিত ৩,৭১৯ জনকে ঝলসাতে হয় অভাব, অনটন, অসম্মান আর আত্মগ্লানির আগুনে। তাঁরা কেউ জানেন না তাঁদের এই আর্তনাদ কবে মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছাবে, কবে এই বঞ্চিত ৩,৭১৯ জন কম্পিউটার শিক্ষক তাঁর স্নেহাশিসের ভাগীদার হতে পারবেন?

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আবেদন, আপনি ওই শিক্ষকদের এই করুণ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন, ৩৭১৯টি পরিবারকে বাঁচান।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ইংরেজি উচ্চারণ ও আদ্যিকালের আদিখ্যেতা

অনুপর্ণা না হয় ভারতীয় 'অ্যাকসেন্টে' ইংরেজি বলেছেন, মার্কিনিরা তো ইংরেজি বানান নিজেদের মতো বানিয়ে নেন।

তন্ময় দেব

পুরুলিয়া তথা বাংলার মেয়ে অনুপর্ণা রায় প্রথম ভারতীয় চিত্রপরিচালক হিসেবে তাঁর ছবি Songs of Forgotten Trees-এর জন্য ৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সিনেমার নাম উজ্জ্বল করলেন, অথচ তাঁর এই সাফল্যকে উদযাপনের পরিবর্তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল অনুপর্ণার ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে হাসিঠাট্টা করা।

অবশ্য এই ধারা নতুন নয়। দুশো বছর ধরে ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকতে থাকতে এবং ইংরেজি ভাষা ও তার বিশেষ কায়দায় উচ্চারণ শুনতে শুনতে তা আমাদের অস্থিমজ্জা ও মস্তিষ্কে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছে যে, নিজেকে 'এলিট' প্রমাণ করতে কেউ পিছপা হন না। অথচ মানুষ ভুলে গিয়েছেন, ইংরেজি আদতে একটি ভাষা, ঠিক যেমন বাংলা, হিন্দি, তামিল অথবা তেলেগু। যার মাধ্যমে মনের সব ভাবই প্রকাশ করা যায়। ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর সঙ্গে আদৌ এর কোনও যোগাযোগ নেই।

তবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা আদৌ সম্ভব কি না, সেবিষয়ে জার্মানি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী জার্মান ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা হয়ে চলেছে। ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে অনুপর্ণা খুব স্পষ্ট উচ্চারণে নিজের বক্তব্য রেখেছেন। মঞ্চে উপস্থিত সকলেই যে তাঁর কথা বুঝতে পেরেছেন, ভিডিওটি দেখলে সেটা বোঝা যায়। একজন বাঙালি তাঁর মাতৃভাষাকে ঠিক যেভাবে উচ্চারণ করেন, সেই ধারা ও বাচনভঙ্গি মেনে তাঁর অন্য ভাষার উচ্চারণই স্বাভাবিক।

কই ব্রিটিশরা যখন হিমালয়কে 'হিমালয়া' কিংবা রামায়ণকে 'রামায়ণা' উচ্চারণ করেন, তখন তো কেউ হাসিঠাট্টা করেন না, নাক সিঁটকান না। কোনও বিরোধিতা তখন শোনা যায় না। অন্য রাজ্যের ভিন্ন ভাষাভাষী নেতা, মন্ত্রীর দলীয় রাজনীতির প্রচারে কিংবা সরকারি কর্মসূচিতে বাংলায় এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অতীব নিকৃষ্ট উচ্চারণে যখন পাঠ করেন, তখন তো তাঁদের দলের কেউ শুধরে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। একবার তো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের নামই বদলে দিলেন। তখন কেন সবাই চুপ থাকি?

ভুলে গেলে চলবে না, বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষায় বহু মানুষ প্রাণ খুইয়েছেন এবং তাঁদের সেই লড়াইকে মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের সূচনা হয়েছিল। বাংলা ভাষা তবে কোনদিক থেকে বিশ্বজনীন নয়? অন্যদিকে, যদি উচ্চারণের প্রসঙ্গে আসতে হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, অনুপর্ণা না হয় ভারতীয় 'অ্যাকসেন্টে' ইংরেজি বলেছেন, মার্কিনিরা কী করেন? তাঁরা তো শুধু বাচনভঙ্গি নয়, বহু কঠিন ইংরেজি বানান নিজেদের মতো করে বানিয়ে নেন। কই সেসব নিয়ে তো কারও মাথাব্যথা দেখি না।

নিজেকে ইংরেজিতে পারদর্শী ও অতি আধুনিক দেখাতে বহু বাঙালি ও ভারতীয় আজকাল going to-কে gonna বলে চালিয়ে দিচ্ছেন নির্দ্বিধায়। একই ভাষার তো কত রকম উচ্চারণ। ইংল্যান্ডেই লন্ডন কিংবা ম্যাঞ্চেস্টার অথবা লিভারপুলে অঞ্চল ভেদে ইংরেজি উচ্চারণে আকাশপাতাল তফাত। কেউ ধরিয়ে না দিলে বিশ্বাসই করা কঠিন ভাষাটা আদৌ ইংরেজি!

এখন যদি নিজেকে স্মার্ট দেখাতে 'আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটের' বদলে হরেক রকম 'অ্যাকসেন্ট' রপ্ত করতে হয়, সেটা শিল্প ও শিল্পী উভয়ের প্রতিই জুলুম ছাড়া আর কী বলা যায়? কাউকে হেয় করার আগে বুঝতে হবে, ইংরেজি এমন একটি ভাষা, যা গোটা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রধান মাধ্যম। ফলে উচ্চারণ নিয়ে তামাশায় কিছু যায় আসে কি?

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। সাহিত্যচর্চায় যুক্ত)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৭

পাশাপাশি : ১। কর্তৃত্ব ফলানো ৩। প্রায় গোলাকার ৪। লোকসংগীতে ব্যবহৃত বাদ্য ৫। স্থায়ীভাবে থাকা, বাস ৭। জলপাত্রবিশেষ ১০। গোল্লায় যাওয়া ১২। ডাকাডাকি, আস্ফালন ১৪। কাঁধে বহনযোগ্য খোলা পালকি ১৫। অনর্গল অর্থহীন কথা ১৬। কর্তাবাবা বা ঠাকুরদার স্ত্রী, পরিবারের জ্যেষ্ঠ মহিলা।

উপর-নীচ : ১। ঈষৎ হলুদ রংয়ের পাথর ২। অশ্বারোহী সৈন্যদল ৩। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ৬। আপনজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ৮। গন্ডার, গণ্ডা, নদীবিশেষ ৯। জাদুর তন্ত্রমন্ত্র ১১। খাদ্য পরিবেশনকারী ভৃত্য, পরিচারক, খিদমতগার ১৩। সংগীতের সুরের অলংকার, স্বরকম্পনবিশেষ।

সমাধান ■ ৪২৪৬

পাশাপাশি : ২। রাশভারি ৫। গঞ্জিকা ৬। বকধার্মিক ৮। খাড়ু ৯। বানি ১১। নবাবজাদা ১৩। পামর ১৪। মানকলি।

উপর-নীচ : ১। শাগরেদ ২। রাকা ৩। ভাবুক ৪। কনক ৬। বড়ু ৭। ধাতানি ৮। খাণ্ডব ৯। বাদা ১০। কলরব ১১। নতুবা ১২। জাহান ১৩। পালি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গোথেনবার্গের পুজোয় নকশিকাঁথা, ছৌ নাচ

গোথেনবার্গ, ১৭ সেপ্টেম্বর : বাংলা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে, তুষারে ঢাকা সুইডেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গোথেনবার্গের উৎসবে বাঙালিয়ানার আমেজ। মানে, প্রবাসী বাঙালিদের জমজমাট দুর্গোৎসব!

গোথেনবার্গ শহরে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ গোথেনবার্গ (ব্যাগ)-এর পুজো এবার সপ্তম বছরে পা দিল। কিন্তু ভাববেন না, বিদেশে পুজো মানেই শুধু জমিয়ে খাওয়াদাওয়া আর ঠাকুর দেখা। ওদের পুজোতে আছে থিম, আছে নিজের হাতে সাজানো শিল্পকর্ম, এমনকি পুরোহিতগিরিও করছেন সমিতির সদস্য পাঁচজন মহিলাই। কলকাতার অধ্যাপিকা নন্দিনী ভৌমিকের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন তাঁরা পুজোর মন্ত্র থেকে শুরু করে অঞ্জলি দেওয়া পর্যন্ত সবই সাবলীল ভঙ্গিতে সামলাচ্ছেন। তৃতীয় বছর চলছে তাঁদের এই আত্মনির্ভর পুরোহিতি।

গোথেনবার্গের বাঙালি সমিতির এবারের পুজোর থিম—বাংলার অমূর্ত শিল্প। সদস্যদের নিজেদের হাতে তৈরি নানা শিল্পকর্মে ভরে উঠছে প্যান্ডেল। নকশিকাঁথা, কাঠের পুতুল, পটচিত্র—সবই আছে তাতে। ব্যক্তিগত শিল্প দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিমা ও মঞ্চসজ্জা করেছেন সমিতির সদস্যরা। ঠাকুর দেখা মানেই এখানে বাংলার শিল্পের ক্লাসও ফ্রি!

'ব্যাগ'-এর অন্যতম উদ্যোক্তা অমৃতা লস্কর বললেন, তাঁদের পুজোর এবছরের থিম 'ট্যানজিবল হেরিটেজ', যেখানে বাংলার বিপন্ন শিল্পরূপ যেমন বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির ঘোড়া, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ এবং কলকাতার সূক্ষ্ম পটচিত্র শিল্প বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। তাঁর কথায়, 'আমাদের লক্ষ্য শুধু পুজো নয়, বরং ঐতিহ্য রক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার সমন্বয়ে একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া।' এজন্যই ডেকোরেশনে পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণের ব্যবহারেও জোর দিয়েছেন অমৃতারা।

শুধু দুর্গাপুজোই নয়, সারাবছরই সমিতি ব্যস্ত থাকে সরস্বতীপুজো, নববর্ষ, গ্রীষ্মকালীন বনভোজন, মহিষাসুরমর্দিনী, বিজয়া সম্মিলনীর ব্যবস্থাপনায়। আগামী বছর আবার নতুন চমক, শুরু হতে চলেছে কালীপুজো! আর গোথেনবার্গে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে মিলে আন্তর্জাতিক যোগদিবসও আয়োজন করে ওরা।

২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই 'ব্যাগ' দুর্গাপুজো আয়োজনের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণবন্ততা বজায় রেখেছে। করোনা মহামারির বছরগুলিতেও তারা ধারা বজায় রেখেছিল কলসপুজোর মধ্য দিয়ে। ২০২২ সাল থেকে ফের জাঁকজমক করে পুজো শুরু হয়। সংস্কার ভেঙে পুরোহিতের দায়িত্ব মহিলাদের হাতে সঁপে দেওয়া 'শুধু আচার নয়, অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নের প্রতীক', বলছেন আয়োজকরা।

প্রতি বছর ব্যাগ-এর পুজোয় গড়ে ৫০০-৬০০ মানুষ যোগ দেন। বোধন থেকে সিঁদুরখেলা, সব আচার পালনের পাশাপাশি দু'দিন জুড়ে থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—আবৃত্তি, নাচ-গান থেকে স্থানীয় ব্যান্ড ও নৃত্যবিদ্যালয়ের পরিবেশনা।

এবারেও সুইডেনের ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লাগতে দিচ্ছেন না গোথেনবার্গের বাঙালিরা। ঠাকুর গড়া থেকে আরতি, খাওয়া-দাওয়া থেকে গান-বাজনা—সবই করছেন একেবারে নিজেদের হাতে, সাবেকি বাঙালিয়ানায়। কে বলে বাঙালি শুধু মাছ-ভাতেই বাঁচে?

চট্টগ্রামে মার্কিন সেনা

সন্দেহ লুকোচুরিতে

ঢাকা, ১৭ সেপ্টেম্বর : শেখ হাসিনার পতনের পর কার্যত রাতারাতি ভাঙনের মুখে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। ভারতের অস্বস্তি, উদ্বেগ বাড়ানোর চেষ্টায় খামতি রাখতে চাইছে না বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। চিন, পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে মরিয়া প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। এবার আমেরিকার সঙ্গেও কৌশলগত সম্পর্ক বিকাশের পথে এগোতে শুরু করেছে ঢাকা। একাধিক সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বাংলাদেশে হাজির হয়েছে একটি সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস বিমান। মার্কিন বায়ুসেনার এই দানবীয় বিমানটি সম্ভবত জাপানে অবস্থিত ইয়োকোটা ঘাঁটি থেকে উড়ে এসেছে। ওই বিমানে চড়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এসেছেন মার্কিন সেনার বিভিন্ন স্তরের অন্তত ১২০ জন কমান্ডো, আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞ।

আমেরিকার বাহিনী ঘাঁটি গেড়েছে স্থানীয় পাঁচতারা হোটেল র‍্যাডিসনে। হোটেলের ৮৫টি ঘর তাদের জন্য বুক করা হয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হোটেলের অতিথি তালিকায় কোনও মার্কিনির নাম পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রামে মার্কিন সেনার উপস্থিতি নিয়ে ঢাকা বা ওয়াশিংটনের তরফে সরকারিভাবে কোনও বিবৃতিও জারি করা হয়নি। বাংলাদেশের একটি প্রশাসনিক সূত্র জানিয়েছে, সেদেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নেবে আমেরিকার সেনারা। ২০ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশে গতিবিধি

- চট্টগ্রামে সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিস
- হাজির ১২০ মার্কিন সেনা
- হোটেলের ৮৫টি ঘর বুক
- ইউনূস জমানায় বাংলাদেশে ৩ মহড়া মার্কিন সেনার
- ঢাকার হোটেলে মার্কিন কমান্ডোর রহস্যমৃত্যু

বিদেশি বাহিনীর চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কথা। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একটি দল বাংলাদেশ বায়ুসেনার পতেঙ্গা বিমানঘাঁটি পরিদর্শন করেছে।

৩১ অগাস্ট ঢাকার ওয়েস্টিন হোটেলে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সেস (এয়ারবর্ন)-এর এক কমান্ডোর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। টেরেন্স আরভেল জ্যাকসন নামে ওই কমান্ডোর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ওই ঘটনার পর চট্টগ্রামে আমেরিকার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ সেনার সঙ্গে মার্কিন বাহিনী টাইগার লাইটনিং এবং অপারেশন লাইটনিং নামে অন্তত ২টি যৌথ মহড়ায় অংশ নিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ, আমেরিকা ও শ্রীলঙ্কার বাহিনী যৌথভাবে প্যাসেফিক অ্যাঞ্জেল ২৫ নামে একটি মহড়া দিয়েছে। আমেরিকা ও বাংলাদেশ সরকারের দাবি, ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে নাকি ৭ দিন ধরে চলা এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও অতীতে বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন সেনার মহড়ার নজির নেই বললেই চলে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমেরিকা ও বাংলাদেশ সেনার মহড়াগুলি হচ্ছে চট্টগ্রাম ও তার আশপাশের এলাকায়। যেটি অবস্থানগতভাবে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং মায়ানমারের খুব কাছে অবস্থিত। ফলে এইসব মহড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে।

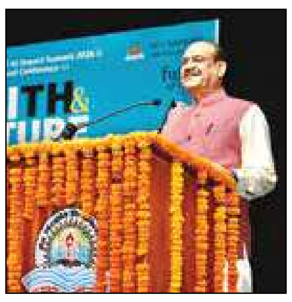

হরিদ্বারে দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

পদ্ম-পোস্টারে মোদি সিংহ, রাহুল অসুর

পাটনা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিহারে বিধানসভা ভোটের মুখে প্রচার-যুদ্ধ চরমে উঠছে বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে। হাত শিবিরের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা প্রয়াত হীরাবেনকে অপমান করার অভিযোগে ইতিমধ্যে তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে নেমেছে বিজেপি। এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এবং সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবকে অসুররূপে দেখিয়ে একটি নতুন পোস্টার জারি করেছে বিহার বিজেপি শাখা। যা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

পাটনার পোস্টারটি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু।

পাটনার বিভিন্ন স্থানে বিজেপি যে পোস্টার লাগিয়েছে, তাতে মা দুর্গার জায়গায় মোদির প্রয়াত মা হীরাবেনের ছবি রয়েছে। তাঁর পায়ের কাছে থাকা সিংহের মুখটি অবিকল প্রধানমন্ত্রীর আদলে তৈরি করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পোস্টার ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এর আগে মোদিকে তাঁর মা ধমক দিচ্ছেন বলে একটি এআই নির্ভর ছবি শেয়ার করেছিল বিহার প্রদেশ কংগ্রেস। সেই ভিডিওটিকে কেন্দ্র করে আইনি জটে পড়েছে কংগ্রেস। আদালত ইতিমধ্যে সেই ছবি সরানোর নির্দেশ দিয়েছে হাত শিবিরকে। তার আগে অভিযোগ উঠেছিল, ভোটার অধিকার যাত্রা চলাকালীন দ্বারভাঙায় রাহুল, তেজস্বীর মঞ্চ থেকে কুকথা বলা হয়েছিল মোদির মাকে। সেই নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার বিজেপির পোস্টার তাতে নতুন করে ইন্ধন জোগাল।

মোদির মায়ের বিতর্কিত ভিডিও সরাতে নির্দেশ : কৃত্রিম মেধা (এআই) প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রয়াত মা হীরা বেন-এর একটি ভিডিও কংগ্রেসকে সব জায়গা থেকে সরাতে নির্দেশ দিল পাটনা হাইকোর্ট।

ভিডিওটি ১০ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের বিহার শাখার অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা হয়। তাতে মোদি এবং তাঁর মা-কে দেখা যায়। আরও দেখা যায়, মোদি স্বপ্নে মা'কে দেখছেন তাঁর সমালোচনা করতে। এই ভিডিও নিয়ে বিতর্ক হয়। তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে, এই অভিযোগে এফআইআর দায়ের করে দিল্লি পুলিশ। সেই ভিডিও নিয়েই পাটনা হাইকোর্ট কড়া নির্দেশ দিয়েছে।

পাটনা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি পিবি বজরন্তি ও বিচারপতি অলোক কুমার সিনহার ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র, বিহার সরকার, কংগ্রেস, নির্বাচন কমিশন ও রাহুল গান্ধিকে নোটিশ পাঠিয়েছে। অভিযোগকারী দিল্লি বিজেপির নির্বাচনি শাখার প্রধান সংকেত গুপ্তার দাবি, ভিডিওটি প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে শুধু তা-ই নয়, একই সঙ্গে তা আইন, নৈতিকতা ও নারীর মর্যাদারও পরিপন্থী।

উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলে মৃত বেড়ে ১৮

দেরাদুন, ১৭ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টিতে জটিল হচ্ছে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশের পরিস্থিতি। বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে অধিকাংশ নদী। বাড়ছে ভূমিধস ও হড়পার সংখ্যা। মঙ্গলবার দুই রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বলি হয়েছিলেন ৮ জন। বুধবার তা বেড়ে ১৮ হয়েছে। প্রাণহানি বেশি হয়েছে উত্তরাখণ্ডে। রাজ্যের নানা জায়গা থেকে ১৬টি প্রাণহানির কথা জানা গিয়েছে। অন্তত ২০ জন নিখোঁজ।

সবচেয়ে সংকটজনক অবস্থা উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুনের। সেখানে ১৩ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। মৃতদের মধ্যে ৮ জনই উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিক। এদিন দেরাদুনের বিকাশনগরে একটি ট্র্যাক্টরে চেপে তমসা নদী পার হচ্ছিলেন তাঁরা। সেই সময় নদীতে আচমকা জলের স্রোত বেড়ে যায়। ভেসে যায় ট্র্যাক্টর। দুর্ঘটনার জায়গা থেকে বেশ কিছুটা দূরে জলের মধ্যে ৮ শ্রমিকের দেহ ভাসতে দেখা যায়। রাজ্যের শ্রমিকদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মৃতদের পরিবারবর্গকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। বুধবার ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৩টি সেতু ভেসে গিয়েছে। ধসের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ২১টি রাস্তা। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষতে দিনকয়েক সময় লাগবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে। হিমাচলপ্রদেশ থেকেও ২ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। রাজ্যে ধসের কবলে পড়েছে একাধিক গ্রাম। নিখোঁজ বেশ কয়েকজন। আগামী ৪৮ ঘণ্টা দু'রাজ্যে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

বৈষ্ণোদেবী যাত্রা শুরু

জম্মু, ১৭ সেপ্টেম্বর : অতি ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসের জেরে ২২ দিন বন্ধ থাকার পর বুধবার ফের শুরু হল বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। এদিন সকাল ৬টায় পাহাড়ের চুড়োয় মন্দিরে যাওয়ার দুটি পথ দিয়েই পুণ্যার্থীরা যাত্রা শুরু করেন। বানগঙ্গা দর্শনী দ্বারে জড়ো হওয়া কয়েকশো ভক্তের চোখেমুখে উপচে পড়া আনন্দ ছিল দেখার মতো। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় মন্দির কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার রাতে নতুন করে যাত্রার কথা ঘোষণা করেন।

জন্মদিনে খুদের সঙ্গে খেলা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। বুধবার মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায়।

শরিফ-ট্রাম্প বৈঠকের সম্ভাবনা

ওয়াশিংটন, ১৭ সেপ্টেম্বর : আগামী সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের ভাষণ দেওয়ার কথা। অধিবেশনের ফাঁকে শরিফের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেখানে থাকবেন পাক সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরও। সম্ভবত ২৫ সেপ্টেম্বর সেই বৈঠক হতে পারে।

ইন্টার সার্ভিসেস জনসংযোগ দপ্তর (আইএসপিআর) কিংবা ওয়াশিংটনের পাক দূতাবাসের পক্ষ থেকে কিন্তু আসন্ন পাক-মার্কিন বৈঠক নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ঘোষণা করা হয়নি।

অপারেশন সিঁদুরের পর উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। কয়েক মাস আগে পাক সেনাপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ট্রাম্প। সাধারণত কোনও দেশ বা সরকারের প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মুনির কোনওটাই নন। এই নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ট্রাম্প দ্বিতীয়বার বৈঠকে বসতে চলেছেন। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের বন্যা, কাতারের ওপর ইজরায়েলের হামলা নিয়ে আলোচনা হতে পারে দুই নেতার। ভারত-পাক কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথও খোঁজা হতে পারে।

২৬/১১-র নেপথ্যে মাসুদ-ই

ইসলামাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : নয়াদিল্লির সংসদ চত্বর ও ভারতের বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ে হামলার পরিকল্পনা, তার বাস্তবায়ন জইশ প্রধান মাসুদ আজহারেরই। জইশ-ই-মহম্মদের এক প্রথমসারির কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরির দ্বিতীয়বারের ভিডিওবার্তায় এমন তথ্যই রয়েছে। ইলিয়াস বলেছে, আজহারের ঘাঁটি বালাকোটেই। এখান থেকেই সে ভারতে দু'টি হামলার নীলনকশা ছকেছিল।

পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় দেওয়ার তথ্য বারবার অস্বীকার করেছে ইসলামানাদ সরকার। মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরির ভিডিওবার্তা কিন্তু পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিল। পাকিস্তান যতই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করুক, আসল কালপ্রিট মাসুদ আজহার। সে পাকিস্তানেই রয়েছে। ইলিয়াস বলেছে, মাসুদ তিহার জেলে পাঁচ বছর বন্দি থাকার পর পাকিস্তানে ফিরে বালাকোটে ঘাঁটি গাড়ে।

ইলিয়াস কাশ্মীরির একটি ভিডিওবার্তা গতকালও সামনে এসেছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত সেই বার্তায় ৭ মে ভারতীয় সেনার হামলায় নিহতদের 'শহিদ' তকমা দিয়ে তাদের অন্ত্যেষ্টিতে পাক সেনাকর্তাদের উপস্থিত থাকতে মুনির বলেছিলেন বলে উল্লেখ করেছে ইলিয়াস। ওই বক্তব্য প্রমাণ করে পাক সামরিক বাহিনী ও আইএসআই জঙ্গিদের মদত দেয়।

ভারতীয়দের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ

ইউরোপের বিরুদ্ধে অভিযোগ

তিবিলিসি (জর্জিয়া), ১৭ সেপ্টেম্বর : পর্যটকদের সঙ্গে অমানবিকতা, নির্মম আচরণ! ভাবা যায় না, তাই তো? বিষয়টি ভাবনার বাইরে হলেও আর্মেনিয়া থেকে জর্জিয়ায় প্রবেশ করার সময় ৫৬ জন ভারতীয় পর্যটক দলের সঙ্গে জর্জিয়া কর্তৃপক্ষ চরম অমানবিকতা করেছেন, এমনই অভিযোগ উঠেছে। দলটির এক মহিলা পর্যটক ইনস্টাগ্রামে অভিযোগ পোস্ট করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে ট্যাগ করে যথাযথ পদক্ষেপের অনুরোধও জানিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রক কোনও বিবৃতি দেয়নি।

ধ্রুবী প্যাটেল নামে ওই মহিলার পোস্ট, তাঁদের কাছে বৈধ ই-ভিসা, অন্যান্য নথি থাকা সত্ত্বেও সাদাখলো সীমান্তে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে তাঁদের পাঁচ ঘণ্টা ফুটপাথে গবাদি পশুর মতো বসিয়ে রাখা হয়। তাঁরা যেন অপরাধী, এমন আচরণ করা হয়েছে। সেই সময় এক কণা খাবারও জোটেনি। এমনকি শৌচালয়ের ব্যবস্থাও ছিল না। পাসপোর্টও আটকে রাখা হয়। ধ্রুবীর ধারণা, কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভিডিও করেছেন। তাঁদের ডকুমেন্টগুলি যাচাই না করেই ভুয়ো বলা হয়েছে। এটা লজ্জাজনক। অপ্রত্যাশিত।

ধ্রুবীর পোস্টটি শেয়ার করে অনেকেই তাঁদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া একই ধরনের ঘটনার তুলনা করেছেন। এক নেটিজেন সমবেদনা জানিয়ে লিখেছেন, ওখানে এ ধরনের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

আবেদন খারিজ গগনপ্রীতের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : তাঁর মক্কেলের বিএমডব্লিউয়ের ধাক্কায় অর্থমন্ত্রকের আমলা নভজ্যোত সিংয়ের মৃত্যু একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তবে এটাও ঠিক যে প্রতি বছর দেশে এধরনের ৫ হাজারের বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার বিএমডব্লিউ দুর্ঘটনা মামলায় ধৃত গগনপ্রীত কৌরের জামিনের আবেদন জানাতে গিয়ে আদালতে এমনই যুক্তি সাজিয়েছিলেন তাঁর আইনজীবী সিনিয়ার অ্যাডভোকেট রমেশ গুপ্ত।

তিনি জানান, বিএমডব্লিউয়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর ডিটিসির একটি বাসের সঙ্গে নভজ্যোতের বাইকের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু ওই বাসচালকের বিরুদ্ধে কোনও

বিএমডব্লিউ দুর্ঘটনা

পদক্ষেপ করেনি দিল্লি পুলিশ। দুর্ঘটনার পর আহত নভজ্যোত ও তাঁর স্ত্রীকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন গগনপ্রীত। ওই পথ দিয়ে যাওয়া একটি অ্যাম্বুল্যান্সকে দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে রাজি হননি অ্যাম্বুল্যান্স চালক। অগত্যা অন্য একটি গাড়িতে করে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যেসব ধারা গগনপ্রীতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবী গুপ্ত। একই সঙ্গে তাঁর সওয়াল, অভিযুক্ত যদি মহিলা হন তাহলে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হলেও তাঁর জামিন মঞ্জুর করার নজির রয়েছে। পাটিয়ালা হাউস আদালত অবশ্য সেই যুক্তি গ্রহণ করেনি। ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ফৌজি পোশাকে ২০ কোটি লুট

বেঙ্গালুরু, ১৭ সেপ্টেম্বর : ঠিক যেন সিনেমার মতো। নিখুঁত পরিকল্পনায় ফৌজি পোশাক পরে ব্যাংকে হানা দিয়ে গয়না ও নগদ মিলে প্রায় ২০ কোটি টাকা লুটে নিয়ে গেল দুঃসাহসী ডাকাতরা। গোটা ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'মানি হাইস্ট'-এর দৃশ্যগুলিকে! চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিজাপুর জেলার চাদাচন শহরে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের একটি শাখায়।

পুলিশ জানিয়েছে, জনাতিনেক মুখোশধারী দুষ্কৃতী সেনার পোশাক পরে বন্দুক হাতে ব্যাংকে ঢুকে কর্মীদের বেঁধে শৌচাগারে আটকে রাখে। এরপর ম্যানেজারকে ভয় দেখিয়ে ক্যাশ ভল্ট ও সোনার লকার খোলাতে বাধ্য করে। ডাকাতরা ব্যাগভর্তি সোনা ও টাকা নিয়ে পালায়। তদন্তে জানা গিয়েছে, তারা নকল নম্বর প্লেট লাগানো ভ্যানে মহারাষ্ট্রের দিকে পালাচ্ছিল। কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র পুলিশ যৌথ তল্লাশি চালাচ্ছে।

কেন্দ্র বিরোধিতাই পাখির চোখ

বঙ্গে জোট নিয়ে দ্বিধায় সিপিএম

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে আগামী বছর বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় সিপিএম। মঙ্গলবার একে গোপালন ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির বক্তব্যে স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বামেরা এখনও 'জোটের খাতায় নাম লেখাতে' রাজি নয়। 'অপেক্ষা ও নজরদারি' কৌশলেই এগোচ্ছে তারা। বেবি বলেন, 'বাংলায় এখনও জোট নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা জনভিত্তি বাড়াতে চাই। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের বিষয়টি রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে ঠিক করা হবে।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, বাংলার আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল-বিজেপি মেরুকরণের মধ্যে বাম ও কংগ্রেস একসঙ্গে গেলে তা ভোটে বাস্তবসম্মত প্রভাব ফেলতে পারে। তবে ২০২১-এর নির্বাচনি অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বামেরা এবার ধীরে চলো নীতিতে এগোচ্ছে।

এমএ বেবি আরও ইঙ্গিত দেন, আগামী দিনে ছাত্র, যুব ও কৃষকরা একাট্টা হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে। সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব মনে করছেন, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব এবং মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে যদি শক্তিশালী জনমত তৈরি করা যায়, তবে বিজেপি ও তৃণমূলকে বেগ দিতে পারবে বামেরা।

অন্যদিকে সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ সিপিএম। দলের সাধারণ সম্পাদক বেবি জানান, কংগ্রেস জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে ব্যর্থ হওয়ায় বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠেনি। এর ফলে তৃণমূল কংগ্রেস, আপ, সমাজবাদী পার্টি জেপিসি বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। সিপিএম নেতাদের মতে, বিরোধী শিবিরে বিভাজন এড়ানো যেত যদি কংগ্রেস যথাসময়ে বৈঠক ডাকত।

এমএ বেবির কথায়, 'সিপিএম সংসদের ভিতরে ও বাইরে এই বিলের বিরোধিতা করবে। এটা জেপিসিতে যাক বা না যাক, সেখানেও আমরা বিরোধিতা করব।'

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে আসন্ন বিহার, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে দেশজুড়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর হওয়া আক্রমণ নিয়েও দল সোচ্চার হয়েছে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী, বিশেষত মুসলমানদের ওপর হামলা চলছে। সিপিএম এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে দল রাস্তায় নেমে আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বৈঠকে।

কমিশনের নয়া উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিহারে এসআইআর বিতর্কের মধ্যেই ইভিএম ব্যালট পেপারের নকশা ও ছাপার নিয়মে বড় পরিবর্তনের ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। বুধবার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটারদের জন্য ব্যালট পেপারকে আরও স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে তুলতেই এই পদক্ষেপ। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, এবার ইভিএম ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের রঙিন ছবি থাকবে এবং ছবির নির্দিষ্ট জায়গার তিন-চতুর্থাংশ অংশজুড়ে সেই ছবি ছাপা হবে, যাতে ভোটাররা সহজেই চিনতে পারেন প্রার্থীদের।

বিহার বিধানসভা ভোটে কমিশনের এই নতুন ব্যালট পেপার ব্যবহার করা হতে পারে। কমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ছ'মাসে ভোট প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও সুবিধাজনক করতে ইতিমধ্যেই ২৮টি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ব্যালট পেপারে এই নতুন নিয়ম সেই উদ্যোগেরই অঙ্গ। এর পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রার্থীদের ক্রমিক সংখ্যা আন্তর্জাতিক রূপে ভারতীয় অঙ্কে মুদ্রিত হবে। সব প্রার্থীর নাম একই ফন্টে এবং বড় হরফে ছাপা হবে যাতে পড়তে অসুবিধা না হয়। ইভিএম ব্যালট পেপার ৭০ জিএসএম কাগজে ছাপানো হবে এবং বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আরজিবি মান অনুসারে গোলাপি রঙের কাগজ ব্যবহার করতে হবে।

'জেলে ভরলেই শিক্ষা হবে'

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শস্যের গোড়া পোড়ানোর জন্য রাজধানী দিল্লিতে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত মামলায় এবার কড়া মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার দেশের প্রধান বিচারপতি বলেন, 'কয়েকজনকে ধরে জেলে পুরে দিন। তাহলে সেটা অন্যদের কাছেও সতর্কবার্তা হিসাবে কাজ করবে।' বেঞ্চের প্রস্তাব, 'কৃষকদের জন্য জরিমানার বিধানও ভাবা উচিত।'

সুপ্রিম কোর্ট এও বলেছে, এটা কোনও রুটিন পদক্ষেপ নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু সকলকে সমঝে দিতে মাঝেমধ্যে এরকম শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা জরুরি। আদালত

দূষণ নিয়ে মন্তব্য

বলেছে, শস্যের গোড়া পোড়ানো যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে। এ থেকে যে দূষণ হচ্ছে, তা অনেকের পক্ষেই প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে।

শীর্ষ আদালত এদিন কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম), সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড (সিপিসিবি) এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে তিন সপ্তাহের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান ও পঞ্জাবকে তিন মাসের মধ্যে বোর্ডের শূন্যপদ পূরণ করতে বলা হয়েছে।

শীতের আগে দূষণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আদালতের এই নির্দেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জৈব রসায়নে প্রস্তুতির পরামর্শ

ঋতুপর্ণা ধর, *শিক্ষক*
হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

জৈব রসায়ন আমাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আমরা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে যা গ্রহণ করছি যেমন ভাত, ডাল, ডিম - সবটাই কিন্তু জৈব যৌগের দান। এমনকি যে কালি ব্যবহার করে তোমরা খাতায় লেখো সেটাও জৈব যৌগ। শীতে যে সোয়েটার পড়ছ, গরমে যে তুলোর জামা কিংবা বর্ষায় যে ছাতা ব্যবহার করছ তাও কিন্তু আসলে জৈব যৌগ। অর্থাৎ প্রতিদিন আমরা না জানলেও লক্ষবার জৈব যৌগকে ছুঁয়ে দেখছি।

এই জৈব যৌগের মূল উপাদান

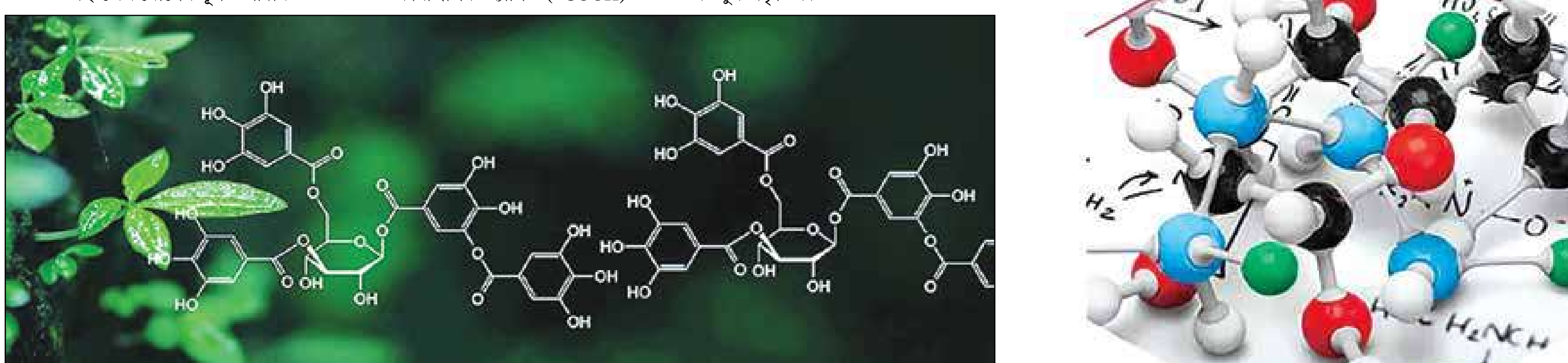

কার্বন নামের একটি মৌল, যা কখনও লম্বা শৃঙ্খল, কখনও শাখা, কখনও বা রিং বানিয়ে লক্ষ যৌগ তৈরি করতে পারে। তাই জীবজগৎ এত বৈচিত্র্যময়।

নম্বর বণ্টন :

প্রতি বছর মাধ্যমিকে এই অধ্যায়ের জন্যে বরাদ্দ নম্বর ৪। বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) 1টি, অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (VSA) 2টি, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (SA) 1টি, দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (LA) 1টি থাকবে। স্বভাবতই এই অধ্যায়ে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। প্রস্তুতির প্রারম্ভিক শর্ত হল পাঠ্য বিষয় বুঝে এবং খুঁটিয়ে পড়া।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ :

1. জৈব যৌগের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য।
2. ইউরিয়ার কৃত্রিম সংশ্লেষণ।
3. জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ, হাইড্রোকার্বন :- সম্পৃক্ত (অ্যালকেন) ,অসম্পৃক্ত (অ্যালকিন, অ্যালকাইন),অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন (বেনজিন)।
4. সমাবয়বতার ধারণা:- গঠনগত আইসোমার (চেন, পজিশনাল, ফাংশনাল)।
5. নামকরণ (IUPAC system)
6. গুরুত্বপূর্ণ সমগণীয় শ্রেণি:-
   অ্যালকেন সিরিজ (C_nH_{2n+2})
   অ্যালকিন সিরিজ (C_nH_{2n})
   অ্যালকাইন সিরিজ (C_nH_{2n-2})
   সাধারণ উদাহরণ : মিথেন, ইথেন, ইথিন, ইথাইন।
7. গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া:- দহন, জারণ (অ্যালকোহল -> অ্যাসিড),যুত বিক্রিয়া (অ্যালকিন + H_2, X_2), প্রতিস্থাপন (অ্যালকেনের ক্ষেত্রে হ্যালোজিনেশন)।
8. কার্যকরী মূলকের ধারণা :-
   হাইড্রক্সিল (−OH) -> অ্যালকোহল
   অ্যালডিহাইড (−CHO)
   কিটোন (>C=O)
   কার্বক্সিলিক অ্যাসিড (−COOH)
   এস্টার (−COOR)
9. কয়েকটি সংশ্লেষিত পলিমারের ধর্ম ও ব্যবহার :- যেমন পলিথিন , PVC, TEFLON।

প্রশ্নোত্তর পর্ব :

বিষয়বস্তু মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে পড়ে নীচে দেওয়া নমুনা প্রশ্নোত্তরগুলি নিয়মিত পরিকল্পনামাফিক অনুশীলন করো। বোধমূলক প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে সমাধান সূত্র আলোচিত হল।

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) : প্রশ্নমান 1।

1. ইথারের কার্যকরী মূলক হল -
a) -CHO b) -OH c) -O- d) -COOH
উত্তর: c) -O-

2. সরলতম অ্যালকিনে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হল -
a) 2 b) 4 c) 1 d) 3
উত্তর : b) 4
ব্যাখ্যা : সরলতম অ্যালকিনটির নাম ইথিলিন, এতে উপস্থিত হাইড্রোজেন পরমাণুর মোট সংখ্যা 4টি, 2টি দ্বি-বন্ধন যুক্ত কার্বন পরমাণুর প্রতিটির সঙ্গে 2টি করে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে।

3. ভিনিগারে উপস্থিত অ্যাসিড-
a) ফর্মিক অ্যাসিড b) ইথানোয়িক অ্যাসিড c) পাইরুভিক অ্যাসিড d) ল্যাকটিক অ্যাসিড
উত্তর: b) ইথানোয়িক অ্যাসিড
ব্যাখ্যা : এটি দুই কার্বনযুক্ত অ্যাসিটিক অ্যাসিডের IUPAC নাম।

4. কোন পলিমারটি জৈব ভঙ্গুর নয়?-
a) স্টার্চ b) সেলুলোজ c) প্রোটিন d) টেফলন
উত্তর: d) টেফলন
ব্যাখ্যা : প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে একমাত্র টেফলন কৃত্রিম উপায়ে তৈরি সংশ্লেষিত পলিমার। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি বেশিরভাগ সংশ্লেষিত পলিমার জৈব অভঙ্গুর প্রকৃতির।

5.CNG -এর প্রধান উপাদান কোনটি?
a) মিথেন b) ইথেন c) প্রোপেন d) বিউটেন।
উত্তর : a) মিথেন

6. নীচের কোন কার্যকরী মূলকটি ইথাইল অ্যালকোহলে উপস্থিত -
a) -CHO b) >C=O
c) -COOH d) -OH
উত্তর : d) -OH

7. দুটি কার্বন পরমাণুযুক্ত অ্যালকিল গ্রুপ কোনটি?
a) মিথাইল b) ইথাইল c) প্রোপাইল
d) আইসোপ্রোপাইল
উত্তর : b) ইথাইল
ব্যাখ্যা : অ্যালকেন থেকে 1টি H পরমাণু অপসারিত হয়ে অ্যালকিল গ্রুপ তৈরি হয়, 2 কার্বন যুক্ত অ্যালকিল গ্রুপের নামের শুরুতে গ্রিক শব্দ ইথ এবং শেষে আইল কথাটি যুক্ত হয়।

8. কোনটি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন?
a) ইথেন b) ইথিলিন
c) প্রোপিন d) অ্যাসিটিলিন
উত্তর: a) ইথেন
ব্যাখ্যা : সমযোজী এক বন্ধন যুক্ত হাইড্রোকার্বনকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে, যার সাধারণ সংকেত-(C_nH_{2n+2}), ইথেনের সংকেত C_2H_6 , এখানে n=2

9. একটি সমগণীয় শ্রেণির পরপর দুটি সমগণের মধ্যে আণবিক ভরের পার্থক্য-
a) 6 b) 12 c) 14 d) 28
উত্তর: c) 14
ব্যাখ্যা : একটি সমগণীয় শ্রেণির পরপর দুটি সমগণের মধ্যে একটি $-CH_2$ (মিথিলিন) গ্রুপের পার্থক্য। সুতরাং আণবিক ভরের পার্থক্য- (12 + 2x1)=14

10. ফর্মিক অ্যাসিডের IUPAC নাম -
a) মিথানোয়িক অ্যাসিড b) ইথানোয়িক অ্যাসিড c) প্রোপানোয়িক অ্যাসিড d) বিউটানোয়িক অ্যাসিড
উত্তর : a) মিথানোয়িক অ্যাসিড
ব্যাখ্যা : ফর্মিক অ্যাসিড এক কার্বনযুক্ত জৈব অ্যাসিড হওয়ায় IUPAC নামের শুরুতে এক কার্বনযুক্ত অ্যালকেন- মিথেনের (methane) নাম থেকে 'e ' বাদ দিয়ে এবং শেষে ওয়িক অ্যাসিড শব্দটি যোগ করতে হবে (মিথান+ওয়িক অ্যাসিড)।

11. অ্যামিনো অ্যাসিডে উপস্থিত কার্যকরী মূলক-
a) - NH_2 b) -COOH c) -NH_2, -COOH
d) -OH, -NH_2
উত্তর : c) -NH_2, -COOH

12. তিনটি কার্বন পরমাণু যুক্ত অ্যালকিল গ্রুপে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা -
a) 7 b) 4 c) 6 d) 10
উত্তর : a) 7
ব্যাখ্যা : অ্যালকিল গ্রুপ পাওয়া যায় কোনও অ্যালকেন (C_nH_{2n+2}) থেকে একটি হাইড্রোজেন (H) বাদ দিলে। তাহলে অ্যালকিল গ্রুপের সাধারণ সংকেত : (C_nH_{2n+1})। প্রশ্নে বলা হয়েছে 3টি কার্বন পরমাণু যুক্ত অ্যালকিল গ্রুপ, অর্থাৎ n = 3, তাহলে হাইড্রোজেন (H) সংখ্যা = 2n + 1 = (2x3) + 1 =7

13. মিথেন অণুর বন্ধন কোণের মান কত?
a)108°28' b)107°27'
c)109°27' d)109°28'
উত্তর : d)109°28'

14. ত্রিবন্ধন যুক্ত জৈব যৌগ –
a) ইথিলিন b) অ্যাসিটিলিন c) নাইট্রোজেন d) মিথেন
উত্তর : b) অ্যাসিটিলিন
ব্যাখ্যা : প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে অ্যাসিটিলিন এবং নাইট্রোজেন সমযোজী ত্রিবন্ধন যুক্ত অণু। কিন্তু নাইট্রোজেন অজৈব যৌগ হওয়ায় সঠিক উত্তর অ্যাসিটিলিন।

15. ইথাইল অ্যালকোহলের আইসোমার হল -
a) ইথেন b) ইথিন c) ডাই মিথাইল ইথার
d) অ্যাসিট্যালডিহাইড
উত্তর : c) ডাই মিথাইল ইথার
ব্যাখ্যা : এটি কার্যকরী মূলক ঘটিত সমাবয়ব (আইসোমার)। উভয়ের সাধারণ সংকেত (C_2H_6O)।

16. PVC-এর মনোমার হল-
a) মিথাইল ক্লোরাইড b) ইথিলিন c) ভিনাইল ক্লোরাইড d) টেট্রা ফ্লুরো ইথিলিন
উত্তর : c) ভিনাইল ক্লোরাইড
ব্যাখ্যা : PVC-এর পুরো নাম- পলি ভিনাইল ক্লোরাইড,‘পলি’ শব্দের অর্থ অনেক। অনেকগুলি ভিনাইল ক্লোরাইড মনোমারের পলিমারাইজেশনে PVC সংশ্লেষিত হয়।

17. কোন যৌগটি লাল বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণকে বর্ণহীন করে?
a) মিথেন b) ইথেন c) ইথিন d) প্রোপেন
উত্তর : c) ইথিন।
ব্যাখ্যা : প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে একমাত্র ইথিন একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। বিক্রিয়াটি ইথিলিন বা ইথিনের সঙ্গে ব্রোমিনের যুত বিক্রিয়ার উদাহরণ।

18. কাঁচা ফল পাকাতে নীচের কোন গ্যাসটি ব্যবহার করা হয় –
a) ইথেন b) মিথেন c) ইথিলিন d) প্রোপিলিন
উত্তর : c) ইথিলিন

19. প্রথম আবিষ্কৃত জৈব যৌগটি হল -
a) মিথেন b) অ্যাসিটিলিন c) ইউরিয়া
d) অ্যাসিটিক অ্যাসিড
উত্তর : c) ইউরিয়া

20. ফরম্যালডিহাইডের কার্যকরী মূলকটি হল -
a) -OH b) -CHO c) -O- d) -COOH
উত্তর : b) -CHO

বুঝে পড়বে, মনে রাখবে

- সমগণীয় শ্রেণির সংকেত গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে।
- কার্যকরী মূলক গুলিয়ে ফেললে চলবে না। (যেমন –OH ও –COOH)
- নামকরণে শৃঙ্খল বা নম্বর বেছে নিতে হবে সঠিকভাবে।
- সমাবয়ব লেখায় গরমিল যেন না হয়।
- অনুঘটক বা শর্ত (যেমন : তাপ, আলো, তাপমাত্রা) অবশ্যই লিখবে।
- কার্বনের 4 বন্ধন মনে রাখতে হবে।
- গঠন আঁকায় হাইড্রোজেন সংখ্যা কম-বেশি যেন না হয়।
- Prefix (mono, di, tri, poly) মনে রাখতে হবে গুরুত্ব দিয়ে।

সবশেষে বলব, জৈব রসায়ন কঠিন মনে হলেও এটি আমাদের প্রতিদিনের জীবন ঘনিষ্ঠ অধ্যায়। সঠিকভাবে মূল সূত্র, কার্যকরী মূলক, নামকরণ ও বিক্রিয়ার ধরন আয়ত্ত করতে পারলে মাধ্যমিকে এই অধ্যায়ে ভালো নম্বর পাওয়া সহজ হবে।

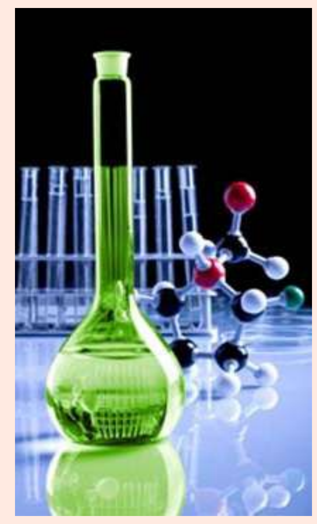

ভারতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব

আশুতোষ সরকার, *শিক্ষক*
কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর

ভারতের জলবায়ুর প্রধান নিয়ন্ত্রক মৌসুমি বায়ু, তাই ভারতকে ‘মৌসুমি বায়ুর দেশ’ বলা হয়। মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমনের ওপর ভিত্তি করে ভারতের আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) ভারতের জলবায়ুকে চারটি ঋতুতে ভাগ করেছে। মৌসুমি শব্দটির দ্বারা এক বিশেষ ঋতুকালীন নিয়মিত ও ধারাবাহিক বায়ুপ্রবাহকে নির্দেশ করা হয়। শীত ও গ্রীষ্মে ঋতুভেদে বিপরীত দিক পরিবর্তনকারী প্রবাহিত বায়ুকে মৌসুমি বায়ু বলে।

মাধ্যমিক ভূগোল

গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে মোট বৃষ্টির ৯০ শতাংশ হয়ে থাকে। কারণ, গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে ভারতে প্রবেশ করে। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এই বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় বৃষ্টিপাত ঘটে না। তবে প্রত্যাগমনকারী এই মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চল দিয়ে আসার সময় কিছুটা জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে বলে ভারতের পূর্ব উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে বৃষ্টিপাত হয়। এর প্রভাবেই তামিলনাড়ুর করমণ্ডল উপকূলে বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমনে ভারতে বর্ষাকাল শুরু হয়।

সাধারণত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এই মৌসুমি বায়ু ভারতে প্রবেশ করে এবং ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে সারা দেশ আর্দ্র মৌসুমি বায়ুর দখলে চলে আসে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারতে মূলত দুটি শাখায় প্রবেশ করে বৃষ্টিপাত ঘটায়। (ক) আরবসাগরীয় শাখা, (খ) বঙ্গোপসাগরীয় শাখা। মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখার প্রথম উপশাখাটি বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে মেঘালয় মালভূমির গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। বঙ্গোপসাগরের দ্বিতীয় উপশাখাটি উত্তর-পূর্ব হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রভাব

ভারতের জনজীবনে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। মৌসুমি বায়ু না বইলে ভারতের ভূগোল, ইতিহাস ও সংস্কৃতি অন্যভাবে বইত।

১) কৃষিকাজের ওপর প্রভাব : ভারত কৃষিভিত্তিক দেশ। এ দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। ভারতের অধিকাংশ কৃষিকাজ মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। একদিকে যেমন খরিফ ফসলের চাষ হয় মৌসুমি বায়ুর বৃষ্টি দিয়ে, অন্যদিকে মৌসুমি বৃষ্টির জমে থাকা জলের সাহায্যে সেচকার্যের মাধ্যমে রবি ফসলের চাষ হয়ে থাকে। অধিক বৃষ্টির কারণে পূর্ব ভারতে ধান চাষ এবং স্বল্পবৃষ্টির কারণে পশ্চিম ভারতে গম চাষ দেখা যায়।

২) মৃত্তিকার ওপর প্রভাব : ভারতের অত্যধিক মৌসুমি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মাটির ক্ষারকীয় উপাদানগুলি মাটির নীচে চলে আসে। এর ফলে মাটির উপরের স্তরে লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পড়ে থাকে। মেঘালয়, ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এইভাবে ল্যাটেরাইট মাটি সৃষ্টি হয়েছে। রাজস্থানের মরু অঞ্চলে কম বৃষ্টিপাতের কারণে খনিজ পদার্থগুলি মাটির ওপরের স্তরে সঞ্চিত হয়ে মরু মাটি বা সিরোজেম মাটির সৃষ্টি করেছে। বিপুল বৃষ্টিপাতের ফলে জলধারাগুলি হিমালয়কে ক্ষয় করে পাদদেশীয় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পলি, কাদা জমা করে পলিমাটি সৃষ্টি করে। পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভিদ সমৃদ্ধ স্থানে মৌসুমি বৃষ্টির ফলে হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় হিউমাস সমৃদ্ধ পডজল মাটি।

৩) উদ্ভিদের ওপর প্রভাব : পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চল ও পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে অত্যধিক মৌসুমি বৃষ্টিপাতের কারণে চিরসবুজ অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতে শীতকাল প্রায় বৃষ্টিহীন বলে পর্ণমোচী অরণ্য দেখা যায়।

৪) খরা ও বন্যা : মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনার কারণে ভারতে প্রায়ই খরা ও বন্যা দেখা যায়। স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টি, শরৎকালে প্রবল বর্ষণ, কোনও অঞ্চলে মৌসুমি বায়ুর দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্রমাগত বর্ষণ প্রভৃতির কারণে এই বায়ুর প্রভাবে বন্যা হয়। অন্যদিকে, এই বায়ু দেরিতে এলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকার দরুন স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হলে এবং বর্ষাকাল একটানা বৃষ্টিহীন থাকলে খরা দেখা যায়।

৫) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন : ভারতের পাহাড়, পর্বত, মালভূমি অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে নদীগুলিতে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে নদীগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক হয়ে পড়ে।

এছাড়া বেশি বৃষ্টিপাতের বছরগুলিতে কৃষকদের মাছ চাষে সুবিধা হয় ও মৌসুমি বায়ু দেরিতে প্রত্যাবর্তন করলে রবিচাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ভারতের জলবায়ুর ওপর মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশ

চন্দ্রাণী সরকার, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলায় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বাংলার শিক্ষার্থীরা পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এখান থেকেই বাংলায় কারিগরি শিক্ষার পটভূমি তৈরি হয়। এ বিষয়ে কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয়ের উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা কলেজ অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল বাংলার সর্বপ্রথম নামকরা কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এরই নতুন নাম হয় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

কারিগরি শিক্ষা প্রসার :-

কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ সংবাদপত্রগুলি কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য দাবি জানানো শুরু করে। এর পরিণতি হিসেবে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে ওঠে একই উদ্দেশ্যে।

বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট :-

আইনজীবী তারকনাথ পালিত কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য নিজ অর্থ ব্যয়ে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন প্রথমে সোসাইটি

ফর প্রোমোশন অফ টেকনিকাল এডুকেশন। এই সোসাইটির উদ্যোগে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার আপার সার্কুলার রোডে তৈরি হয় বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট। প্রমথনাথ বসু এর প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রথমদিকে দুই ধরনের পাঠক্রম চালু করেছিল এই সংস্থা। যথা তিন বছরের অন্তর্বর্তী পাঠক্রম এবং চার বছরের মাধ্যমিক পাঠক্রম । তিন বছরের অন্তর্বর্তী পাঠক্রমে ছিল যন্ত্রবিজ্ঞান ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র, ভূবিদ্যা, ফলিত রসায়ন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অধীনে আসে। বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এর নতুন নাম হয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজি। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ শাসক এবং শিল্পপতিরা ভারতীয়দের কারিগরি ক্ষেত্রে অদক্ষ বলে মনে করতেন। এজন্য তাঁরা কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এতে বাংলায় কারিগরি শিক্ষার যথার্থ প্রসারও হয়নি। তবে স্বাধীনতার পরে ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসারে নানা পদক্ষেপ করা হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম হল ভারতের বিভিন্ন শহর সহ পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি প্রতিষ্ঠা করা। এটি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি পরবর্তীকালে নানা ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়।

সমহার বৃদ্ধি ও হ্রাসের খুঁটিনাটি

বিজন সাহা, শিক্ষক
ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল
জলপাইগুড়ি

দৈনন্দিন জীবনে আমরা এমন অনেক কিছু পেয়ে থাকি যার একটি প্রারম্ভিক মান থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার মান নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় যেমন জনসংখ্যা, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদির মান বৃদ্ধি পায় এবং যন্ত্রপাতি, আয়ু ইত্যাদির মানের নির্দিষ্ট সময় অন্তর হ্রাস পায়। কোনও কিছুর মান সমহারে বা নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে তাকে সমহার বৃদ্ধি বা হ্রাস বলে, সেক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ণয়ের নিয়ম আমরা প্রয়োগ করতে পারি। সমহারে বৃদ্ধির সূত্র এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের সূত্র একই রকম।

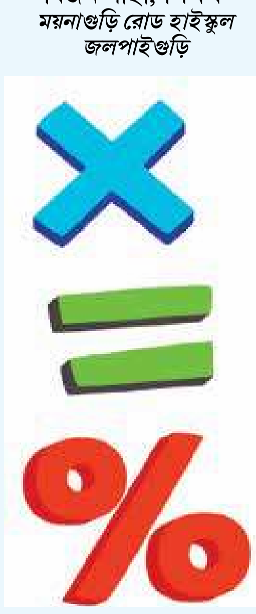

মাধ্যমিক গণিত

কোন শহরের বর্তমান জনসংখ্যা P এবং সমাহার বৃদ্ধি r% হলে n বছর পর জনসংখ্যা

$$A = P(1+\frac{r}{100})^n$$

এখন সমাহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যদি প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে $r_1\%,\ r_2\%,\ r_3\%$ হয় তাহলে,

$$A = P(1+\frac{r_1}{100})\ (1+\frac{r_2}{100})\ (1+\frac{r_3}{100})$$

আবার কোনও দ্রব্যের মূল্য P টাকা এবং হ্রাস বা অবচয়ের হার বার্ষিক r% হলে n বছর পর বস্তুটির মূল্য হবে $A= P(1-\frac{r}{100})^n$

সমহার বৃদ্ধি বা হ্রাসের সমস্যাগুলি সমাধান করার সময় মনে রাখতে হবে, এখানে পুরো সমস্যাটাই একটি গল্পের মতো যেখানে গল্পের একটি শুরু ও শেষ থাকবে। তোমাদের সেই শুরুটিকে চিহ্নিত করে তাকে P হিসেবে ও শেষটিকে চিহ্নিত করে তাকে A হিসেবে ধরতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ কোনও শহরের বর্তমান জনসংখ্যা 80000 (এখান থেকে গল্পের শুরু অর্থাৎ P = 80000) এবং ওই জনসংখ্যা প্রতিবছর 5% হারে বৃদ্ধি পেলে 3 বছর পরে ওই জনসংখ্যা হবে 92610 (এখানে গল্পের শেষ অর্থাৎ A= 92610)

সূত্রে প্রয়োগ করলে সম্পর্কটি হবে $A= P(1+\frac{r}{100})^n$

অর্থাৎ $926100 = 80000 \times (1+\frac{5}{100})^3$

অন্য আরেকটি উদাহরণ নিয়ে দেখি,

যদি কোনও মেশিনের বর্তমান মূল্য 72900 টাকা, মেশিনটির মূল্য প্রতি বছর 10% হারে হ্রাস পায় 3 বছর আগে মেশিনটির মূল্য ছিল 100000 টাকা।

এখানে কিন্তু গল্পটির শুরু হয়েছিল তিন বছর আগে অর্থাৎ P=100000 টাকা এবং গল্পটি শেষ হয়েছে বর্তমানে অর্থাৎ A = 72900 টাকা।

সূত্রে প্রয়োগ করলে সম্পর্কটি হবে $A= P(1-\frac{r}{100})^n$

অর্থাৎ $72900 = 100000(1-\frac{10}{100})^3$

গল্পটিকে যদি আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাই এবং আরও দু’বছর পর মেশিনটির মূল্য কত হবে তা হিসেব করার চেষ্টা করি তবে, সেক্ষেত্রে গল্পটি শুরু হবে বর্তমান সময় থেকে অর্থাৎ P = 72900 এবং শেষ হবে 2 বছর পর অর্থাৎ 2 বছর পর যা মূল্য হবে তা হবে A। সূত্রে প্রয়োগ করলে সম্পর্কটি হবে,

$$A= P(1-\frac{r}{100})^n = 72900(1-\frac{10}{100})^2 = 72900(1-\frac{1}{10})^2$$
$$= 72900 \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} = 59049$$

এভাবে আমরা যে কোনও গল্পের শুরু এবং শেষকে চিহ্নিত করে খুব সহজেই সমহার বৃদ্ধি বা হ্রাসের অঙ্কগুলি করতে পারি।

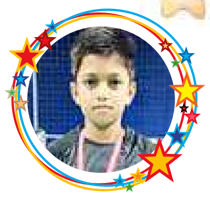

ছোট্ট তারা

অনূর্ধ্ব-১১ রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৫-এ ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতেছে জলপাইগুড়ির টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির আহিল হোসেন রহমান।

পুজোর আগে সংস্কার নিয়ে সংশয় ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের

বিল বিতর্কে আটকে রাস্তার কাজ

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগেই নতুন রাস্তা মিলবে। সেই আশায় দিন গুনছেন মাল পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকরা। তবে তা আদৌ কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে সন্দেহ বাড়ছে। এদিকে, রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ঠিকাদারের বিল নিয়ে বিতর্কের জেরে আটকে রয়েছে শহরের ওই ওয়ার্ডের একটি রাস্তার কাজ। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ মিটার। সরকার সমিতির মোড় থেকে জাতীয় সড়ক বা হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার জন্য দীর্ঘদিন সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

২০১৯-'২০ সালে পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় ওই রাস্তাটির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। বিটুমিনাস ব্যবহার করে রাস্তার কাজের জন্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০২০ সালে শিলিগুড়ির ঠিকাদার বাবন রায়কে ওই কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়। তিনি কিছুটা কাজ শুরু করলেও পরে জানা যায় রাস্তাটির কাজের কোনও সরকারি অনুমোদন নেই। তবুও ঋণ নিয়ে ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে রাস্তা নির্মাণের প্রথম ধাপের কাজ শেষ করেন তিনি। স্বপন সাহা চেয়ারম্যান থাকাকালীন ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রশাসনিক অনুমোদন পুরসভায় আসে। অনুমোদনের প্রায় এক বছর পর ১১ লক্ষ টাকার আংশিক বিল পেয়েছেন ঠিকাদার। তারপর ফের কাজ চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'স্বপন সাহার আমলেই এই রাস্তার কাজের বিল আটকে ছিল। এখন ঠিকাদার বিল পেয়েছেন।'

৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধান রাস্তার বেহাল দশা। মালবাজারে।

> প্রায় ৫ বছর আগে কাজ শুরু করেছিলাম। এক মাস আগে সেই কাজের আংশিক বিল পেয়েছি। সেসময়ে ১২ শতাংশ জিএসটি দিতে হয়েছে এখন সেটা বেড়ে ১৮ শতাংশ হয়েছে। ফলে কাজ করার পরেও আমাদের বড় লোকসান সহ্য করতে হবে।
>
> **বাবন রায়,** ঠিকাদার

পুজোর আগে শহরের ভাঙাচোরা রাস্তা মেরামতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা। চলতি সপ্তাহে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তাটির কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও অকালবর্ষণের জন্য কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছে না বলে জানাচ্ছে রাস্তা নির্মাণকারী ঠিকাদার সংস্থা। এছাড়া তাদের দাবি, কাজ করতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে সংস্থার বকেয়া বিলের কিছুটা পুরসভা দিলে কাজ করতে সুবিধা হত বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ঠিকাদার বাবন বলেন, 'প্রায় ৫ বছর আগে কাজ শুরু করেছিলাম। এক মাস আগে সেই কাজের আংশিক বিল পেয়েছি। সেসময়ে ১২ শতাংশ জিএসটি দিতে হয়েছে এখন সেটা বেড়ে ১৮ শতাংশ হয়েছে। ফলে কাজ করার পরেও আমাদের বড় লোকসান সহ্য করতে হবে।' এদিকে অনবরত বৃষ্টির জন্যও কাজে বাধা পড়ছে।

রাস্তাটি এখনও না সারানোর কারণে রবিবার বাটাইগোল বাজারে সাপ্তাহিক হাট বসলে তেশিমলা থেকে আসার পথে যানজটে আটকে পড়েন যাত্রীরা। সেই মুহূর্তে কোনও রোগী আটকে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যা বাড়ে। তাছাড়া প্রচুর স্কুল পড়ুয়াও ওই পথে চলাচল করে। বর্ষায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। এদিকে ওই রাস্তাটি ছাড়াও ৪, ৭ ,১০, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু জায়গাতেও রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। এনিয়ে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকবার ঠিকাদারকে কাজটি শুরু করতে অনুরোধ করেছি।'

মুখ্যমন্ত্রী যেতেই রাস্তার ধারে ভ্যাট

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ি শহরে এসেছিলেন ১০ সেপ্টেম্বর। তার প্রাক্কালে দিনরাত এক করে পরিষ্কার করা হয়েছিল শহরের আনাচে-কানাচে। আনন্দ চন্দ্র কলেজ এলাকায় রাস্তার পাশে রাখা ভ্যাটও সরে গিয়েছিল। নিমেষে মিটে গিয়েছিল দুর্গন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই বেশ খুশি হয়েছিলেন এলাকাবাসী। তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ভ্যাট সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু, ফের যথাস্থানে ভ্যাট রাখায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

এলাকার বাসিন্দা সুনির্মল চক্রবর্তী বলেন, 'একদিন হঠাৎ দেখলাম ভ্যাট সহ দুর্গন্ধ সব গায়েব হলে গেল। পরে জানলাম মুখ্যমন্ত্রী আসছেন এই শহরে। আর ভ্যাটের পাশে থাকা প্রধান সড়ক দিয়েই যাবেন। তাই ভ্যাট সরানোর সঙ্গে ব্লিচিং-ফিনাইল সহ যাবতীয় জিনিস দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শহর থেকে বেরিয়ে যেতেই ফের নাকে আসতে শুরু করে দুর্গন্ধ। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য সেই ভ্যাট সরানো হলে আমাদের জন্য নয় কেন?' তাঁর আরও বক্তব্য, এই এলাকায় একটি কলেজ সহ বেসরকারি একটি স্কুল রয়েছে। তার মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার পাশে রয়েছে ভ্যাট। বিভিন্ন এলাকার মানুষ বর্জ্য ফেলে যান এই ভ্যাটে। এত দুর্গন্ধ বের হয় যে একমুহূর্ত দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

অন্যদিকে, এলাকার ওই স্কুলে সন্তানকে নিয়ে আসা কুহেলিকা রায়ের মন্তব্য, 'অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ভ্যাট থেকে আবর্জনা উপচে রাস্তায় পড়ে থাকে। জনবহুল এলাকায় এমনটা কাম্য নয়। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখানো হল শহর খুব পরিষ্কার। আর আসলে যে কী, তা আমরাই দেখছি।'

সংশ্লিষ্ট ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তারকনাথ দাসের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী আসায় প্রশাসনের তরফে ওই ভ্যাট সরিয়ে অঞ্চল অফিসে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তা তো স্থায়ী জায়গা নয়, তাই ফের নিয়ে আসা হয়। মানুষের অনেক সুবিধা হয় ভ্যাট থাকায়। যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে পারেন।'

টিআই নম্বর দেওয়া শুরু

ময়নাগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ময়নাগুড়ি শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকার টোটোচালকদের টিআই নম্বর দেবে পুরসভা। যেসব টোটোচালক শহর এলাকাতে টোটো চালান তাঁদেরকে এই টিআই নম্বর দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'শহর লাগোয়া কিছু টোটোচালকদের আমরা পুরসভার তরফে টিআই নম্বর দেওয়া শুরু করেছি। পুজোর আগেই এই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। এরপর পুর এলাকায় তাঁরাই টোটো চালাবেন যাঁদের পুরসভার টিআই নম্বর থাকবে।' টিআই নম্বর দেওয়ার কাজ শেষ হলে গ্রামীণ এলাকার টোটো শহরে এসে যাত্রী পরিষেবা দিতে পারবে না বলেও মনোজ জানিয়েছেন। এই বিষয়ে নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক শৌভিক মণ্ডল বলেন, 'গ্রামীণ এলাকার টোটো শহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এর ফলে শহর এলাকার টোটোচালকরা ভাড়া পাচ্ছেন না। শহর পার্শ্ববর্তী এলাকার টোটোচালকদের টিআই নম্বর দিয়ে বাইরের টোটোর শহরে ঢোকা বন্ধ করলে শহরের প্রায় দু'হাজার টোটোচালক উপকৃত হবেন।'

ধুলোয় ঢেকেছে ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাব

অবহেলা ও অযত্নে পড়ে ঐতিহ্যবাহী ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাব।

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন সদস্য। নতুন করে কমিটি গড়া সম্ভব হয়নি ১০-১১ বছর। সাধারণ সভা ডাকা যায়নি ২০-২৫ বছরেও। অধিকাংশ দিনই দরজা খোলা হয় না। ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যায় বহু বছরের পুরোনো একটি ঘর। বড় অযত্ন আর অবহেলায় রয়েছে উত্তরবঙ্গের একসময়ের ঐতিহ্যবাহী ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাব। ক্লাবের প্রাক্তন সহকারী সভাপতি অসীম চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'একসময় এই ক্লাবকে গোটা উত্তরবঙ্গ চিনত। ১৯৭৯ সাল থেকে আমি নিজেই ক্লাবের হয়ে জলপাইগুড়ি লিগে খেলা শুরু করেছি। জেনারেল মিটিং ডেকে নতুন করে কমিটি গঠন করা জরুরি।' নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া উচিত বলে মত প্রাক্তন সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তীর।

১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটি সেই সময়ে রেজিস্ট্রেশন করা একমাত্র ক্লাব। তখন আর কোনও ক্লাব ছিল কি না সন্দেহ। ষাট থেকে আশির দশকে উত্তরবঙ্গজুড়ে ফুটবলে রাজ করেছে এই ক্লাব। ফুটবলে সেই সময় এ টিম, বি টিম এবং সি টিম ছিল। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে কলকাতার বিভিন্ন ফুটবল দলে দাপিয়ে খেলেছেন ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাবের ফুটবলাররা। আর এখন বছরের অধিকাংশ দিন ক্লাবঘরটি তালাবন্ধ থাকে।

ভলেন বসুনিয়া টাউন ক্লাবেই ফুটবল খেলতেন। ১৯৭২ সালে ডাক পেলেন কলকাতা খিদিরপুর ক্লাবে। দু'বছর সেখানে খেলার পর ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ সাল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলেন। ১৯৭৬ সালের পর ডাক পান পোর্ট ট্রাস্টে। পরবর্তীতে সেখানেই দলের অধিনায়কত্ব এবং চাকরি দুই'ই মিলল। বর্তমানে অবসর নিয়ে কলকাতায় রয়েছেন। ময়নাগুড়িতেও বাড়ি রয়েছে তাঁর। মাঝেমধ্যেই আসেন বাড়িতে। তাঁর দাদা প্রয়াত গিরেন বসুনিয়া সেইসময় ইস্টবেঙ্গলে খেলার ডাক পেয়েছিলেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে যাননি। ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাবের ফুটবলার প্রয়াত মনকা দে অসম বরদৌলি টুর্নামেন্টে খেলেছেন। প্রয়াত কানু দে সেইসময় ভুটান রাজার ডিনারে আমন্ত্রিত হয়ে ভুটানে চাকরি এবং দলের হয়ে খেলার সুযোগ পান। এই সবই ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাবের ইতিহাস।

সেই ক্লাব বাড়িই এখন একাকিত্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন মেরেকেটে ২০ জন আছেন ক্লাবে। কাউকেই নিয়মিত দেখা যায় না। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে শুরু করার কথা বললেন প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক বিশ্বজিৎ দে (বাপি)। এই ক্লাবের পাশেই বাড়ি ছিল প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পিকে ব্যানার্জি)। যদিও তাঁরা পরবর্তীতে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন।

ময়নাগুড়ির সেই গর্বের ক্লাব আজ বড় অসহায়, একাকী । তবে সদস্যরা চাইছেন সেই সুদিন ফের ফিরে আসুক।

বর্তমান অবস্থা

- নতুন করে কমিটি গড়া সম্ভব হয়নি ১০-১১ বছর
- সাধারণ সভা ডাকা যায়নি ২০-২৫ বছর
- বছরের অধিকাংশ দিন ক্লাবঘরটি তালাবন্ধ থাকে
- এখন মেরেকেটে ২০ জন আছেন ক্লাবে
- কাউকেই নিয়মিত দেখা যায় না

বিশ্বকর্মাপুজোয় পিকনিক

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৭ সেপ্টেম্বর : বুধবার বিশ্বকর্মাপুজোর মণ্ডপে ঢাকের বাদ্যিতে শোনা গেল আগমনীর সুর। জেলা শহর জলপাইগুড়িতে সবচেয়ে বড় পুজো রাষ্ট্রীয় পরিবহণ দপ্তরের ডিপোতে এদিন সকাল থেকেই ছিল পুজো নিয়ে উন্মাদনা। ঠিক তার বিপরীতে থাকা নেতাজিপাড়া বেসরকারি বাসস্ট্যান্ড এবং তার পাশে থাকা ছোট প্রাইভেট গাড়িস্ট্যান্ডেও বেশ জমজমাট হয়েছে শিল্প-স্থাপত্যের দেবতার পুজো। এছাড়া জেলা শাসক দপ্তর, পুলিশ লাইন, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অ্যাম্বুল্যান্স সংগঠন সহ বিভিন্ন অফিসে বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতিটি পাড়ার মোড়েই ছিল এলাহি আয়োজন। সে আধুনিক গানে নাচ হোক কিংবা খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ – সবেতেই ছিল আনন্দ। আনন্দ কখন উদ্দীপনায় পৌঁছে বিশ্বকর্মা বাবা থেকে 'বিশ্বকর্মা মাই কি জয়' হয়ে যায়, তার উত্তর নেই যাঁরা চিৎকার করছিলেন তাঁদের কাছেও। সবই হয়তো খিচুড়ি আর সুরা এফেক্ট।

এদিন জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি মিনিবাস স্ট্যান্ড মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের তরফে পুজোর আয়োজন করা হয়। নর্থবেঙ্গল মোটরকর্মী সংঘের ময়নাগুড়ি শাখার পুজো এবার ছোট করে আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিটির সম্পাদক সুনীল দাস। ময়নাগুড়ি স্বর্ণশিল্পী ব্যবসায়ী সমিতির বড় পুজোমণ্ডপ, আলোকসজ্জা সকলের নজর কাড়ে। বিকেল থেকেই সবাইকে খিচুড়ি প্রসাদ বিলি করা হয়। ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী সমিতির পুজো উপলক্ষ্যে নিত্যদিনের মাছের বাজার এদিন বন্ধ রাখা হয়। এদিন পুজো ঘিরে বিভিন্ন জায়গায় পিকনিকের আসর বসে।

মালবাজার শহরেও ধুমধাম করে বিশ্বকর্মার আরাধনা হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স স্ট্যান্ড, ছোট গাড়ির স্ট্যান্ড সহ সব গ্যারাজে পুজো হয়েছে। শহরের বড় পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম মালবাজার দমকলকেন্দ্রের পুজো। সেখানে পুজোর পাশাপাশি আলোকসজ্জাও বেশ ভালো। এছাড়া পুজো হয়েছে মাল পুরসভা, থানা, বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার অফিসে। পুরসভায় প্রায় দু'কুইন্টাল খিচুড়ি বিতরণ করেছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের মালবাজার ডিপো, মাল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে ধুমধাম করে পুজো হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতভর পিকনিক চলেছে শহরের বহু গ্যারাজ, ওয়ার্কশপ, কারখানায়। বুধবার সকাল থেকে বৃষ্টি উপেক্ষা করে পুজোর ধুম পড়ে যায় শহরের ইতিউতি। সেইসঙ্গে বাজারেও ছিল উপচে পড়া ভিড়। সবথেকে বড় আয়োজন ছিল শ্রমিক সংগঠনগুলোর পুজোকে ঘিরে। পরিবহণ শ্রমিক, নির্মাণকর্মী, টোটো ইউনিয়নের পুজোয় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বেশ কয়েকটি পুজো কমিটির উদ্যোগে নানা প্রতিযোগিতা এবং অনুষ্ঠান হয়।

বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার বিশ্বকর্মাপুজো। মালবাজারে। -অভিষেক ঘোষ

এনবিএসটিসির পুজো। জলপাইগুড়িতে। -মানসী দেব সরকার

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির পুজোয় ভোজ। ময়নাগুড়িতে। -বাণীব্রত চক্রবর্তী

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	৩
বি পজিটিভ	-	৪
ও পজিটিভ	-	৬
এবি পজিটিভ	-	১

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	-	১০
ও পজিটিভ	-	১৪
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১১

রক্তদান

ধূপগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : তেরাপন্থ যুবক পরিষদের ধূপগুড়ি শাখার উদ্যোগে বুধবার শহরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে মোট ৫৬ জন রক্তদান করেন। শিবিরে পুর প্রশাসক সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

অরুণ আলোর অঞ্জলি

মহালয়া ১৪৩২

শরৎ। আসে। হাসে। কাশে। আকাশে। আশ্বাসে। আলোর ফুলকি লাগে। তনু-মনে। জীবনে। জীবনছুঁয়ে উঠে আসে গল্পেরা। নবীনে-প্রবীণে, নিবেদনে ১ ডজন গল্প।

পুজোর গল্প

বিপুল দাস
কাটামুণ্ডের রহস্য
সেবন্তী ঘোষ
হেমনলিনীর গল্প
অনির্বাণ নাগ
এক কামরার দূরত্ব
অনিন্দিতা গুপ্ত রায়
সে নহি সে নহি
হিমাংশু রায়
বোদংয়ের প্রথম মহালয়া
মনোমিতা চক্রবর্তী
উপলব্ধি
মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী
জানি নাই তো, তুমি এলে

রাজন্যা ভৌমিক
ডাক্তার রায়
শুভ্র মৈত্র
কলের মিস্ত্রি
শুভ্রদীপ চৌধুরি
থিমের নাম জ্বর
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
মায়ের ডাক
রাজা সাহা
উদ্ভিদ
শবরী চক্রবর্তী
কি জাদু রামের নামে
পুজোর ট্রেন্ড সাইয়ারা

মহালয়ার ভোরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে এই বিশেষ সংখ্যা

মৃত্তিকার অনন্তা থিমে সাজবে পান্ডাপাড়া

অনসূয়া চৌধুরী

এল এল পুজো এল

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : একটা সময় ছিল যখন গ্রামে গেলেই দেখা যেত ধামা, ঢোল। এতে ভরা থাকত ধান, যা দেখলে কমবেশি সকলে একবার হলেও মনে মনে বলতেন, 'উচ্ছে বেগুন পটল মুলো, বেতের বোনা ধামা কুলো'। এমনই হারিয়ে যাওয়া বাংলার ঐতিহ্যকে নবপ্রজন্মের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব নিয়েছে পান্ডাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। ৯৭তম বছরে তাদের থিম 'মৃত্তিকার অনন্তা'। অর্থাৎ মাটির তৈরি ডাকের সাজে মায়ের চিন্ময়ী রূপে থাকবে অনন্তা রূপ, যা মা দুর্গার অনন্ত প্রকৃতি ও মহিমাকে বোঝাবে।

পান্ডাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপ।

মায়ের অনন্তা রূপ প্রসঙ্গে পুজো কমিটির সদস্যরা জানান, দেবী দুর্গা জগতের কাছে মা হিসেবে পরিচিত। দুর্গার বিভিন্ন রূপের নাম রয়েছে। সেই ১০৮টি রূপের মধ্যে একটি হল অনন্তা, যার অর্থ অসীম। অর্থাৎ মা দুর্গার অসীম শক্তিই প্রতিমায় ফুটে উঠবে।

ইতিমধ্যে পান্ডাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির প্যান্ডেলের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। নিদয়ার শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে 'মৃত্তিকার অনন্তা' থিম। কী নেই সেই কাজে! বাঁশ, হোগলা পাতা, শীতলপাটি, বাঁশের তৈরি ঝুড়ি, কুলো, ঢোল, চালন, চাটাই সহ ঝিনুক, কাপড় সবই। এছাড়া মণ্ডপের শোভা বাড়াবে শিলিগুড়ির কুমোরটুলি থেকে আসা ডাকের সাজের প্রতিমা।

পুজো কমিটির সম্পাদক তন্ময় চন্দর কথায়, 'কয়েক বছর আগেও এইসব জিনিস শহর থেকে গ্রামে সর্বত্র দেখা যেত। কিন্তু প্লাস্টিক, ফাইবারের দাপটে তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে বসেছে। তাই আমরা চেষ্টা করছি সেইসব জিনিসকে তুলে ধরতে। ধামা, ঝুড়ি দিয়ে পুতুলও তৈরি করা হচ্ছে। যার মধ্যে ঝিনুকও থাকছে, যা মণ্ডপসজ্জাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলবে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের কাছে এবং শিল্পীদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টির সঙ্গে মোকাবিলা করা। এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা প্যান্ডেলের গায়ে বসানো সম্ভব হচ্ছে না। বৃষ্টিতে আঠা খুলে যাচ্ছে। তবুও চেষ্টা থেমে নেই। মাঝে রোদ উঠলে যতটা সম্ভব কাজ এগিয়ে রাখছেন শিল্পীরা।'

এই পুজোর বাজেট প্রায় ২১ লক্ষ টাকা। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় শিল্পীরা। এই ক্লাব সারাবছরই বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি করে থাকে। তবে পুজোর মধ্যে বস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি পুজোর চারদিন প্রসাদ বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।

পুজোর গন্ধ

- পান্ডাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি
- এবার ৯৭তম বছর
- পুজোর বাজেট প্রায় ২১ লক্ষ টাকা
- মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে নদিয়ার শিল্পীরা
- আলোকসজ্জায় রয়েছেন স্থানীয় শিল্পীরা

পৃথিবীর পাঠশালা

ডাক্তারের নতুন কান

স্টেথোস্কোপ প্রায় ২০০ বছর ধরে ডাক্তারদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। কিন্তু এখন তা-ও আপগ্রেড হয়েছে! বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন স্মার্ট স্টেথোস্কোপ। এই যন্ত্র শুধু হৃদস্পন্দন শোনায় না, এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে হার্টের সমস্যাও বলে দিতে পারে। সাধারণ স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনতে হলে ডাক্তারের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু স্মার্ট স্টেথোস্কোপ হার্টের শব্দ রেকর্ড করে তার বিরাট ডেটাবেসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। কোনও অস্বাভাবিকতা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে সতর্ক করে দেয়। এটি হার্টের রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই, সেখানে এই যন্ত্র জীবন বাঁচাতে পারে।

সৌভাগ্যের পাথর, এক অমূল্য রত্ন

২০০৬ সালে, ফিলিপিন্সের এক জেলে সমুদ্রের নীচে একটি বিশাল ঝিনুক থেকে নোঙর সরাতে গিয়ে এক বিশাল পাথর খুঁজে পান। পাথরটির ওজন ছিল প্রায় ৩৪ কেজি। এটি ছিল আজ পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক মুক্তা। কিন্তু সেই জেলে এর আসল মূল্য জানতেন না! তিনি এটিকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করে প্রায় দশ বছর ধরে তাঁর খাটের নীচে রেখে দিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে তিনি যখন নতুন বাড়িতে যান, তখন এটি একজন ট্যুরিজম অফিসারকে দেখান। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেন, এর মূল্য ৯৩ মিলিয়ন ডলার! এটি ট্রাইডাকনা গিগাস নামের এক বিশেষ ঝিনুকের ভেতরে তৈরি হয়েছিল।

কাচের বোতলে মাইক্রোপ্লাস্টিক

বহুদিন ধরে আমরা ভেবে আসছি যে পানীয়ের জন্য কাচের বোতল সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু একটি নতুন গবেষণা আমাদের সেই ধারণা পালটে দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, কাচের বোতলে প্লাস্টিকের বোতলের চেয়েও বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিক থাকতে পারে! এর কারণ অবশ্য কাচ নয়, বোতলের ঢাকনা এবং ভেতরের লাইনিংয়ে ব্যবহার করা পলিমাইক্রোপ্লাস্টিক উপাদান। গরম বা ঘষার ফলে এই উপাদান থেকে ছোট ছোট কণা পানীয়ের সঙ্গে মিশে যায়। কিছু পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, কাচের বোতলের প্রতি লিটার জলে প্রায় ১০ হাজার পর্যন্ত মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা থাকতে পারে। এই কণাগুলি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

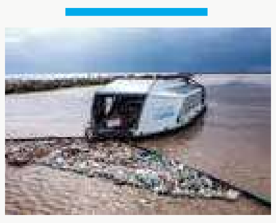

সমুদ্রের রাক্ষসকে ধরা!

নেদারল্যান্ডস-এর প্রকৌশলীরা সমুদ্রের প্লাস্টিক আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য এক অসাধারণ পদ্ধতি তৈরি করেছেন। এটি ৬০০ মিটার লম্বা একটি ভাসমান সিস্টেম, যা সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসতে থাকে এবং প্লাস্টিক আবর্জনা সংগ্রহ করে। এই প্রকল্পের নাম 'দ্য ওশান ক্লিনআপ প্রোজেক্ট'। এর লক্ষ্য ২০৪০ সালের মধ্যে সমুদ্র থেকে ৯০ শতাংশ প্লাস্টিক পরিষ্কার করে ফেলা। এই প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই হাজার হাজার টন প্লাস্টিক ও অন্য আবর্জনা সংগ্রহ করেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এই আবর্জনা দিয়ে তারা সানগ্লাস-এর মতো জিনিসও বানাচ্ছে, যা আবার বাজারে বিক্রিও হচ্ছে। এটি প্রমাণ করে যে মানব উদ্ভাবন গ্রহের ক্ষতি সারাতেও পারে।

ফাঁকা কলেজে

প্রথম পাতার পর

কারণ হতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন। মালবাজারের বাসিন্দা উচ্চমাধ্যমিক পাশ সন্দিতা ঘোষের কথায়, 'আগামীদিনে কিছু করতে হলে হাতেকলমে কাজ শেখাই একমাত্র ভরসা। তাই জেনারেল লাইন ছেড়ে স্কিলভিত্তিক কোর্সে যেতে বাধ্য হয়েছি।'

অতিমারির পর থেকেই সাধারণ কোর্সের বদলে পেশামুখী কোর্সের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে বলেই মত বানারহাট কার্তিক ওরাওঁ হিন্দি সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক এসএম রাকিবুজ্জামানের। জেলার নয়টির মধ্যে মাত্র তিনটি কলেজে এখনও পর্যন্ত ভর্তির সংখ্যা দেড় হাজার পেরিয়েছে। এরমধ্যে ময়নাগুড়ি কলেজে ১,৫১৬ জন, জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজে ১,৬০০ জন এবং ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ে এখনও পর্যন্ত ১,৬৪৮ জন প্রথম সিমেস্টারে ভর্তি হয়েছেন। যদিও কলেজের মোট আসনের তুলনায় ভর্তির এই সংখ্যা অনেকটাই কম। পরিস্থিতির উন্নতি নিয়ে আশাবাদী আনন্দ চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস দাস বলেন, 'এখনও পর্যন্ত বেশ ভালো সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফের সুযোগ থাকছে ফর্ম ফিলআপের।'

ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নীলাংশুশেখর দাসের কথায়, 'ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে সিলেবাস, সবটাই একটা বদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। আশা করছি পরিস্থিতি ইতিবাচক দিকেই যাবে।'

তবে বাস্তব বলছে জেলার নয় কলেজে মোট ১৯ হাজার ৭৩২টি আসনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে মাত্র ৭,০৭৯ জন। সেটা শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বিশ্লেষণ করা যাবে কিছুদিন পর।

কাঁপছে বোন

প্রথম পাতার পর

চোখে আলো পড়তেই চিতাবাঘটা ওই বাড়ির উঠোন থেকে কয়েক ফুট দূরে ঝোপের কাছে অস্মিতকে ফেলে লাগোয়া জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল।'

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অস্মিতের মা প্রমীলা রায় ওরাওঁ। এদিনও ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছিলেন তিনি। কথা বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। স্বামী শত্রুঘ্ন পুত্রহারা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে একসময় নিজেই কেঁদে উঠলেন হাউহাউ করে। দম্পতির বড় ছেলে মিলনও ভাইকে হারিয়ে কেঁদেই চলছিল। হতদরিদ্র ওই পরিবারটি একান্নবর্তী। যে কারণে জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো পিঠোপিঠি ভাইবোনের মধ্যে খুবই টান ছিল।

খেরকাটা গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের মাঠে এবারও দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলের জন্য বাঁশ বাঁধা হয়েছে। এদিন মা দুর্গার সেই মঞ্চও শুনসান। একটি বাচ্চাও সেখানে খেলতে যায়নি। এদিন বিকেলে ময়নাতদন্তের পর অস্মিতের দেহ বাড়ি ফিরে এলে গ্রাম যেন কান্নায় ভেঙে পড়ে। ডায়না নদীর পাড়ে যখন অস্মিতকে শেষবারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সংগীতা একবার ছুটে গেল সেদিকে। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। আগমনীর আগেই অস্মিতকে বিদায় জানাল তার গ্রাম।

ব্রিজ ভেঙে বিপর্যয়।। প্রবল বৃষ্টিতে দেরাদুনে ক্ষতিগ্রস্ত একটি সেতুর একাংশ। বুধবার। -পিটিআই

জাতীয় সড়কে ঝামেলায় জড়াল ব্যবসায়ী-ট্রাফিক পুলিশ

দাঁড়ানো লরি সরাতে বচসা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সড়ক দখল করে ব্যবসায়ী ও গাড়িচালকদের দাদাগিরির সাক্ষী থাকল ধূপগুড়ি। বচসায় জড়িয়ে পড়ল ট্রাফিক পুলিশও। শহরের মিলপাড়া মোড় তথা ধূপগুড়ি ফালাকাটা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে। চালবোঝাই একটি লরি জাতীয় সড়ক দখল করে দাঁড়িয়ে পড়া থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। সিসিটিভি ক্যামেরায় রাস্তা দখল করে গাড়ি দাঁড় করানো দেখে পুলিশ রাস্তায় নামে। প্রথমে লরিটিকে সতর্ক করে জাতীয় সড়ক দখলমুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে চালক তা মানতে চাননি। সেখান থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে।

যে গোডাউন মালিকের চাল লরি থেকে নামানো হচ্ছিল তাঁকে ডেকে পাঠাতেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে। মালিক অসুস্থ

> জাতীয় সড়ক না আটকানোর জন্য প্রথমে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তা না মানায় আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে।
>
> **অরিন্দম পালচৌধুরী**
> ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক)

জানিয়ে গোডাউনের ম্যানেজার ঘটনাস্থলে আসতেই বচসা আরও বেড়ে যায়। ম্যানেজারের দাবি, রাত ১০টা বেজে গিয়েছে। তাই রাস্তায় লরি দাঁড় করালে অসুবিধা হবে না। অন্যদিকে ট্রাফিকের তরফে বলা হয়, রাত ১০টা পেরিয়ে যাওয়া মানেই রাজ্য সড়ক দখল করা যাবে তা নয়। মানুষের হাঁটাচলা ও অন্যান্য গাড়ি চলাচলের জন্য রাস্তা যানজটমুক্ত রাখতে হবে। এ নিয়ে দুই পক্ষের বচসা বাড়তে থাকে। শেষে ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জরিমানা

জাতীয় সড়ক দখল করে দাঁড়িয়ে লরি। -সংবাদচিত্র

করে। যুক্তি-তর্কের মাঝেই লরি সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া আইন কেউ হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলেও জানানো হয়।

এই ঘটনায় জলপাইগুড়ির ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, 'জাতীয় সড়ক না আটকানোর জন্য প্রথমে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু তা না মানায় আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' একই কথা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ধূপগুড়ির মহকুমা পুলিশের এসডিপিও গেলসেন লেপচাও। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, লরিটি অবৈধভাবে পার্কিং জোন ছাড়াই দাঁড়িয়ে থাকায় জরিমানা করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী উত্তম সরকারের কথায়, 'ধূপগুড়ি-ফালাকাটাগামী জাতীয় সড়কের অর্ধেকের বড় অংশ দখল করে লরিটি দাঁড়িয়েছিল। ট্রাফিক গার্ড লরি সরাতে বলতেই গোডাউন ব্যবসায়ীর ম্যানেজার এসে বচসা শুরু করে। যেভাবে লরিটি দাঁড়িয়েছিল, তাতে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। ট্রাফিক পুলিশ ঠিকই করেছে।'

তবে, এই ঘটনা নতুন নয়। জাতীয় সড়কের ধারে থাকা গোডাউন ব্যবসায়ীদের একাংশ দিনের পর দিন রাস্তা দখল করে গাড়ি রেখে দাদাগিরি দেখায় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এ নিয়ে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'ঘটনাটি শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

টোটো নিয়ন্ত্রণে

প্রথম পাতার পর

সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখে টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে বেশ কিছু নিয়ম কার্যকর করতে সিদ্ধান্ত হয়েছে। যার মধ্যে অতিরিক্ত যাত্রী বহন, ভাড়া নিয়ে সমস্যা, যাত্রীদের সঙ্গে চালকের খারাপ ব্যবহার সমস্তটাই দেখা হচ্ছে। নিয়ম না মানলে টোটো বাজেয়াপ্ত করে জরিমানা করা হবে।'

টোটো নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। অতিরিক্তি ভাড়া নেওয়া থেকে শুরু করে, মদ্যপ অবস্থায় টোটো চালানো, যাত্রীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ, এমনকি যাত্রীকে মারধরের অভিযোগ পর্যন্ত রয়েছে টোটোচালকের বিরুদ্ধে। সেইসঙ্গে শহরের যানজটের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচল। পুরসভার তরফে টিআইএন প্রদান করে টোটোকে একাধিকবার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে সফল হয়নি কর্তৃপক্ষ। এবার টোটোকে নিয়ন্ত্রণ করতে জরিমানার পথে হাঁটতে চলেছে পুরসভা। পুলিশ এবং টোটো ইউনিয়নের সঙ্গে বৈঠক করে নিয়ম ভাঙলে জরিমানা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ।

পুরসভার তরফে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে তাতে প্রথমেই বলা হয়েছে, ১৮ বছরের নীচে কেউ টোটো চালাতে পারবে না। মদ্যপ অবস্থায় টোটো চালাতে গিয়ে ধরা পড়লে প্রথমবার ১০০০ টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার টিআইএন বাতিল এবং টোটো বাজেয়াপ্ত থাকবে প্রশাসনের কাছে। চালকের পাশের আসনে যাত্রী থাকলে প্রথমবার ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। এই অপরাধ যদি কোনও চালক একাধিকবার করেন সেক্ষেত্রে টিআইএন বাতিল পর্যন্ত হবে। রাতে যদি টোটোতে আলো না থাকে সেক্ষেত্রে ২০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। কোনও টোটোচালকের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করলে ৫০০ টাকা জরিমানার কথা ঘোষণা করেছে পুরসভা।

এছাড়াও স্কুল পোশাকে থাকা ছাত্রছাত্রী, প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের গন্তব্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে টোটোচালকরা 'যাব না' বলতে পারবেন না। এই সকল যাত্রীর ক্ষেত্রে টোটোচালকদের প্রথম দুই কিলোমিটার ন্যূনতম ভাড়া ১০ টাকা নিতে হবে। পরবর্তী প্রতি কিলোমিটার ৫ টাকা করে নিতে হবে। সাধারণ যাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রথম দুই কিলোমিটার ন্যূনতম ভাড়া ১৫ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি কিলোমিটার ৫ টাকা করে নিতে হবে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'জরিমানার টাকা পুরসভায় জমা দিতে হবে। টাকা জমার রসিদ দেখানোর পরেই বাজেয়াপ্ত থাকা টোটো ছাড়া পাবে।'

বুধবার এমজেএন স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা নগেন রায়।

ফের বিজেপির মঞ্চে নগেন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : কয়েকমাস আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে রীতিমতো বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন দলেরই রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা নগেন রায়। বলেছিলেন, 'উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে দূরবিন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' প্রায় দেড় বছর পর কোচবিহারে সেই নগেন রায়কেই বিজেপির কর্মসূচিতে দেখা গেল। মাঝে অবশ্য তৃণমূলের সঙ্গেও সখ্য বেড়েছিল সাংসদের।

বিজেপি ও নগেন ফের কাছাকাছি আসায় রাজবংশী ভোটব্যাংকে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। নগেনবাবু স্পষ্ট বলেছেন, 'এতদিন বিজেপির কর্মসূচিতে ডাক পেতাম না। তাই আমাকে দেখা যেত না। এখন ডেকেছে তাই এসেছি। ভবিষ্যতে ডাকলেও থাকব।' নগেনকে যে বিজেপি বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তা বুধবারের কর্মসূচিতে স্পষ্ট। এদিন কোচবিহার শহরের এমজেএন স্টেডিয়ামে নরেন্দ্র কাপ ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ হয়। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন সহ বিধায়করা সেখানে উপস্থিত থাকলেও চ্যাম্পিয়ন ট্রফি বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন নগেন।

অনেকেই বলছেন, বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসায় বিজেপি নগেনবাবুকে কাছে রাখার চেষ্টা করছে। আবার কারও দাবি, বিজেপির কাছাকাছি গিয়ে তৃণমূলের কাছে নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর দাবি করছেন সাংসদ। তবে এসব কথাকে পাত্তা দিতে রাজি নন বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'উনি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। ওঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে,

> **ভোটব্যাংক**
>
> - প্রায় দেড় বছর পদ্ম শিবিরের কোনও কর্মসূচিতে সাংসদ নগেন রায়কে দেখা যায়নি
> - মাঝে তৃণমূলের সঙ্গেও তাঁর সখ্য নিয়ে চর্চা পদ্ম শিবিরকে অস্বস্তিতে ফেলে
> - নয়া সমীকরণের পেছনে অনেকে রাজবংশী ভোটব্যাংক কারণ হিসেবে দেখছেন

উনি এসেছেন। তাতে আমরা আনন্দিত। পরবর্তীতেও আমাদের কর্মসূচিতে থাকবেন।'

কটাক্ষ করে তৃণমূলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের কথা, 'যখন তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব কোচবিহারে আসেন তখন নগেন রায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। আবার বিজেপির নেতৃত্ব এলে তাঁদের সঙ্গেও দেখা করেন। নগেনবাবু কখন কোন দলের সঙ্গে থাকেন তা হয়তো তিনি নিজেও জানেন না। তবে এতদিন পর তিনি বিজেপির কর্মসূচিতে গেলেও তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।'

কোচবিহারের নির্বাচনগুলিতে রাজবংশী ভোট বড় ফ্যাক্টর। এই ভোটারদের একটি বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ থাকে গ্রেটার নেতা নগেনের হাতেই। তাই তিনি যেদিকে থাকেন সেদিকের পাল্লা ভারী বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। গত বিধানসভা নির্বাচনে নগেন রায় বিজেপিকেই সমর্থন করেছিলেন। জেলায় নয়টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ছয়টিই বিজেপির দখলে যায়।

গত লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের সময় বিজেপির তরফে নগেনের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি বলে তিনি প্রকাশ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দলীয় প্রচারেও তাঁকে দেখা যায়নি। প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের মনোনয়ন জমার দিন তাঁকে দেখা গেলেও তারপর থেকে বিজেপির কর্মসূচিতে তাঁকে আর দেখা যায়নি। সেই নির্বাচনে নিজেদের আসনটি হাতছাড়া হয় পদ্ম শিবিরের। এরপর একাধিকবার প্রকাশ্যেই বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নগেন। লোকসভা নির্বাচনের পর কোচবিহার সফরে এসে নগেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির সাংসদ হলেও তারপর থেকে তাঁর তৃণমূলের সঙ্গে সখ্য বেড়েছিল। আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর সভায় প্রোটোকল মেনে সাংসদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য মোদির সভামঞ্চে তিনি হাজির হয়েছিলেন। এবার বিজেপির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব কমায় এখন নতুন করে রাজনৈতিক অঙ্ক কষা শুরু হয়েছে।

এদিন এমজেএন স্টেডিয়ামে নরেন্দ্র কাপ ফুটবলের আসরে অভিজিৎ, নগেনের পাশাপাশি বিধায়ক মালতী রাভা, নিখিলরঞ্জন দে সহ বিজেপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

পদ্মের অন্দরে ডামাডোল

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : অরুণ মণ্ডলকে জেলা সভাপতির পদ থেকে হটানোর পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচনে নিজের এলাকার প্রার্থীদের জেতাতে আলাদা করে কর্মসূচি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির বিক্ষুব্ধ সদস্যরা। সূত্রের খবর, বুধবার শিবমন্দিরের কাছে একটি হোটেলে বিক্ষুব্ধদের গোপন বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে অন্তত ১৫০ জন বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মী ছিলেন বলে খবর। সেখানে বিধানসভাভিত্তিক একটি করে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্যে পৃথক কমিটি তৈরি করা হয়েছে। নিজ নিজ এলাকার প্রার্থীদের জেতাতে ওই কমিটিগুলি জেলার মাদার কমিটির বাইরে গিয়ে কাজ করবে।

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি নিয়ে ডামাডোল সামলাতে আগামী সপ্তাহেই রাজ্য নেতৃত্বের শিলিগুড়িতে আসার কথা রয়েছে। ওই সময় অরুণের বিরুদ্ধে জেলা কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখানোরও সিদ্ধান্ত হয়েছে এদিনের বৈঠকে। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির একাধিক প্রাক্তন জেলা সভাপতি, বর্তমান বিধায়কদের ঘনিষ্ঠরা এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সামনের সারিতে থেকে বিক্ষুব্ধ ওই গোষ্ঠীকে তাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে খবর।

জন্মদিনের

প্রথম পাতার পর

অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারত-পাক যুদ্ধবিরতির খবর সমাজমাধ্যমে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন ট্রাম্পই। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধবিরতি একতরফাভাবে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। কৃতিত্ব দাবি করার এমন কৌশল যেন মোদিও রপ্ত করে ফেললেন। মোদি-ট্রাম্প কথায় দুই দেশের সম্পর্কে খানিকটা হলেও ফের সুবাতাস বইবার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। পাশাপাশি ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধানের কথা বলে মোদি বুঝিয়ে দিয়েছেন, ওই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষপাতী নয়াদিল্লি।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ ছিল, রাশিয়ার তেল কিনতে ভারতের খরচ করা অর্থ ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে বিনিয়োগ করে মস্কো। সেই অভিযোগে জল ঢালতেই যেন ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপের পর এক্স হ্যান্ডেলে নির্দিষ্টভাবে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের অবস্থান ফের জানিয়ে দিলেন নির্দিষ্টভাবে। যদিও শুল্ক নিয়ে আঘাতের জেরে ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, তার নিরাময় কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেশ-বিদেশের আরও অনেক বিশিষ্টরা। যে তালিকায় আছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে, ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামা, মাইক্রোসফটের প্রাক্তন কর্তা বিল গেটস প্রমুখ।

বলি ১

প্রথম পাতার পর

জাতীয় সড়কের এই অংশে যানবাহনের গতি প্রায়শই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। বিশেষত বৃষ্টির সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। এদিন সকালেও সেই ঘটনাই ঘটেছে।

উৎসবের সকালে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে শহরে। ওই পেট্রোল পাম্পের বিশ্বকর্মাপুজো বন্ধ হয়ে যায়। অনেকেই প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, দ্রুত ওই বিপজ্জনক মোড়ে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে স্পিডব্রেকার ও সিসিটিভি বসানো হোক।

পরিচ্ছন্নতায় সফল কুমারগ্রাম থানা

পিকাই দেবনাথ ও নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কামাখ্যাগুড়ি ও কুমারগ্রাম, ১৭ সেপ্টেম্বর : কুমারগ্রাম থানার অন্তর্গত কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ি এবং বারবিশা পুলিশ ফাঁড়িকে যেন চেনাই যাচ্ছে না। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশের পর এমনই দৃশ্য চোখে পড়েছে কুমারগ্রাম থানা এলাকায়। কোথাও নেই কোনও আবর্জনা, প্লাস্টিক বা গাছের পাতাও।

পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে প্রতিটি থানা ও পুলিশ ফাঁড়িকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশিকা জারি করেছিলেন ওয়াই রঘুবংশী। যাতে থানা চত্বরে কোনওভাবেই প্লাস্টিকের প্যাকেট, খালি জলের বোতল ইত্যাদি আবর্জনা না পড়ে থাকে। পানের পিকের মতো হরেক তামাকজাত দ্রব্যে ও উচ্ছিষ্টের দিকেও কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছিল। পুলিশকর্মী ও আধিকারিকরা যে সেই কাজে হাত লাগিয়েছেন, কুমারগ্রাম থানা এলাকার ছবিতেই তা স্পষ্ট।

একথা ঠিক যে পুলিশকর্মীদের ব্যস্ততা, থানা ও ফাঁড়ি চত্বরে রোজ বহু মানুষের সমাগমের জন্য পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছিল পুলিশ আধিকারিকদের। তবে যা-ই হোক না কেন, থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্রে কোনওরকম অজুহাত শোনা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। গত সোমবার কুমারগ্রাম থানার পাশাপাশি কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি ও বারবিশা ফাঁড়ির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বলকর, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী সহ জেলা পুলিশের অন্য শীর্ষকতারাও।

তবে সেই পরিদর্শনের আগেই থানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে এবং পুলিশ ফাঁড়িগুলিকে আরও ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। পরিকল্পনামতো কুমারগ্রাম থানায় ঢোকার মূল ফটকের আশপাশের সমস্ত আবর্জনা সাফাই করার পাশাপাশি থানার শতাব্দীপ্রাচীন ভবনের অন্দরমহল চুনকাম করা হয়। এছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য থানার ভেতরে রঙিন পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি করা হয় এবং প্রত্যেকটি ফুল গাছের নতুন করে পরিচর্যা করে পুরোনো টবগুলি পরিবর্তন করা হয়।

একইভাবে কুমারগ্রাম থানার অন্তর্গত কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়িকেও ঢেলে সাজানো হয়েছে। বাদ যায়নি বারবিশা পুলিশ ফাঁড়িও। স্বাভাবিকভাবেই পুজোর আগে থানা ও পুলিশ ফাঁড়িগুলির চেহারা পরিবর্তনে পুলিশ আধিকারিকদের পাশাপাশি খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও।

কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা সবসময়ই চাই থানা এবং ফাঁড়িগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুক। সেদিকে নজর থাকে। আগামীতেও থানা ও ফাঁড়িগুলির পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখব।'

প্লাস্টিকবিহীন কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ি চত্বর। -সংবাদচিত্র

'পাকিস্তান হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে'

প্রথম পাতার পর

'ভারতীয় সেনার হামলায় মৌলানা মাসুদ আজহারের পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে।'

বুধবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার বীরত্বের কথা শোনা গিয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মুখেও।

তিনি বলেন, 'ভারতীয় সেনার বীরত্বের কথা আমাদের বলার প্রয়োজন নেই। জইশের কমান্ডারই বলে দিয়েছেন। আবার জঙ্গি হামলা হলে আবারও আমরা অপারেশন সিঁদুরের মতো জবাব দেব।'

মোদি নিজের জন্মদিনে বুধবার দেশের প্রথম 'প্রধানমন্ত্রী মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিওন অ্যান্ড অ্যাপারেল (পিএম মিত্র) পার্ক'-এর শিলান্যাস করেন। ঐতিহাসিক হায়দরাবাদ মুক্তি দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, '১৭ সেপ্টেম্বর সর্দার প্যাটেলের দৃঢ় নেতৃত্বে ভারতীয় সেনা মুক্ত করেছিল হায়দরাবাদকে। বহু বছর এই সাহসিকতা প্রাপ্য সম্মান পায়নি। আজ আমাদের সরকার সেই অমর ইতিহাসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে দেশীয় পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনার কেনা জিনিসে ভারতীয় পরিশ্রমের ঘাম আর মাটির গন্ধ থাকতে হবে। দেশকে আত্মনির্ভর করতে হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে আমি ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে দেখতে চাই।'

জোড়া পেনাল্টি জেতাল রিয়ালকে

৮ গোলের থ্রিলার, ড্র জুভেন্তাস-ডর্টমুন্ড ম্যাচ

মাদ্রিদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুতেই হোঁচট খেতে পারত রিয়াল মাদ্রিদ। যদি না মার্সেইঁয়ের ডিফেন্ডার ফাকুন্দো মেদিনা রিয়ালের স্ট্রাইকার ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে আটকাতে গিয়ে বক্সের মধ্যে বল হাতে লাগাতেন। সেই সুবাদেই পেনাল্টি পায় রিয়াল। তা থেকেই জয়সূচক গোলটি করেন কিলিয়ান এমবাপে। ফরাসি তারকার অপর গোলটিও পেনাল্টি থেকেই।

মঙ্গলবার রাতে পিছিয়ে পড়েও মার্সেইঁয়ের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে ম্যাচ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। ৫ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড। ২২ মিনিটে আরদা গুলারের ভুলে এগিয়ে যায় মার্সেই। সমতা ফেরাতে অবশ্য খুব বেশি সময় নেয়নি রিয়াল। ২৮ মিনিটে রডরিগো পেনাল্টি আদায় করেন। স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদে ভুল করেননি এমবাপে। ম্যাচে ফিরলেও জয়সূচক গোলের জন্য যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হল রিয়ালকে। ৭২ মিনিটে ড্যানি কার্বাহাল লাল কার্ড দেখায় আরও চাপে পড়ে যায় মাদ্রিদ জায়েন্টরা। শেষপর্যন্ত আরও একটি পেনাল্টি যেন আশীর্বাদ হয়ে নেমে এল রিয়ালের জন্য। সেই সুযোগেই গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন এমবাপে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচ ৪-৪ গোলে ড্র করল জুভেন্তাস ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। প্রথম ৫০ মিনিট খেলা দেখে একবারের জন্যও মনেই হয়নি যে ৮টা গোল হতে পারে। তারপর যেন কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুই দলেরই রক্ষণের বাঁধ ভেঙে গেল। একবার জুভেন্তাস তো একবার ডর্টমুন্ড এগিয়ে গেল। ৯০ মিনিট শেষে অবশ্য ৪-২ গোলে এগিয়ে ছিল ডর্টমুন্ড। সংযুক্তি সময়ে জুভেন্তাসের জোড়া গোলে অবশেষে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়। অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ২-০ গোলে হারাল আর্সেনাল। গোল করেন গাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ও লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড।

এদিকে, বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করছে বার্সেলোনা। তবে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচে লামিনে ইয়ামালকে পাচ্ছে না কাতালান জায়েন্টরা। তবুও অভিজ্ঞতা ও মানের নিরিখে এগিয়ে বার্সাই। অন্যদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-নাপোলি ম্যাচে আকর্ষণের কেন্দ্রে কেভিন ডি ব্রুয়েন। সিটি ছাড়ার পর প্রথমবার পুরোনো দলের বিরুদ্ধে খেলবেন তিনি। ডি ব্রুয়েনদের বিরুদ্ধে সিটির লড়াইটা একেবারেই সহজ হবে না। সিরি আ-তে দুর্দান্ত শুরু করেছে নাপোলি। যদিও ইতিহাস বলছে ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের রেকর্ড খুব ভালো নয়। তবুও ব্রুয়েন যে একক দক্ষতায় ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন সেই কথা পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন স্বয়ং সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

এফসি কোপেনহেগেন বনাম **বেয়ার লেভারকুসেন**

ক্লাব ব্রাগ বনাম **মোনাকো**

সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

নিউক্যাসল ইউনাইটেড বনাম **বার্সেলোনা**

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম **নাপোলি**

এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট বনাম **গালাতাসারে**

স্পোর্টিং লিসবন বনাম **এফসি কাইরাত**

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ২-১ মার্সেইঁ

জুভেন্তাস ৪-৪ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড

আর্সেনাল ২-০ অ্যাথলেটিক বিলবাও

টটেনহাম হটস্পার ১-০ ভিয়ারিয়াল

বেনফিকা ২-৩ কারাবাগ এফকে

পিএসভি আইন্দহোভেন ১-৩ ইউনিয়ন সেন্ট-ইউনিয়ন সেন্ট-গিল্লোইসে

রিয়াল মাদ্রিদকে জেতানোর পর চেনা সেলিব্রেশন কিলিয়ান এমবাপের (১০)।

বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে উল্লাস জুভেন্তাসের দুসান ভ্লাহোভিচের।

এক থ্রোয়ে ফাইনালে নীরজ

খেতাবি লড়াইয়ে ভারতীয় তারকার সামনে নাদিম

টোকিও, ১৭ সেপ্টেম্বর : টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গলসে গত দুই বছরে একাধিক রূপকথার জন্ম দিয়েছেন জানিক সিনার ও কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে ভারতের নীরজ চোপড়া ও পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের দ্বৈরথের শুরু সেই ২০১৬ সালে। কিন্তু প্রচারের আলোয় এসেছে টোকিও অলিম্পিক থেকে। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে নীরজ এগিয়ে থাকলেও তাঁকে প্যারিস অলিম্পিকে টেক্কা দেন নাদিম। বুধবার নীরজ ও নাদিম বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছেন। ফলে বৃহস্পতিবার টোকিওতে খেতাবি লড়াইয়ে নীরজ-নাদিমের টক্কর দুজনের চলতি দ্বৈরথে নতুন অধ্যায় যোগ করতে চলেছে। এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান মহারণে হ্যান্ডশেক বিতর্কে সরগরম ক্রিকেট সমাজ। এই অবস্থায় আগামীকাল নীরজ-নাদিমের উত্তেজক লড়াইয়ের অপেক্ষায় আসমুদ্র হিমাচল।

প্রথম থ্রোয়ে সেরাটা দিয়ে দাও- যে কোনও টুর্নামেন্টে নীরজ এই ফর্মুলায় বিশ্বাস রাখেন। বুধবার নীরজ এই সহজ সমীকরণ মিলিয়ে দেন। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের নিয়মানুযায়ী, ফাইনালে ওঠার জন্য প্রতিযোগীদের হয় ৮৪.৫০ মিটার ছুড়তে হত নাহলে সেরা ১২ জনের মধ্যে থাকতে হত। যোগ্যতা অর্জন পর্বে নীরজ প্রথম থ্রোয়ে ৮৪.৮৫ মিটার ছুড়ে ফাইনালে নামার টিকিট আদায় করে ফেলেন। এদিন গ্রুপ 'এ'-তে নীরজই প্রথম থ্রোয়ার ছিলেন। বিশাল না হলেও কার্যকরী থ্রো যোগ্যতামান পেরিয়ে যাওয়ায় সময় নষ্ট না করে ব্যাগপত্তর গুছিয়ে সোজা হাঁটা দেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, আজকের মতো কাজ শেষ। বাকিটা আগামীকাল দেখা যাবে।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ২০২২ সালে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। পরের বছর নীরজ বিশ্বসেরার আসরে সোনার পদক গলায় ঝোলান। ফলে নিজের বর্তমান কোচ জান জেলেজনি (১৯৯৩, ১৯৯৫) ও গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্সের (২০১৯, ২০২২) পর বিশ্বের তৃতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে বৃহস্পতিবার খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে নামবেন নীরজ। এদিন ফাইনালে উঠে তিনি বলেছেন, 'ফাইনালে ওঠা আজ মূল লক্ষ্য ছিল। সেটা পূরণ হয়েছে। আজকের থ্রো আহামরি ছিল না। তবে আমি আজ দূরত্ব নয়, যোগ্যতামান পূরণের টার্গেট নিয়ে নেমেছিলাম। আগামীকাল আসল লড়াই হবে।'

প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী নাদিমের এদিনের রাস্তা অবশ্য নীরজের মতো মসৃণ ছিল না। প্রথম প্রচেষ্টায় নাদিমের জ্যাভলিন মাত্র ৭৬.৯৯ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। দ্বিতীয় থ্রোয়ে যা আরও কমে ৭৪.১৭ মিটারে নেমে আসে। ফলে নীরজ-নাদিমের খেতাবি লড়াই তখন অনেকটাই ফিকে মনে হচ্ছিল। কিন্তু শেষ থ্রোয়ে ৮৫.২৮ মিটার ছুড়ে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেন নাদিম।

নাদিম ছাড়াও আগামীকালের ফাইনালে নীরজকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেন পিটার্স, জুলিয়ান ওয়েবাররা। নীরজের সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে শচীন যাদব ফাইনালের টিকিট পেয়েছেন। তিনি দ্বিতীয় থ্রোয়ে ৮৩.৬৭ মিটার ছুড়ে সেরা ১২ জনের মধ্যে জায়গা করে নেন। ২০২১ সালে টোকিওতেই অলিম্পিকে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। আগামীকাল নাদিম, ওয়েবারদের টপকে ভারতীয় তারকা ফের সোনালি সাফল্য রচনা করতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

বাগান ম্যানেজমেন্ট ও কোচের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : হুয়ান ফেরান্দো, আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের পর এবার কি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে আরও এক স্প্যানিশ কোচের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে?

মরশুম শুরুর আগেই ম্যানেজমেন্টের এক শীর্ষ কর্তা ঘনিষ্ঠ মহলে ইঙ্গিত দেন, এবার এএফসি টুর্নামেন্টে ভালো কিছু করতে না পারলে আর হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে রাখা হবে না। মঙ্গলবার হারের পর গ্যালারি থেকে উঠে আসা 'গো ব্যাক মোলিনা' ধ্বনি ওই কর্তার ভাবনাচিন্তার ভিত আরও শক্ত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আহল এফকে-র বিপক্ষে এক হারেই শিবিরের অন্দরের কোন্দলও প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। কোচের কিছু ভুল সিদ্ধান্ত এবং ফুটবলারদের ফিটনেসের অভাবের দায় এবার নিশ্চিতভাবেই পড়বে মোলিনা ও তাঁর কোচিং স্টাফদের উপর। যদিও মোহনবাগানের হেড কোচ বলছেন, 'আমি একেবারেই চাপে নেই। আমি যা করছি সবটাই নিশ্চিত হয়ে। তাছাড়া আপনাদের মনে থাকবে, গত মরশুমের শুরুটাও ঠিক এভাবেই হয়েছিল আমাদের। কিন্তু আমার হাতে ভাল ফুটবলার আছে। পরবর্তীতে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।' গত মরশুমে ডুরান্ড কাপে হারের পর রাভসান এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র করলেও পরবর্তীতে মোহনবাগান আইএসএল লিগ ও কাপ জয়ী হয়। কিন্তু এবারের মতো তাঁর সংসারের অশান্তি গতবার প্রকাশ্যে এসে পড়েনি।

মোহনবাগানে কোচ তাড়ানোর একটা বিশেষ 'প্যাটার্ন' গত কয়েক বছরে লক্ষ করা গেছে। ফেরান্দো, হাবাস প্রত্যেকেই চ্যাম্পিয়ন করার পর বিতাড়িত হয়েছেন। এবার পরিস্থিতি আরও ঘোরালো। কারণ সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্টও মরশুমের শুরু থেকেই নানা গোলযোগ পাকিয়ে বসে আছে। আর তাঁদের এখন নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলতে বন্দুক রাখার জন্য একটা কাঁধ প্রয়োজন। আর সেটা কোচের থেকে ভালো আর কেই বা হতে পারে! কলকাতা লিগ খেলা নিয়ে প্রতিবারই এক টালবাহানা থাকে। এবার সেটা ডুরান্ড কাপ নিয়েও শুরু করেন এসজি কর্তারা। খেলব কী খেলব না করতে করতে অনেকটা সময় নষ্ট করে প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু হয়। যার ফলে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ডার্বি হেরে বিদায়। এরপর জাতীয় দলে ফুটবলার ছাড়া হল না এসিএলের ম্যাচের অজুহাতে। অথচ ফুটবলে পা না লাগানো কর্তারা বুঝলেনই না যে ফুটবলারদের ছেড়ে দিলে তাঁরা বেশ কয়েকটি ভালো ম্যাচ খেলে নিজেদের তৈরি করার সুযোগ পেতেন। জাতীয় দলে না গিয়েও তো চোটের জন্য খেলতে পারলেন না মনবীর সিং। তাহলে চোটের অজুহাত দিয়ে কেন ফুটবলার ছাড়া হল না?

আসলে এই এসজি কর্তাদের মাথায় সাফল্য চড়ে বসেছে। তাঁরা নিজেদের ফুটবলের থেকেও বড় ভাবতে শুরু করেছেন বলেই এই অবস্থার মুখোমুখি আজ দল। অবশ্যই মঙ্গলবারের ম্যাচে মোলিনার ভুল আছেই। তাঁর ফিজিক্যাল ফিটনেস ট্রেনার কেন এতদিনেও সব ফুটবলারকে ৯০ মিনিটের মতো ম্যাচ ফিট করতে পারলেন না? ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন করলে মোলিনার জবাব, 'আমার ফুটবলাররা সকলেই ফিট। ফিটনেস সমস্যা ছিল, আপনাদের এই কথার সঙ্গে একমত নই।' তাই যদি হয় তাহলে তিনি কেন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ছয় বিদেশি নিয়ে শুরু করলেন না? কেন বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয়ের গোল করা দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে মাঠেই নামালেন না? কেন দীপক টাংরিকে হঠাৎ তুলে ডিফেন্সটা হাট করে খুলে দিলেন? কেন আধা ফিট শুভাশিস বসুকে নামানো হল অভিষেক সিং টেকচামের জায়গায়?

সবমিলিয়ে ডুরান্ড কাপ ডার্বিতে হারের পর আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের শুরুটাই বিশ্রী হওয়ায় বহু প্রশ্নের মুখে এখন মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে কোচ, সকলেই। এসবের প্রশ্নের জটিল জবাব শেষপর্যন্ত তাঁরা মেলাতে পারবেন কি না তা সময়ই বলবে। তার আগে আপাতত যন্ত্রণাময় দিন কাটাতে হবে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের।

আহল এফকে-র বিরুদ্ধে হারের পর হতাশ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

গোল এবং অ্যাসিস্টে ফের চেনা ছন্দে লিওনেল মেসি।

মেসি ম্যাজিকে বদলা মায়ামির

ফ্লোরিডা, ১৭ সেপ্টেম্বর : লিগ কাপ ফাইনালে সিয়াটেল সাউন্ডার্সের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। মেজর লিগ সকারে সেই হারের বদলা নিল ইন্টার মায়ামি।

লিগ কাপ ফাইনালের পর এমএলএসে শার্লটের কাছেও হারতে হয়েছিল লিওনেল মেসিদের। দুই ম্যাচেই নিষ্প্রভ ছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। মেসি জ্বলে উঠতেই ছন্দে ফিরল ইন্টার মায়ামি। তিনি নিজে গোল করলেন আবার করালেনও। সেই সুবাদেই সিয়াটেলকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে এমএলএস ইস্টার্ন কনফারেন্সে প্রথম পাঁচে জায়গা ফিরে পেল মায়ামির ক্লাবটি।

মঙ্গলবার রাতে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। ১২ মিনিটে মেসির পাস থেকে গোল করেন জর্ডি আলবা। ৪১ মিনিটে সেই আলবার সাজিয়ে দেওয়া বল জালে পাঠান লিও। তার আগে ২৮ মিনিটে অবশ্য মেসির একটি শট বিপক্ষের পোস্টে প্রতিহত হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৩-০ করেন ইয়ান ফ্রে। ৬৯ মিনিটে সিয়াটেল একটি গোল শোধ করলেও তা ম্যাচে কোনও ফারাক গড়তে পারেনি।

ভারত সফরে বাদ ব্রেথওয়েট

অ্যান্টিগা, ১৭ সেপ্টেম্বর : আগামী মাসের শুরুতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ভারত সফরে আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যার জন্য ১৫ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করল উইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। দল থেকে বাদ পড়েছেন প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক ক্রেগ ব্রেথওয়েট। ১০০ টেস্টের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্রেথওয়েট চলতি বছরে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টেও প্রথম একাদশে জায়গা খুইয়েছিলেন।

তবে জানুয়ারির পর প্রথমবার টেস্ট স্কোয়াডে ফিরেছেন মিডল অর্ডার ব্যাটার আলিক আথানাজে। দেড় বছরের বেশি সময় পর লাল বলের ক্রিকেটে জায়গা হয়েছে প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান তারকা শিবনারায়ণ চন্দ্রপলের ছেলে তেগনারায়ণের। সব ঠিক থাকলে জন ক্যাম্পবেলের সঙ্গে তেগনারায়ণই ওপেন করবেন।

ফিরলেন আথানাজে, তেগনারায়ণ

জোমেল ওয়ারিকান ও টেস্ট অভিষেক না হওয়া খারি পিয়েরে-মাত্র দুজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে ভারতে আসছেন ক্যারিবিয়ানরা। পার্ট-টাইম স্পিনার হিসেবে রয়েছেন অধিনায়ক রোস্টন চেজ। আসন্ন সাদা বলের ব্যস্ত ক্রীড়াসূচির জন্য বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বাঁহাতি স্পিনার গুডাকেশ মোতিকে। পেস বিভাগের দায়িত্বে আলজারি জোসেফ, শামার জোসেফ, অ্যান্ডারসন ফিলিপ ও জেডন সিলস। ২৪ সেপ্টেম্বর ভারতে পা রাখার কথা ক্যারিবিয়ানদের। আহমেদাবাদে প্রথম টেস্ট শুরু ২ অক্টোবর। ১০ অক্টোবর থেকে নয়াদিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্ট।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোয়াড : রোস্টন চেজ (অধিনায়ক), জোমেল ওয়ারিকান, কেভলন অ্যান্ডারসন, আলিক আথানাজে, জন ক্যাম্পবেল, তেগনারায়ণ চন্দ্রপল, জাস্টিন গ্রিভস, শাই হোপ, টেভিন ইমলাচ, আলজারি জোসেফ, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, অ্যান্ডারসন ফিলিপ, খারি পিয়েরে ও জেডন সিলস।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে আবেগে ভাসলেন সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ৭৫তম জন্মদিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানালেন পিভি সিন্ধু। প্রধানমন্ত্রীর উৎসাহ তাঁর সফল কেরিয়ারে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে সমাজমাধ্যমে সুদীর্ঘ পোস্ট করে সেই স্মৃতিতে ডুব দিলেন ভারতের তারকা শাটলার।

> একজন ক্রীড়াবিদ হিসাবে বহু ট্রফি জিতেছি। দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছি। তবে জীবনে কিছু মুহূর্ত থাকে যেগুলো পদক জয়ের থেকেও উজ্জ্বল। আমার কাছে সেই মুহূর্ত এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতে। শুধুই প্রশংসা নয়, তাঁর কথাগুলো বিশ্বাসের প্রতীক।
>
> **পিভি সিন্ধু**

সিন্ধু লেখেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই তাঁর সাফল্যের ধারা শুরু হয়। অলিম্পিক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জয়ের পর যখনই সাক্ষাৎ হয়েছে কেবলই অভিনন্দন জানাননি প্রধানমন্ত্রী, বরং উৎসাহ জুগিয়েছেন। সিন্ধুর কথায়, 'একজন ক্রীড়াবিদ হিসাবে বহু ট্রফি জিতেছি। দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছি। তবে জীবনে কিছু মুহূর্ত থাকে যেগুলো পদক জয়ের থেকেও উজ্জ্বল। আমার কাছে সেই মুহূর্ত এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতে। শুধুই প্রশংসা নয়, তাঁর কথাগুলো বিশ্বাসের প্রতীক।'

এরপরও সিন্ধু লেখেন, প্রধানমন্ত্রী সবসময় তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন। মনে করিয়ে দেন ক্রীড়াবিদরা দেশের 'রোল মডেল'। সবশেষে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন, প্রিয় স্যর। এই বিশেষ দিনে আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দেশের আরও অগ্রগতি কামনা করি।'

অজিদের হারিয়ে বদলা স্মৃতিদের

নিউ চণ্ডীগড়, ১৭ সেপ্টেম্বর : ভুল থেকে শিক্ষা। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পর্যদুস্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচ ১০২ রানে জিতল হরমনপ্রীত কাউরের ভারতীয় মহিলা দল। সৌজন্যে ক্রান্তি গৌড়দের আঁটোসাঁটো বোলিং। যা দেখা যায়নি প্রথম ম্যাচে। ভারতের ২৯২ স্কোরের জবাবে অজিরা গুটিয়ে যায় ১৯০ রানে। ম্যাচের পর হরমনপ্রীত বলেছেন, 'নিজেদের পরিকল্পনায় আস্থা রাখার ফল এই জয়। আমরা বিষয়গুলো সহজসরল রাখাতেই বিশ্বাসী।'

বোলারদের ছড়ি ঘোরানোর আগে অবশ্য মঞ্চ তৈরি করে দেন ব্যাটাররা। আর সেই ব্যাটিংয়ের নেতৃত্বে স্বপ্নের ফর্মে থাকা স্মৃতি মান্ধানা। গত ম্যাচের অর্ধশতরানের পর এদিন শতরান এল ২৯ বছরের ওপেনারের ব্যাটে। ৯১ বলে ১১৭ রানের ইনিংস সাজানো ১৪টি বাউন্ডারি ও ৪ ছক্কায়। এদিনও রান পাননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত (১৭)। জ্বলে উঠতে পারেননি শিলিগুড়ির রিচা ঘোষও (২৯)।

জবাবে রান তাড়ায় নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে অজিরা। দ্বিতীয় ওভারেই জর্জিয়া ভলকে শূন্য রানে ফেরান রেণুকা সিং ঠাকুর (২৮/১)। ২৮ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন ক্রান্তি। কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন অ্যালিস পেরি (৪৪) ও অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড (৪৫)।

সিরিজের শেষ তথা নির্ণায়ক ম্যাচ শনিবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে।

ওডিআই কেরিয়ারের ১২ নম্বর শতরানের পর স্মৃতি মান্ধানা। বুধবার।

ঝোড়ো শতরান ফিলিপসের

ভালো শুরু করলেও ৪৪ রানে আউট হলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

লখনউ, ১৭ সেপ্টেম্বর : বেসরকারি টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও দাপট জারি অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের। বুধবার অজিরা ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয় ৫৩২/৬ স্কোরে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ভারতের স্কোর ১১৬/১।

প্রথম দিনে শতরান করেছিলেন স্যাম কনস্টাস। বুধবার ঝোড়ো শতরান করলেন জোশ ফিলিপস (৮৭ বলে অপরাজিত ১২৩)। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন লিয়াম স্কট (৮১)। আট নম্বরে নেমে অপরাজিত ৩৯ রানের ইনিংস খেলেন জেভিয়ার বার্টলেট। ফলে ৫.৪৩ রান রেটে মাত্র ৯৮ ওভারে অজিরা তুলে ফেলে ৫৩২ রান।

রান তাড়ায় নেমে শুরুটা ভালো করলেও ইনিংস লম্বা করতে ব্যর্থ বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৪৪)। তাঁকে ফিরিয়ে ভারতকে প্রথম ধাক্কা দেন স্কট (৯/১)। বৃষ্টিতে দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় ক্রিজে নারায়ণ জগদীশান (৫০) ও বি সাই সুদর্শন (২০)।

ওমান ম্যাচে হয়তো বিশ্রামে বুমরাহ

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা!

মরুদেশে ভারতীয় ক্রিকেট দল এই মুহূর্তে এমন আপ্তবাক্যের সেরা উদাহরণ। পাকিস্তানকে নিয়ে ছেলেখেলা করা। বাইশ গজে অপারেশন সিঁদুর। সঙ্গে এশিয়া কাপের সুপার ফোর নিশ্চিত করে ফেলা।

এমন ফুরফুরে আবহের মধ্যে আজ আরও সুখবর এসেছে টিম ইন্ডিয়ার জন্য। টি২০ বোলারদের র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন রহস্য বোলার বরুণ চক্রবর্তী। ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, কুড়ির ক্রিকেটে বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে এই প্রথমবার শীর্ষস্থান পেয়েছেন বরুণ। জসপ্রীত বুমরাহ, রবি বিষ্ণোইয়ের পর তিন নম্বর ভারতীয় হিসেবে এমন নজির গড়লেন বরুণ। ব্যাটারদের র‍্যাংকিংয়েও ভারতীয়দের দাপট। কুড়ির ক্রিকেটে ব্যাটারদের তালিকায় সবার উপরে রয়েছেন ওপেনার অভিষেক শর্মা।

টি২০ র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে বরুণ-অভিষেক

বরুণ-অভিষেকদের নিয়ে সুখবরের দিন মরুদেশে বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। রবিবার পাকিস্তান ম্যাচে অনায়াস জয়ের পর সোমবার ছুটি ছিল টিম ইন্ডিয়ার। গতকাল দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অনুশীলন করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। অনুশীলন শেষে দুবাইয়ে দলের সঙ্গে সফররত ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে জন্মদিনের কেকও কেটেছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তুলেছেন সেলফিও। একইসঙ্গে ভারতীয় দলের দীর্ঘ অনুশীলনে বারবার সামনে এসেছে টিম বন্ডিং। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে দলের এক নম্বর বোলার বুমরাহকে মাঠের ধারে দীর্ঘসময় আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। ভারতীয় দলের একটি সূত্রের দাবি, শুক্রবারের ওমান ম্যাচে হয়তো বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার পথে হাঁটতে চলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। বুমরাহর বদলে হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিং, কাকে খেলানো হবে, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি এখনও। এমন জল্পনার মধ্যেই জানা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার নেটে স্থানীয় নেট বোলার হিসেবে পাক পাসপোর্ট থাকা বোলারদের ‘নিষিদ্ধ’ করার চমকপ্রদ সিদ্ধান্তের কথাও।

গতরাতের টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে নেটে ব্যাটিং-বোলিংয়ের পাশে ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের নজরদারিতে দীর্ঘসময় ফিল্ডিং চর্চাও হয়েছে ভারতীয় দলের। যেখানে অলরাউন্ডার হার্দিক থেকে শুরু করে বাঁহাতি জোরে বোলার অর্শদীপ-সকলকেই খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে। প্রথমে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, পরে পাকিস্তানকে হারিয়ে স্বপ্নের ছন্দে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ক্রিকেটের সব বিভাগেই দাপট দেখিয়ে চলেছেন সূর্যরা। একমাত্র উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে রয়েছে দোলাচল। এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার জোড়া ম্যাচ জয়ের আসরে একবারও ব্যাট হাতে নামতে হয়নি সঞ্জুকে। তাঁকে দিয়ে যে ওপেন করানো হবে না, আগেই জানা ছিল দুনিয়ার। কিন্তু মিডল অর্ডারে ঠিক কত নম্বরের জন্য ও কোন ভূমিকায় সঞ্জুকে ভাবছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, স্পষ্ট হয়নি। ভারতীয় দলের একটি সূত্রের খবর, শুক্রবারের ওমান ম্যাচে সঞ্জুকে টপ অর্ডারে সুযোগ দেওয়া হতে পারে।

শেষপর্যন্ত যাই হোক না কেন, মরুদেশে সূর্যের সংসার এখন আদ্যন্ত সুখী পরিবার। যেখানে জোড়া ম্যাচ জয়ের পাশে এশীয় সেরা হওয়ার স্বপ্ন দেখাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

অনুশীলনে খামতি নেই জসপ্রীত বুমরাহর (বাঁয়ে)। স্পিন অস্ত্রে শান বরুণ চক্রবর্তীর।

পাকিস্তানের আপত্তি সত্ত্বেও ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটই

নাটক শেষে এক ঘণ্টা পর শুরু ম্যাচ

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : যত কাণ্ড দুবাইয়ে। নাকি পাকিস্তানে?

নাটকের পর নাটক। বাস্তবের মেগা সিরিয়ালও লজ্জা পাবে। চাপ তৈরির খেলা। আবার পালটা চাপ সামলাতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়াও। আবার অনেকের মতে, পাকিস্তানের গালে ফের সপাটে চড়।

রবিবার প্রতিবেশী ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে লজ্জার হার। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার তরফে পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সঙ্গে সৌজন্যের করমর্দন না করা। ভারতের তরফে এমন জোড়া ধাক্কা কিছুতেই হজম করতে পারছে না পাকিস্তান। সূর্যকুমার যাদবদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের ধাক্কা ও লজ্জার ড্যামেজ কন্ট্রোলে শুধুই অজুহাতের পথে পাকিস্তান। কখনও হুমকি এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর। কখনও ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে সরাতেই হবে। না সরানো হলে এশিয়া কাপে খেলবে না পাকিস্তান। ছিঁচকাঁদুনি বাচ্চাদের মতো একের পর এক আবদার ও দাবি। শেষপর্যন্ত যার কোনওটাই মানা হয়নি। পাকিস্তান এশিয়া কাপ বয়কট করেনি। এক ঘণ্টা দেরিতে ম্যাচ খেলতে নেমেছে। আজ নিজেদেরই আবার সলমন আলি আঘাদের ম্যাচে ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পেয়েছেন পাইক্রফটই।

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে আজ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ শাহিন শা আফ্রিদিদের। এশিয়া কাপের সুপার ফোর নিশ্চিত করতে হলে পাকিস্তানকে জিততেই হবে এই ম্যাচ। কিন্তু তার আগে শেষ কয়েক ঘণ্টায় যে নাটক করল পাকিস্তান, তার ফল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করে পালটা চাপের খেলায় গিয়েছিল পাকিস্তান। ব্যাকফুটে চলে যেতে হল। ভারতের হাত না মেলানোর ধাক্কা যে এতটা জোরদার হতে পারে, অপারেশন সিঁদুরের মতোই তার প্রভাব হতে পারে- কে আর ভেবেছিল। প্রতিবেশী পাকিস্তান হয়তো ভেবেছিল, এশীয় ক্রিকেট সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে চাপে রেখে তারা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে আইসিসি-র চেয়ারম্যানের পদে যে জয় শা বসে রয়েছেন, সেটা বোধহয় পাকিস্তান ক্রিকেটের শীর্ষ কর্তা মহসিন নকভি ভুলে গিয়েছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলন বয়কটের পর গতরাতে পাকিস্তানের তরফে আইসিসি-র কাছে ফের একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সেই চিঠিতে দাবি করা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচে ম্যাচ রেফারি হিসেবে পাইক্রফট যেন না থাকেন। দুবাইয়েই থাকা রিচি রিচার্ডসনকে ম্যাচ রেফারির ভূমিকায় চেয়েছিল পাকিস্তান। এই দাবিতে অনড় থেকে আজ নির্ধারিত সময়ে হোটেল থেকে টিম বাসে চড়েননি সলমনরা। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হতে থাকে। আইসিসি ও এসিসি কর্তাদের সঙ্গে পাকিস্তানের ম্যারাথন আলোচনা শুরু হয়। সেই আলোচনায় শেষপর্যন্ত নিজেদের স্টান্স বদলাতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়ালে বিপুল আর্থিক ক্ষতির পাশে আগামীদিনে নানা সমস্যায় পড়তে হবে বুঝে নিয়ে শেষপর্যন্ত ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সামান্য আগে পিসিবি প্রধান নকভি তাঁর দলের ক্রিকেটারদের মাঠে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রায় একই সময়ে আইসিসি-র তরফে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের রবিবারের ম্যাচে কোনও ভুল ছিল না। ভারত-পাক মহারণের সবদিক খতিয়ে দেখেছে আইসিসি। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, ম্যাচ রেফারির ভূমিকায় কোনও ভুল নেই। উপরি হিসেবে পাকিস্তানকে নিয়ে সমাজমাধ্যমে রীতিমতো ট্রোল করা হয়েছে। যার নির্যাস, পাকিস্তান ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত দলই নয়। আইসিসি-র মনোভাব বুঝে যাওয়ার পর রাতের দিকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ম্যাচ রেফারি পাইক্রফট পাক অধিনায়ক ও দলের ম্যানেজারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। বাস্তবে আদৌ এমন হয়েছে কিনা, তা নিয়ে বিস্তর ধন্ধ রয়েছে।

তবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে না পেরে এবার আইসিসি-র বিরুদ্ধে নয়া ম্যাচ শুরুর দিকে এগিয়ে গেল পাকিস্তান। যার ফলে পাকিস্তানের ফের মুখ পোড়ে কিনা, সেটাই দেখার।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে নামার আগে টিম ম্যানেজার নাভেদ আক্রামের সঙ্গে আলোচনায় পাকিস্তানের অধিনায়ক সলমন আলি আঘা।

পাকিস্তানের ছিঁচকাঁদুনি

- পিসিবি-র বক্তব্য ছিল, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট পাক অধিনায়ক ও দলের ম্যানেজারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। যদিও আইসিসি-র দাবি, পাইক্রফট ভারত-পাক ম্যাচে কোনও ভুল করেননি।
- পাইক্রফটের বদলে রিচি রিচার্ডসনকে ম্যাচ রেফারি হিসেবে চেয়েছিল পাকিস্তান।
- দাবি পূরণ না হওয়ায় আজ নির্ধারিত সময়ে হোটেল থেকে টিম বাসে চড়েননি সলমন আলি আঘারা।
- পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় আইসিসি ও এসিসি কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে পিসিবি।
- শেষপর্যন্ত নিজেদের অবস্থান বদলে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সামান্য আগে পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি তাঁর দলে ক্রিকেটারদের মাঠে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

সিমরনের স্পিনে চাপে পাকিস্তান

পাকিস্তান- ১৪৬/৯
সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-৬৬/৩
(১১ ওভার পর্যন্ত)

দুবাই, ১৭ সেপ্টেম্বর : মাঠের বাইরের পর এবার মাঠের ভেতরেও চাপে পাকিস্তান। সুপার ফোরে পৌঁছাতে গেলে জিততেই হবে এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান দল মাঠে দেরিতে আসায় ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে। তারপর টসে হেরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে জুনেইদ সিদ্দিকি (১৮/৪), সিমরনজিৎ সিংয়ের (২৬/৩) পেস-স্পিনের ককটেলে হাঁসফাঁস করল পাকিস্তান। গত দুই ম্যাচের মতো এদিনও খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফেরেন সাইম আয়ুব। প্রথম ওভারে পঞ্চম বলেই আয়ুবকে ফেরান জুনেইদ। পরের ওভারে ফের জুনেইদের শিকার হন আরেক পাক ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান (৫)। ৯/২ হয়ে যাওয়ার পর হাল ধরেছিলেন অধিনায়ক সলমন আলি আঘা (২০) ও ফখর জামান (৫০)। তৃতীয় উইকেটে ৬১ রানের জুটিতে দলের ব্যাটিংকে ট্র্যাকে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু শুভমান গিলের বাল্যবন্ধু সিরমনজিৎ আসরে নামতেই চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান। প্রথমে সিমরনজিৎ তুলে নেন সলমনকে। এরপর তিনি পেয়ে যান হাসান নওয়াজ (৩) ও খুশদিল শা-কে (৪)। ব্যর্থ হন মহম্মদ হ্যারিস (১৮), মহম্মদ নওয়াজও (৪)। শেষদিকে শাহিন শা আফ্রিদির (অপরাজিত ২৯) জন্য ১৪৬/৯ স্কোরে পৌঁছাতে সক্ষম হয় পাকিস্তান।

শূন্যের হ্যাটট্রিক সাইমের

রানতাড়ায় নেমে দুবাইয়ের মন্থর পিচে সমস্যায় পড়েছে আমিরশাহিও। দলের দুই সেরা ব্যাটার আলিশান শরফু (১২) ও অধিনায়ক মুহাম্মদ ওয়াসিম (১৪) তাড়াতাড়ি ফিরে যান। শেষখবর পাওয়া পর্যন্ত আফগানিস্তান ১১ ওভারে ৩ উইকেটে ৬৬ রান তুলেছে। ক্রিজে ধ্রুব পরাশর (১৫) ও রাহুল চোপড়া (১৩)।

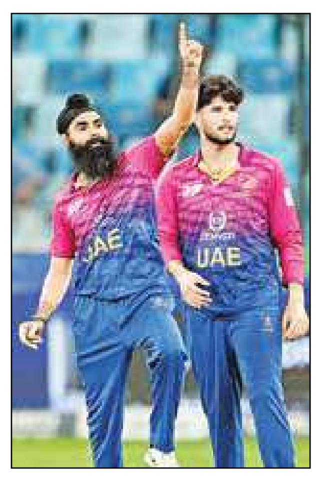

তিন উইকেট নিয়ে উল্লাস আমিরশাহির সিমরনজিৎ সিংয়ের।

এশিয়া কাপে আজ

আফগানিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা

সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** আবু ধাবি
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

এফসি গোয়ার হার

মারগাঁও, ১৭ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু'য়ের প্রথম ম্যাচে এফসি গোয়া ২-০ গোলে আল জাওরার বিরুদ্ধে হেরে গেল। প্রথমার্ধে বলের নিয়ন্ত্রণ দখলে রাখলেও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ইকের গুয়ারেটেক্সেনারা। উলটে ৪৪ মিনিটে জাওরাকে এগিয়ে দেন রেজিক বানি হানি। দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা বেশি বদলায়নি। সুযোগ এলেও আল জাওরার রক্ষণ ভাঙতে পারেনি গোয়া। ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে নিজার মাহমুদ আল রাশদান গোল করে জাওরার জয় নিশ্চিত করেন।

ইস্টবেঙ্গলে জাপানি স্ট্রাইকার

নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের বদলে নয়া বিদেশি ইস্টবেঙ্গলে। বুধবার জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকিকে দলে নেওয়ার কথা জানাল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। জাপানের কাসিওয়া রিসোলে শুরু করে তিনি প্রথম ইউরোপীয় ফুটবলে পা রাখেন ২০০৯ সালে। স্পেনের জিরোনা এফসি-র মতো নামী দলে সেই সময় দুই বছর কাটিয়ে তিনি চলে যান সেভিয়া এফসি-তে। ২০১৪ সালে আবার জাপানে ফিরে যান হিরোশি। এরপর অস্ট্রেলিয়ার এ লিগেও প্রথমে এডিলেড এফসি-তে খেলতে গিয়ে প্রথম ম্যাচেই গোল করেন। পরে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডেও যোগ দেন। ইস্টবেঙ্গলে এলেন এই ক্লাব থেকেই। ৩৪ বছরের ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার এই স্ট্রাইকার মূলত কোচ অস্কার ব্রুজোঁর পছন্দ। তিনি বলেছেন, ‘হিরোশি অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং উঁচুমানের স্ট্রাইকার। ওর হেডিংও খুব ভালো। অনেক ভালো ভালো দলে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।’ হিরোশির সঙ্গে মরশুমের শেষ পর্যন্ত চুক্তি করা হয়েছে।

নয়া সভাপতি নিয়ে দোলাচল চলছেই

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : দিন এগিয়ে আসছে। জল্পনা শেষ হচ্ছে না!

২৮ সেপ্টেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই সভা নিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে আগ্রহ, উন্মাদনা বাড়তে শুরু করেছে। সঙ্গে রয়েছে বিস্তর প্রশ্নও।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, হরভজন সিং ও রঘুরাম ভাট। ২৮ সেপ্টেম্বরের এজিএমে ভারতীয় ক্রিকেটের এই তিন প্রাক্তন ক্রিকেটারের থাকা নিশ্চিত। মিঠুন মানহাস, জয়দেব শা-র মতো ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রাক্তন তারকারাও থাকবেন সেদিনের এজিএমে। প্রশ্ন হল, এই তালিকা থেকেই কি কাউকে বিসিসিআইয়ের আগামী সভাপতি হিসেবে দেখা যাবে? সঠিক জবাব কোথাও নেই। কিন্তু কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট। এক, শেষ পর্যন্ত যিনিই বিসিসিআইয়ের সভাপতি পদে বসুন না কেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আশীর্বাদ তাঁকে পেতেই হবে। দুই, আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা-র আশীর্বাদও অত্যন্ত জরুরি। তিন, সভাপতি পদে শেষ কয়েক বছর ধরে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের দেখা গিয়েছে বলে আগামীদিনেও তেমনই হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তাও নেই।

বিসিসিআই এজিএম

সচিব পদে দেবজিৎ শইকিয়া থাকছেন বলেই খবর। কিন্তু রজার বিনির উত্তরসূরি নিয়ে বোর্ডের অন্দরেই অচলাবস্থা রয়েছে। বর্তমান সহ সভাপতি রাজীব শুক্লাও বোর্ড সভাপতি হয়ে যেতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দিন কয়েক আগে সিএবি সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ তাঁকে বোর্ড সভাপতির পদে না দেখার কথাই জানিয়েছিলেন। মনোনয়ন দাখিলের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সৌরভের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। তাছাড়া অতীতে সৌরভ বোর্ড সভাপতির পদ সামলেছেন বিজেপির আশীর্বাদ নিয়ে। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। তুলনায় হরভজনের সম্ভাবনা অনেকটাই উজ্জ্বল। ভাজ্জি এখনও তাঁর বোর্ড সভাপতি পদের জল্পনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। হয়তো বাকিদের মতো তিনিও জল মাপতে ব্যস্ত।

বোর্ড সভাপতি পদের জল্পনার মধ্যেই জাতীয় নির্বাচক কমিটিতেও বদল হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, মধ্যাঞ্চলের সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণের এস শরথের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার আরপি সিং ও প্রজ্ঞান ওঝা। প্রবীণ কুমার ও আশিস উইনস্টন জাইদির নামও ঘুরছে। যদিও সম্ভাবনা কম বলেই খবর।

খেতাব অরবিন্দর

বালুরঘাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বালুরঘাটের ঋষি অরবিন্দ ফুটবল দল। বুধবার বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে কুশমণ্ডি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফুটবল দলকে হারিয়েছে। গোলস্কোরার ফাইনালের সেরা মাসুম সোরেন। এদিন প্রথম সেমিফাইনালে অরবিন্দ হারিয়েছিল তপনের মারাংবুরু দলকে। ম্যাচের সেরা গোলরক্ষক সৌমেন এক্কা।

চিন ওপেন ব্যাডমিন্টন

শেষ ষোলোয় সাত্ত্বিক-চিরাগ

শেনচেন, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেন। চিন ওপেনে ভারতের আশা এখন ‘সাতচি’ জুটিকে ঘিরে।

সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টির মরশুমটা বেশ ভালোই যাচ্ছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ, হংকং ওপেনে রানার্স। চিন ওপেনেও সাড়া জাগিয়ে শুরু করল ভারতীয় জুটি। প্রথম রাউন্ডে মালয়েশিয়ার জুনাইদি আরিফ-রয় কিং ইয়াপকে ২৪-২২, ২১-১৩ পয়েন্টে হারালেন তাঁরা। ম্যাচ জিততে সাত-চি জুটি সময় নিলেন মাত্র ৪২ মিনিট।

এদিকে, লক্ষ্য সেন হেরে গিয়েছেন ফ্রান্সের তোমা জুনিয়ার পোপোভের কাছে ১১-২১, ১০-২১ পয়েন্টে। আয়ুষ শেঠি আগেই বিদায় নিয়েছিলেন। মিক্সড ডাবলসে ভারতের ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টোও চিনের ফেং ইয়ান ঝে-হুয়াং ডং পিংয়ের কাছে পরাস্ত হয়। সাত্ত্বিক-চিরাগ ছাড়া প্রতিযোগিতায় টিকে রয়েছেন ভারতের পিভি সিন্ধু। মহিলা সিঙ্গলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবেন তিনি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অনিল রায় - কে 23.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62E 66896 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষকে ভালো একটি দিন যে আসতে পারে তা বিশ্বাস করার একটি ক্ষমতা দিয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি জয় নয়, এটি আমার জীবন পরিবর্তনকারী একটি মোড়। এই এমন সুন্দর একটি জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি তাদের কাছে সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস নাগরাকাটার যুব ডুয়ার্স একাদশ দলের। ছবি : অনীক চৌধুরী

নরেন্দ্র কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন যুব ডুয়ার্স

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল নাগরাকাটার যুব ডুয়ার্স একাদশ। বুধবার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে জলপাইগুড়ির গৈরিক একাদশকে। জোড়া গোল করে ফাইনালের সেরা হন যুবর দীপ মিঞ্জ। গৈরিকের একমাত্র গোল সুভাষ পালের। ট্রফি ছাড়াও চ্যাম্পিয়নদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক। এছাড়াও ঠাকুর পঞ্চানন এফসি ২-০ গোলে কৃষ্ণা এফসি-কে হারিয়ে তৃতীয় হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন কালচিনি-৩

সোনাপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কালচিনি-৩ নম্বর মণ্ডল দল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে কালচিনি-৪ নম্বর মণ্ডল দলকে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। প্রতিযোগিতার সেরা চ্যাম্পিয়নদের সুমিত নার্জিনারি। *ছবি : অভিজিৎ ঘোষ*

খেতাব জয়ের পর কালচিনি-৩ নম্বর মণ্ডল দল।

অঙ্কুশের জোড়া গোল

হলদিবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায় বসুনিয়া ও বাণী রায় বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়র লিগ কাম নকআউট ফুটবলে বুধবার আয়োজক দল ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে কচুয়া বোয়ালমারী সেভেন স্টারের বিরুদ্ধে। জোড়া গোল করেন অঙ্কুশ রায়। অন্য গোলটি চিরঞ্জিত বর্মনের।